শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি (M.Th)

মডিউল ৩

নৃতত্ত্ব / মানবতত্ত্ব
মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

greenvillepresbyterian.com

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল এবং বক্তৃতার সূচক

মডিউল ১

বৃহৎ ভূমিকা (Prolegomena: The Doctrine of First Principles) – প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব

মডিউল ২

স্বকীয় ঈশতত্ত্ব (Theology proper) – ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Doctrine of God)

মডিউল ৩

মানবতত্ত্ব (Anthropology) – মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Doctrine of Man)

১। ভূমিকা..... ১
২। মানুষের স্বভাব..... ৭
৩। ঈশ্বরের স্বরূপে মানুষ..... ১৩
৪। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা..... ২০
৫। পাপের স্বভাব..... ২৬
৬। মূল/আদি পাপের শিক্ষাতত্ত্ব..... ৩৩
৭। সম্পূর্ণ বিকৃতির শিক্ষাতত্ত্ব..... ৩৮
৮। কাজের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব..... ৪৪
৯। অনুগ্রহের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব..... ৫০
১০। ঈশ্বরের বিধানের/ব্যবস্থার শিক্ষাতত্ত্ব..... ৫৮

মডিউল ৪

খ্রীষ্টতত্ত্ব (Christology) – খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৫

পরিত্রাণতত্ত্ব (Soteriology) – পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব (Ecclesiology) - মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব (Eschatology) - অন্তিম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ১

ভূমিকা

আমাদের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডস থেকে নেওয়া। এটি স্কটল্যান্ড জাতির উত্তর অংশ। সেখানে একজন ঈশ্বর ভক্ত প্রেসবিটেরিয়ান সেবক ছিলেন এবং তিনি ম্যানসের রান্নাঘরে পরিবেশন করার জন্য একজন হাইল্যান্ড দাসীকে রেখেছিলেন, যেখানে সেবক তার পরিবারের সাথে থাকতেন। আর তারা সেই প্রথম দিনে উপাসনার জন্য জড়ো হয়েছিল যখন রান্নাঘরের দাসী তাদের জন্য কাজ করতে এসেছিল এবং পারিবারিক উপাসনায় তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কতগুলি আজ্ঞা আছে?" সেই দাসী তাকে একটি পরিষ্কার উত্তর দিতে অক্ষম ছিল না। পরে আরও তদন্ত করে, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যের সত্য সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তাই তিনি তার কাছে এগুলি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তার পরামর্শ দানের সময়, তিনি তাকে প্রতিদিন এই শব্দগুলি প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন: "হে প্রভু, আমাকে আমায় (নিজেকে) দেখান।" আমাকে নিজেকে দেখান। ঈশ্বরের বিচক্ষনিয় পরিকল্পনায়,এমন কিছু ঘটেছিল যার কারণে তাকে ম্যানসে ছেড়ে যেতে হয়েছিল এবং তাই সে তার সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। কিছু সময়কাল এবং মাস অতিবাহিত হয়েছে, আর যখন তিনি তার প্যারিসে লোকেদের বাড়ি দেখা করতে যাচ্ছিলেন,তখন তিনি এমন একটি বাড়িতে এলেন যেখানে একটি অসুস্থ ছেলে ছিল। তিনি সেই বাড়িতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে তার বোন এই হাইল্যান্ডস রান্নাঘরের দাসী যে আগে তার জন্য কাজ করেছিল। আর সে তার কাছে এসে পরিচারককে বলল, "পরিচারক মহাশয়, আমি আমার অবস্থার জন্য মরিয়া! যখন থেকে আমি আপনার সাথে ছিলাম,আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করছি,হে প্রভু,আমাকে আমায় দেখান।" আর তারপর থেকে আমি পাপের বিষয়ে দোষী বিবেক বোধ করছি,আমি নিজে হারিয়ে যাওয়া এবং একজন পরিত্রাতার জন্য আমার প্রয়োজনীয়তার একটি অপ্রতিরোধ্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পরিচারক তাকে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে, প্রিয় মেয়ে,আমি তোমাকে এখন প্রতিদিন প্রার্থনা শুরু করতে উৎসাহিত করব, হে প্রভু,আমাকে নিজেকে দেখাও।" হে প্রভু, তোমাকে আমায় দেখাও। সেই পরামর্শ গ্রহণ করে সে সেইমত প্রার্থনা করতে থাকে।আমাদের বলা হয়েছে যে,কিছু সময়ের পরে,তাকে প্রকৃতপক্ষে সুসমাচারে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণের অভিজ্ঞতায় আনা হয়েছিল, যে তিনি প্রভুকে জানতে পেরেছিলেন এবং একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পেরেছিলেন। আপনি সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণে লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি নিজের সম্পর্কে একটি সত্য জ্ঞান এবং ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান উভয়ই পেয়েছিলেন। আমরা দেখব এই দুটি জিনিস শাস্ত্রে সংযুক্ত।

সাতটি মডিউল বা পাঠের এই সিরিজ আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের একটি বুনিয়াদী অধ্যয়নের মাধ্যমে নিয়ে যায়। প্রথম মডিউলের উদ্বোধনী বক্তৃতায়,আমরা এই সাতটি পাঠের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ওভারভিউ প্রদান করেছি। প্রথম মডিউলটি প্রথম নীতিগুলিকে পূর্ণ করে– তাতে আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের উপর দশটি বক্তৃতা ছিল। দ্বিতীয় মডিউলটি ঈশ্বর সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্বের উপর বারোটি বক্তৃতা দেয়। এই প্রথম দুটি মডিউল আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়ন অনুসরণ করার জন্য সমস্ত মৌলিক নীতি বা স্বতঃসিদ্ধ/ সবর্জনবিদিত নীতি প্রদান করে। অন্য সবকিছু তাদের উপর নির্মিত এবং তাদের থেকে প্রবাহিত হয়। ঈশ্বর, মূল সত্তা হিসাবে,সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি এবং আমরা প্রথমে শাস্ত্রের মাধ্যমে শুরু করেছি,কারণ আমরা জানি যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের ঈশ্বরের মতবাদটি শাস্ত্রে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে, আত্মার মাধ্যমে তাঁর স্ব-প্রকাশ থেকে আসে। এই তৃতীয় মডিউলের সুযোগ হল মানুষের সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে শাস্ত্র থেকে যা শিখি তা আমাদেরকে মানুষের সঠিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়।

মানুষেরা নিজেদের বোঝার সাধনায় অক্লান্ত। তাদের উৎপত্তি,তাদের মেক-আপ, তাদের পরিচয়,তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তি ইত্যাদিতে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত জ্ঞান নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর শাস্ত্রে যা প্রকাশ করেন তাতে এটি আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং আপনি যদি মানুষের গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে চান তবে এই বক্তৃতাগুলি আপনাকে উপকৃত করবে। এই তৃতীয় মডিউলের বক্তৃতাগুলি, মানুষের মতবাদের উপর, সূচনামূলক, সম্পূর্ণ নয় এবং সেগুলি আপনাকে একটি ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যা দ্বারা আপনি আপনার পরবর্তী গবেষণা গড়ে তুলতে পারেন। আপনি যেমন মনে করবেন, প্রথম মডিউল থেকে,ঈশতত্ত্ব– বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত, ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত এবং তিনি আমাদের বিশ্বাস করার জন্য যা প্রকাশ করেছেন তা আলোচিত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি যে এটি খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে বেঁচে থাকার শিক্ষা, এইভাবে আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের জীবনযাপন উভয়কেই সম্বোধন করে। মানুষের মতবাদ, তাই, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের একটি অপরিহার্য উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, আমরা শিখব মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে। এখানে আমরা আরও দেখবো, মানুষ-ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি স্বরূপ নির্মিত, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা,তার মূল পাপ, মানুষের সম্পূর্ণ বিকৃতি, সেইসাথে চুক্তির মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রথম বক্তৃতায়, আমরা শিক্ষাতত্ত্বের একটি সাধারণ ভূমিকা বিবেচনা করব। তাই, আমাদের অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মতো,আমরা একই পরিকাঠামো অনুসরণ করব এবং আমরা মানুষের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা আরম্ভ করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব।

আমরা গীতসংহিতা ৮:৪-৬ পদে পড়ি: "[বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ;।" এই কয়েকটি পদ থেকে আমরা কী শিখব? প্রথমত,মানুষ সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলি ঈশ্বর এবং তাঁর কাজের বিবেচনা থেকে উদ্ভূত হয়। লক্ষ্য করুন যে গীতটি একই শব্দ দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়েছে। এটা বলে, "হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু,সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।" দায়ুদ ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করার জন্য নিজের চিন্তাধারনাকে উচ্চকৃত করেন। পদ ১ ক্রমাগত বলে যায়; "তুমি আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ।" এখানে একটি আদেশ আছে। তিনি ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে শুরু করেন এবং তারপর মানুষের বিষয় বিবেচনা করেন। কারণ মানুষকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের জ্ঞান থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর কে তা নিয়ে চিন্তা করার পর,দাউদ, ঈশ্বর যা করেন এবং তাঁর কাজগুলি বিবেচনার দিকে মন দিয়েছেন। পদ ৩ -এ আমরা পড়ি; "আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্ম্মিত আকাশমণ্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি।" দায়ুদ সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের বিস্ময়কর বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। আকাশের বিশাল বিস্তৃতি,তাদের অগণিত নক্ষত্র সহ তার (দায়ুদের) চোখ ঊর্ধ্বমুখী হয়– তারার সংখ্যায় এতো যে তিনি তা গণনা করতে পারেন না এবং একটি মহাবিশ্ব এত বিশাল যে তিনি তা বুঝতে পারেন না। এই সমস্তই কেবল ঈশ্বরের আঙ্গুলের কাজ,যেমনটি ছিল,যা তিনি নির্ধারণ করেছেন।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের বিষয়ে এই উন্নত চিন্তাভাবনা এবং তাঁর সৃষ্টির কাজ নিয়ে,দায়ুদ তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, "মানুষ কী! যে তুমি তার প্রতি মনোযোগী।" ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় মহিমার আলোকে এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট মহাবিশ্বের বিশালতার আলোকে,দায়ুদ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে মানুষ এর বিপরীতে কতটা ছোট এবং নগণ্য। সমান্তরাল অনুচ্ছেদে,গীতসংহিতা ১৪৪:৩-৪,আমরা পড়ি; "হে সদাপ্রভু,মনুষ্য কি যে তুমি তাহার পরিচয় লও? মর্ত্ত্যের সন্তান কি যে তুমি তাহাকে গণ্য কর? মনুষ্য নিঃশ্বাসের তুল্য, তাহার আয়ু ছায়ার সদৃশ, যাহা চলিয়া যায়।"

চতুর্থত,ঈশ্বর যে শুধু মানুষের প্রতি খেয়াল রাখেন তা নয়। দায়ুদ বলেছেন, পদ ৪-এ, " মনুষ্য কি যে তুমি তাহার পরিচয় লও?" ঈশ্বর মানুষের সাথে মিলিত হতে,মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে,মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নত হন এবং এটি বিস্ময়কর বিষয়। চিরস্থায়ী স্রষ্টা, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গের উপরে,তিনি সসীম প্রাণীদের নিজের সাথে সম্পর্কের জন্য সম্মত হন। দায়ুদ এই সকল বাস্তবতা দেখে নম্র এবং বিস্মিত।

পঞ্চমত, নিজের নম্রতা এবং অযোগ্যতা স্বীকার করার পরে, দায়ুদ সেই মর্যাদা এবং বিশেষাধিকারের স্থান সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন যা ঈশ্বর মানুষকে প্রদান করেন। গীত ৮:৫ পদে তিনি বলেছেন; "তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ।।" ঈশ্বর মানুষকে একটি প্রাণী হিসাবে নির্মাণ করিয়াছেন এবং গৌরব ও সম্মানের অবস্থানে উন্নীত করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের মূর্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, যা আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করব। সৃষ্ট ক্ষমতার দিক থেকে মানুষ স্বর্গদূতদের চেয়ে কম,কিন্তু তাদের গৌরব ও সম্মানের মুকুট দেওয়া হয়েছে যা অন্য উপায়ে স্বর্গদূতদের চেয়ে বেশি।

সবশেষে দায়ুদ, পৃথিবীতে মানুষকে যে ভূমিকা ও দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার কথা বলেছেন। পদ ৬ ক্রমাগত বলে, "তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ,তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ।" যেমন আপনি বুঝতে পারছেন, এটি এদন উদ্যানের দিকে ফিরে নিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষকে দেওয়া দায়িত্বের কথা স্মরণ করাচ্ছে যা আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদে আমরা পেয়ে থাকি। প্রভু মানুষকে অধ্যক্ষতা, কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের অধীনে শাসন করতে দিয়েছেন– সকল গবাদি পশু, বনের পশু এবং মাছ– ও অবশিষ্ট সমস্ত সৃষ্টিকে। ঈশ্বরের এই সেবাটিও মানুষের জন্য বিশেষ সুবিধার জায়গা। তাই যখন আমরা গীতসংহিতা ৮ দেখি, তখন আমরা মানুষের নম্রতা এবং মানুষের মর্যাদা উভয়ের মুখোমুখি হই। মানুষের মতবাদের একটি বাইবেলীয় বোঝাপড়া আমাদের এই দুটি বাস্তবতা-মানুষের নম্রতা এবং মানুষের মর্যাদা দেখতে, বিশ্বাস করতে এবং আলিঙ্গন করতে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত, আমরা এই পরিচায়ক বিষয়টির একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক বিবরণ বিবেচনা করব। জন ক্যালভিন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারক,তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ যা "দ্যা ইনস্টিটিউট অফ খ্রিষ্টান রিলিজিয়েন" নামেও পরিচিত। তিনি সেই বইটি এই কথাগুলি দিয়ে শুরু করেছেন; "আমাদের কাছে প্রায় সমস্ত জ্ঞান, অর্থাৎ সত্য এবং সঠিক জ্ঞান,দুটি অংশ নিয়ে গঠিত; ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান।" সুতরাং এই দুটি,ঈশ্বর এবং আমাদের জ্ঞান, একে অপরের সাথে জড়িত। একদিকে, যেমন ক্যালভিন লিখেছেন, "আমাদের নিজেদের জ্ঞান শুধুমাত্র ঈশ্বরকে খুঁজতে আমাদের সক্রিয় করে না, বরং, আমাদেরকে তাঁর সন্ধানের জন্য হাত ধরে নিয়ে যায়।" নিজেদের অন্বেষণ আমাদের ঈশ্বরের দিকে চালিত করে। কিন্তু অন্যদিকে,ঈশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত, নিজের সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। আবার, ক্যালভিন বলেছেন, "এটা নিশ্চিত যে মানুষ কখনই নিজের সম্পর্কে একটি স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, যদি না সে প্রথমে ঈশ্বরের মুখের দিকে দেখে এবং তারপর তা তাকে চিন্তা করাই নিজেকে যাচাই করার জন্য।" ঠিক এটিই সঙ্কক্ষিপ্তভাবে আমরা আগে গীতসংহিতা ৪-এ দেখেছি।

দ্বিতীয়ত, তাই খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর মহিমা দেখার চেয়ে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং,আমরা দ্বিতীয় মডিউলে যা শিখেছি, ঈশ্বরের সংক্রান্ত শিক্ষার উপর তা মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক বিবেচনার জন্য অপরিহার্য। মানুষের পতিত, পাপপূর্ণ প্রবণতা হল নিজের গৌরব অর্জন করা, নিজেকে গর্বিত করা। যিরমিয় ৯:২৩-২৪ পদ বলে; "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যাক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন।" পৌল এই একই বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন, "যেমন লেখা আছে, যে শ্লাঘা করে, সে প্রভুতে শ্লাঘা করুক।" আপনি এটি ১ করিন্থীয় ১:৩১ এবং ২ করিন্থীয় ১০:১৭ উভয়ই স্থানে পাবেন।

তৃতীয়ত, পাপী মানুষের পরিত্রাণ তাদের নিজেদের মধ্যে পাওয়া যায় না, বা নিজেদের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাকৃতিক এবং মিথ্যা ধর্ম বলে, "নিজেকে জ্ঞাত হও-নিজেকে বাঁচাও।" সেখানে খ্রীষ্ট বলেছেন, যোহন ১৭:৩ পদে, "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাঁহার তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাহাকে পাঠাইয়াছ, থাকে, যীশু খ্রীষ্ট কে জানিতে পায়। "নিজেদের সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান অপরিহার্য, কিন্তু সেটিই শেষ বা সম্পূর্ণ নয়। আমাদের পাপপূর্ণ আত্মা,আমাদের হারিয়ে যাওয়া; নিশ্চিত রূপে যেন

আমাদেরকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিত্রাণের জ্ঞানের দিকে চালিত করে।

চতুর্থত, আদিপুস্তক ১ এবং ২ এ, আমরা শিখি যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি করা হয়েছে,ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের জন্য। সেই মানুষ বিশেষাধিকারের সেই জায়গাটি উপভোগ করেছিলেন,যা ঈশ্বরের অনুকূল উপস্থিতিতে বসবাস করার,জ্ঞান,ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু পাপ ঈশ্বরের সেই নৈকট্যের বিঘ্ন ঘটায় এবং ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের বিকৃতি ঘটায়। পতিত মানুষ আলোর প্রতি অন্ধ, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ঐশ্বরিক বিষয়ের কাছে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। প্রথম করিন্থীয় ২:১৪ পদ বলে, "কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেমনা তাহার কাছে সে সকল মুর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়। সমস্যা হল মানুষ আত্মপ্রতারিত হয়। সংজ্ঞা অনুসারে, আত্ম-প্রতারণার অর্থ হল যে তারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। তার জ্ঞান এবং আধুনিক অগ্রগতি সম্পর্কে মানুষের সমস্ত ঔদ্ধত্য এবং অহংকার মুর্খতা স্বরূপ, কারণ সে তার নিজের প্রকৃত অবস্থা এবং ঈশ্বর কে সে সম্পর্কে তার অজ্ঞ। প্রথম করিন্থীয় ৩:১৮ পদ বলে,"কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাক্তি যদি আপনাকে এই যুগে জ্ঞানবান্ বলিয়া মনে করে, তবে সে জ্ঞানবান্ হইবার জন্য মূর্খ হউক।"

পঞ্চমত, সুসমাচারের আলো মানুষের সহজাত অন্ধকার আলোকিত করে, মানুষের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবতার উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে। এটি স্রষ্টা, বিচারক, সার্বভৌম এবং সর্বশক্তিমান উদ্ধারকারী হিসাবে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে, যিনি পাপীদেরকে চূড়ান্তভাবে রক্ষা করতে সক্ষম। ঈশ্বরকে প্রকাশ করার সময়,এটি মানুষকে নিজের ছবিও দেখায়– তার সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা (depravity), তার মৃত্যু এবং খ্রীষ্টের রক্ষা করুণার উপর তার মরিয়া নির্ভরতা। যিশাইয় এটি অনুভব করেছিলেন– আপনি যিশাইয় ৬-এ এটি সম্পর্কে পড়বেন। তাঁর এই দৃষ্টি রয়েছে এবং তিনি প্রভুর মহিমা দেখেন, আর তাঁর বৈভব মন্দিরটি সম্পূর্ণ করে। আর ঈশ্বরের সেই দৃষ্টি তাকে এই কথা বলতে পরিচালিত করে, "হায় আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি জিহ্বা মনুষ্য এবং অশুচি জিহ্বা ধারী জাতির মধ্যে বাস করিতেছি; আর আমার চক্ষু রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়াছে।" ঈশ্বরের জ্ঞান তাকে দেখিয়েছিল যে তিনি কে, আর একজন স্বর্গদূতের জন্য বলির বেদী থেকে একটি কয়লা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল– প্রায়শ্চিত্তের সেই ছবি, খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের কাজকে পূর্বরূপ দেয় এবং সেই কয়লাটি তাঁর ঠোঁটে রাখা হয়, যেন তিনি শুদ্ধ হতে পারেন।

ষষ্ঠত,সবশেষে,মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না। ওয়েস্ট-মিনিস্টার শর্টার ক্যাটিসিজম শুরুহয়, তার প্রথম প্রশ্ন ও উত্তরে, এই বলে যে "মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং চিরকালের জন্য তাঁকে উপভোগ করা।" এটিই হল তার প্রধান উদ্দেশ্য, তার সর্বশেষ পরিণতি। তাই আপনি মানুষকে ঈশ্বর থেকে বিছিন্ন হয়ে বুঝতে পারবেন না। মানুষের উৎপত্তি এবং পরিচয়, অর্থ, উদ্দেশ্য এবং অন্তিম গতি সবই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত– ঈশ্বর কে, তা বোঝার উপর স্থিত-যিনি সৃষ্টিকর্তা, শাসনকর্তা,বিচারক এবং তাঁর নির্বাচিত লোকদের মুক্তিদাতা।

তৃতীয়ত, আমাদের এই পরিচায়ক বিষয়টিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমত, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মানুষের জ্ঞান নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাই অনেক লোকের ধারণা যে আমাদের বাইবেলের প্রয়োজন নেই এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু প্রয়োজন নেই, নিজেদের জন্য যা আমরা করতে পারি তা হল, নিজেদের অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে খুঁজে বের করা। কিন্তু সেটি হবে মানুষকে নিজের মধ্যে থাকা অন্ধকারের ছেড়ে দেওয়া। সে অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করবে, নিজের সম্পর্কে কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারবে না। আমরা শিখি যে আমাদের পরিষ্কারভাবে দেখতে হবে, আমাদের অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে বাইরে থেকে দেখতে হবে। আপনি জানেন, যখন আমরা কিছু অধ্যয়ন করি, এমনকি সৃষ্ট জগতেও, আমরা বাইরে থেকে একটি প্রাণীর বাসস্থান, তাদের খাদ্যাভ্যাস, তারা কোথায় থাকে, তারা কী করে, তারা কীভাবে যোগাযোগ করে ইত্যাদির উপর নজর রাখি তখন আমরা শাস্ত্রের লেন্সের মাধ্যমে, আমাদের বাইরে ঈশ্বরের প্রকাশের মাধ্যমে এবং তিনি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যা বলেন তা দেখার মাধ্যমে আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে সক্ষম হয়। সুতরাং, পরিষ্কারভাবে দেখতে হলে আমাদের অবশ্যই

বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে হবে।

কিন্তু এছাড়াও, সত্যিকারের দেখার জন্য,আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে ঈশ্বর কী দেখেন এবং ঈশ্বর কী বলেন। আর তাই, আমাদেরকে ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোয় আসতে হবে, দেখতে হবে, ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে কী বলেন? তিনি কিভাবে আমাদের বর্ণনা করেন? কারণ তিনি নিজেই সত্য এবং তাই আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করতে হবে। প্রায়শই পুরুষদের নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশ উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। প্রাকৃতিক মানুষ সর্বদা ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়,মানুষকে ঈশ্বরের জায়গায় বসাতে চায়। আর তাই মানুষ নিজের ভাগ্যের মালিক হওয়ার কথা বলে। এটা একেবারে খোলামেলা এবং বোকামি-এটা মূর্খতা। এটা ভাবা একেবারেই হাস্যকর যে মানুষ এই পৃথিবীতে নিজের এবং নিজের চারপাশের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গা দখল করতে সক্ষম এবং তার খুব সীমিত বোঝার সুযোগের মধ্যে, সমস্ত বিষয়গুলির জ্ঞান রয়েছে। না, আমাদের নিজেদেরকে নত হতে হবে,প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁর করুণাময় বাক্য গ্রহণ করতে হবে। সব কিছুতেই ঈশ্বর যে ঈশ্বরের স্থান প্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতারও মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের দিনে, একটি বড় ভুল বিষয় আছে যে, বিজ্ঞান হল সমস্ত জ্ঞানের শেষ ও সমাপ্তি। আর তাই লোকেরা মনে করে যে আপনি মানুষকে জানা সহ জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। একদিকে কিছু উপযোগিতা আছে, কারণ মানুষের শরীর বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনেক অবদান রয়েছে। আমরা জৈবিকভাবে মানুষকে দেখছি, আমরা অভিজ্ঞতামূলক তথ্য, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবহার করছি হাড়, জয়েন্ট এবং সাইনিউজ সম্পর্কে জানার জন্য, কোষ সম্পর্কে জানার জন্য এবং শরীরের রাসায়নিক যুগ্মতা, রক্ত এবং কীভাবে এগুলি আলাদা আলাদা কাজ করে, এগুলি জানার জন্য- এটি সহায়ক। কিন্তু বিজ্ঞান তাতেই সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান মানুষের আত্মা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। আর তাই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ মানুষ সম্পর্কে আমাদের জানানোর ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা বিজ্ঞান আমাদের মানুষের উৎপত্তি, বা মানুষের উদ্দেশ্য, বা মানুষের আসল পরিচয়, বা মানুষের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে বলতে পারে না। আর তাই বিজ্ঞানকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ভাবার এই বিভ্রান্তিকর ধারণার মোকাবিলা করতে হবে-যা আমরা মনেকরি, মানুষকে বোঝার জন্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এটির কিছু অবদান আছে, তবে এটি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে যা অবদান রাখে তাতে এটি খুব সীমিত। সম্পূর্ণ মানুষকে বোঝার জন্য, ঈশ্বরের বাক্যে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রকাশনের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

সবশেষে, ঈশ্বরের জ্ঞান থেকে মানুষের জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের প্রতিটি প্রবণতার মোকাবিলা করতে হবে। তাই মানুষকে জানার, মানুষকে বোঝার,তার বিভিন্ন উপাদানকে বোঝার যে কোনো সাধনা,অর্থাৎ কোনোভাবেই,ঈশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয়, এটি একটি মৃত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। তা হবে নিষ্ফল। মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি হল-ঈশ্বর কে– যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন,যিনি মানুষকে গঠন করেছেন, যিনি মানুষকে উদ্দেশ্য দিয়েছেন এবং যিনি মানুষকে স্বরূপ দিতে এবং তাঁর নিজের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

চতুর্থত, আমাদের বক্তৃতার এই ব্যাপক রূপরেখার অধীনে,আমরা এখন নিজেদের কাছে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের জন্য। তাই এর চেয়ে কম কিছুর ফলে সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। যদি আমরা স্বীকার না করতে ব্যর্থ হই যে, আদিতে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যদি আমরা পতনের পরিণতি, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের ক্ষতি এবং এর ফলে যে পাপ ও দুর্দশা আসে তা বুঝতে না পারি, আমাদের অধ্যয়নের কাজ করার জন্য আমাদের খুব কমই বিষয় অবশিষ্ট থাকবে। না, আমাদের দেখতে হবে যে মানুষের উদ্দেশ্য হল আলাপচারিতায় চলা– সৃষ্টিকর্তার সাথে তাঁর নিজের সৃষ্টি (গমনাগমন করবে)। এখন, যাদের অনুগ্রহের অবস্থায় আনা হয়েছে,যারা নতুন করে জন্ম নিয়েছে এবং যারা রূপান্তরিত হয়েছে, বিশ্বাস ও অনুতাপে আনা হয়েছে, তা তাদেরকে জীবনের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে গঠন করে। এই পৃথিবীতে, আপনার সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হল ঈশ্বরের সাথে সেই যোগাযোগ অন্বেষণ করা এবং তা রক্ষা করা, যা তিনি আমাদের নিয়মগুলির মাধ্যমে দিয়েছেন, যা আমরা তাঁর বাক্যে, প্রার্থনায় এবং আরও অনেক

কিছুর মধ্যে পায়। তাই আমাদের প্রভুর নিকটবর্তী হওয়ার এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়ে তাঁর সাথে চলার চেষ্টা করার এই অগ্রাধিকারটি বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জ্ঞান ঈশ্বরের একটি পরিত্রাণের জ্ঞানের প্রয়োজনের দিকে পরিচালিত করে। তাই,মানুষকে লক্ষ্য করলে– তার পতন, আদি পাপ, মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা, তার ইচ্ছার উপর প্রভাব ইত্যাদি বোঝা যায়– ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিচ্ছিন্নতাকে দেখা যায়, তাই মানুষকে সত্যিকারভাবে লক্ষ্য করা, আমাদের নিয়ে যায় ঈশ্বরের নিজের জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য অগ্রাধিকারের দিকে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানার জন্য, একজন মুক্তিদাতা এবং একজন পরিত্রাতা হিসাবে এবং যিনি তাঁর নিজের লোকদের প্রভুর সাথে পুনর্মিলন করেন এবং তাদের জন্য, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বলিদানের মাধ্যমে, তাদের পাপের ক্ষমা করে দেন।

তৃতীয়ত, আমরা দেখি যে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং তাঁকে চিরকাল উপভোগ করা, সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ১ উল্লেখ করে। তাই, আমাদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার এবং প্রথম সাধনা হল, আমাদের জীবনে, এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং চিরকাল তাঁকে উপভোগ করা। তাই আমরা খাই বা পান করি না কেন, আমাদের তা ঈশ্বরের মহিমার জন্য করতে হবে– তাই জীবনের ক্ষুদ্রতম জিনিসের মধ্যেও তাঁকে মহিমা দিতে হবে। হ্যাঁ,এটা সত্য যে আমরা সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা খুঁজি,কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে তাঁকে মহিমা দিতে চাই। আমরা যে যোগাযোগের কথা বলছিলাম তা বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের আনন্দের দিকেও নিয়ে যায়। এটি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসীর চূড়ান্ত গন্তব্য অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে হবে, কারণ তখন আমরা ঈশ্বরকে সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক মহিমান্বিত করব, যখন মহিমায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং যুগের পরিসমাপ্তি, দেহের পুনরুত্থান এবং চিরকাল ঈশ্বরের সাথে বসবাসের শেষ পর্যায়ে আমদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে, আমরা, অনন্তকালের জন্য, তাঁকে মহিমান্বিত করব এবং উপভোগ করব এবং আমাদের এখানে-এখন এটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।

চতুর্থত এবং সবশেষে, মানুষকে একজন উপাসক হিসেবে দেখতে হবে। পিতা তাদের অন্বেষণ করেন যারা তাঁকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করবে। যোহন ৪র্থ অধ্যায়ে যীশু সেই মহিলার সাথে কূপের কাছে যে কথা বলেছিলেন। মানুষ একজন উপাসক। আমি বলতে চাচ্ছি, এই কারণেই, আপনি যদি মানুষকে বুঝতে চান,তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, মানুষ যখন বাইবেলের ত্রিত্ব ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়াই এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণের জ্ঞান ছাড়াই, তারা কিন্তু ক্রমাগত উপাসনা করছে। তারা লাঠি এবং পাথর বা সোনার বস্তুর উপসনা করবে। তারা স্বর্গে নক্ষত্রের উপাসনা করবে। তারা নিজেদের পুজো করবে। কিন্তু তাদের পূজা করানো হয়েছে। তাদের অধঃপতনে, তারা এই সমস্ত মূর্তিপূজারী উপাদানগুলির সন্ধান করে। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উদ্ধার কাজের মাধ্যমে তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমাদের প্রধান পেশা উপাসনা করা। এটি অনন্তকালের জন্য আমাদের প্রধান পেশা হবে এবং এটি এখানেও আমাদের বিশেষাধিকার। গীতসংহিতা ১৬:৮ বলে, "আমি প্রভুকে সর্বদা আমার সন্মুখে রাখিয়াছি; কারণ তিনি আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হইব না।" পদ ১১, "তুমি আমাকে জীবনের পথ দেখাবে: তোমার উপস্থিতিতে আনন্দের পূর্ণতা রয়েছে; তোমার দক্ষিণ হাতে চিরকালের জন্য আনন্দ আছে।" মানুষকে লক্ষ্য করতে হবে– যদি তাকে সঠিকভাবে লক্ষ্য করতে হয়, তবে তাকে একজন উপাসক হিসেবে দেখতে হবে এবং যাকে জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য ডাকা হয়েছে।

উপসংহারে, এই পরিচায়ক বক্তৃতায়,আমরা শাস্ত্র থেকে বাইবেলের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে; বিশ্বাসীদের চিন্তাভাবনা, অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার জন্য মানুষ সংক্রান্ত মতবাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বর এই তৃতীয় মডিউল জুড়ে বক্তৃতাগুলির বাকি অংশে,আমরা ঈশ্বর মানুষের সম্পর্কে যা প্রকাশ করেছেন তার আরও বিশদ বিবেচনার বিষয়ে আলোচনা করব। আর আমরা যেমন করি, আমরা দাউদের সাথে গীতসংহিতা ৮ গাইবো, "মর্ত্য কী যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য সন্তান বা কী যে, তাঁহার তত্ত্বাবধান কর?"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ২

মানুষের স্বভাব

বেশিরভাগ মানুষের কাছে অন্তত একটি আয়না আছে। আপনি তা অনেক জায়গায় পাবেন, সার্বজনীন এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই। আপনি প্রায়শই তাদের একটি মুখ ধোবার স্থানের উপর দেখেন, যা লোকেদের তাদের চুল ভালভাবে আঁচড়াতে, তাদের শার্ট সোজা করতে বা দাঁত ব্রাশ করতে সক্ষম করে। কিন্তু আপনি তাদের অন্যান্য অনেক জায়গায় খুঁজে পান। কখনও কখনও, মহিলারা তাদের পার্সে বহন করে। আয়না আপনাকে নিজেকে দেখতে দেয় এবং অনেক লোক নিজেকে দেখতে পছন্দ করে। তারা তাদের চেহারা সম্পর্কে এবং অন্যেরা তাকে কিভাবে দেখছে তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। কিন্তু আয়নার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা আছে। তারা আপনাকে শরীরের শুধুমাত্র একটি অংশ দেখাতে পারে– আয়নার মুখোমুখি অংশ এবং সেই নির্দিষ্ট ফ্রেমের আকারের মধ্যে যা কিছু ফিট হয়য়। কিন্তু যা কিছু আয়নায় প্রতিফলিত হয় তার চেয়েও অনেক বেশি আপনার কাছে আছে। আপনার যেমন আত্মা আছে, তেমনি একটি দেহও আছে এবং আত্মাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সত্যিকার অর্থে নিজেদের বোঝার জন্য ত্বকের গভীরতার বাইরে তাকানো প্রয়োজন। আমাদের এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, আমি কে? আমার উৎস কী? আমার গন্তব্য কোথায়? জীবনে আমার উদ্দেশ্য কী? আমি কিভাবে বিষয়গুলি জানি? এই মত প্রশ্ন চলতে থাকে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে অনেকগুলি শুধুমাত্র প্রভুর দ্বারা উত্তর করা যেতে পারে এবং তিনি শাস্ত্রে উত্তর প্রদান করেন। শুধুমাত্র স্রষ্টা এবং নির্মাণকারী নিজেই জানেন মানুষ কী।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর এই তৃতীয় মডিউল বা কোর্সের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি মানুষের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে এবং পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের আগে বাইবেল মানুষের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। আগের বক্তৃতায়, আমরা এই মডিউলটির একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা মানুষের প্রকৃতি অন্বেষণ করব এবং আমরা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ি। পদ ৭ বলে, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্মাণ করিলেন এবং তাঁহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাঁতে মনুষ্য সজিব প্রাণী হইল।" তারপর, ১৮ পদ বলে, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাঁহার জন্য তাঁহার অনুরূপ সাহায্যকারী নির্মাণ করি।" তারপর, ২১ এবং পরবর্তী পদগুলিতে পড়ি, "পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার [হইয়াছে]; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহাঁর নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে। ঐ সময়ে আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, আর তাঁহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।"

আদিপুস্তক ১-এ, ঈশ্বর আমাদের ছয় দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির একটি ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। আমরা শিখেছি যে মানুষকে ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আমরা প্রথম অধ্যায় ২৬ ও পরবর্তি পদগুলিতে পায়। ঈশ্বর যা তৈরি করেছেন-এটিই হচ্ছে তার চূড়ান্ত রূপ। আদিপুস্তক ২-এ, ঈশ্বর ফিরে যান এবং মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। এইমাত্র পদ ৭ যা আমরা উদ্ধৃত করেছি সেটি আমাদের বলে,যে ঈশ্বর নিজেই মানুষকে তাঁর হস্তকর্মের অংশ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এই পদে আমরা পাই যে সদাপ্রভু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এটি বিবর্তনের পৌরাণিক কাহিনীর মতো প্রাণীজগতের আগের রূপগুলি থেকে

মানবজাতির বিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনাকে দূর করে। ঈশ্বরই হলেন সৃষ্টিকর্তা।

আমরা মানুষের সহজ উৎস সম্পর্কেও শিখেছি। আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মাটির ধূলিকণা থেকে প্রথম মানুষের দেহ গঠন করেছেন। পাপের ফলস্বরূপ এবং মৃত্যুর প্রবেশের জন্য এই বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। আদিপুস্তক ৩:১৯-এ পতনের পরে, আমরা পড়ি, "তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।" আমরা আরও শিখেছি যে ঈশ্বর শুরু থেকেই মানবজাতি, পুরুষ এবং মহিলা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। পদ ২২ আমাদের বলে যে প্রথম মহিলার দেহ পুরুষ থেকে তৈরি হয়েছিল; "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।" আমাদের আরও বলা হয়েছে যে তাকে পুরুষের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং আপনি যদি ১৮ পদে ফিরে যান, প্রভু বলেন, "মানুষের একাকী থাকা ভাল নয়; আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ এক সহকারিণী নির্মান করিব।" তাই লিঙ্গ পার্থক্যের সাথে মানবজাতিকে নির্মাণ করা হয়েছে এবং আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এর প্রভাবগুলি অন্বেষণ করব।

উপরন্তু, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর তার নাকের মধ্যে জীবনের শ্বাসবায়ু দিয়েছেন এবং মানুষ একটি জীবন্ত আত্মা হয়ে উঠেছে। তাই ঈশ্বর তাকে জীবন দিয়েছেন। মানুষের প্রথম নিঃশ্বাস সরাসরি এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তিনি একটি জীবন্ত আত্মা, একটি জীবন্ত সত্তা গঠন করেছিলেন। মানবজাতির দেহের অধিকারী বস্তুগত পদার্থের চেয়েও বেশি কিছু ছিল; তাকে একটি যুক্তিসঙ্গত আত্মা দিয়েও সৃষ্টি করা হয়েছিল।

পবিত্র শাস্ত্রের প্রথম পাতা থেকে, আমরা মানবজাতির প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তার স্বভাব তার উৎস, নকশা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে যা দিয়ে ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছেন। আদিপুস্তক ১ থেকে ৩ আমাদের প্রথম পুরুষ এবং প্রথম মহিলা সম্পর্কে সত্য ইতিহাস প্রদান করে। আদমের এই ঐতিহাসিক সত্য একটি অপরিহার্য বাইবেলের শিক্ষা এবং আমাদের অবশ্যই এই সত্য থেকে প্রস্থানের কোন প্রকারের প্রচেষ্টাকে বুঝতে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, যা এই সত্যকে মিথ্যা এবং বিপজ্জনক ত্রুটি মনে করে। এটি অন্যান্য অনেক বাইবেলের শিক্ষা এবং ঈশ্বরীয় অনুশীলনের জন্য অপরিহার্য। এটি একটি দৃঢ় ভিত্তি, যার উপর ঈশ্বর শাস্ত্রের আরও অনেক সত্য নির্মাণ করেন। সুতরাং ভিত্তিকে দুর্বল করা বাইবেলের বুনিয়াদী কাঠামোকে ভেঙে ফেলবে।

দ্বিতীয়ত, আসুন মানুষের স্বভাব/প্রকৃতি সম্পর্কিত কিছু শিক্ষার বিবরণ বিবেচনা করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ ২, এই শব্দগুলি দিয়ে শুরু হয়; "ঈশ্বর অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তৈরি করার পরে, তিনি যুক্তিযুক্ত এবং অমর আত্মার সাথে, জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং সত্যিকারের পবিত্রতা সহ মানুষ, পুরুষ এবং মহিলাকে সৃষ্টি করেছেন। তার নিজস্ব প্রতিচ্ছবি; তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আইন দিয়ে নির্মাণ করেছেন।" এই বক্তৃতায়, আমরা আরও সাধারণভাবে মানুষের স্বভাব/প্রকৃতি বিবেচনা করব। পরের বক্তৃতায়, আমরা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে সৃষ্টি করার অর্থ কী। তাই এই বক্তৃতায়, প্রথমত, মানুষ একটি সৃষ্টি, একটি সৃষ্ট সত্তা– আমরা দেখতে পাই– যে সে কোন দেবতা নয়। সে অস্তিত্বে আছে এটি জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের সৃষ্টির ফল,যেমন আমরা গীতসংহিতা ১০০:৩ পদে দেখি, "তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা তাঁহারই।" অথবা,পৌলের মত বলতে পারি, এটি "তাঁহতেই"– অর্থাৎ ঈশ্বর– "তাঁর মধ্যেই আমরা বাস করি,চলছি এবং আমাদের সত্তা রয়েছে"-প্রেরিত ১৭:২৮। তাই মানুষ অস্থায়ী– শাশ্বত নয়। মানব ইতিহাসের একটি শুরু আছে, ঈশ্বরের বিপরীতে, যিনি চিরন্তন এবং সময়ের বাইরে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর মানবজাতিকে দৈহিক, ভৌতিক দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর আদি মণ্ডলীর কিছু ভ্রান্ত শিক্ষকদের ব্যাতিরেকে, আমরা দেখতে পাই যে বিষয়টি নিজেই মন্দ নয়। ষষ্ঠ দিনের শেষে, ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে তিনি যা তৈরি করেছেন, মানুষের শরীর সহ, তা খুব ভাল ছিল– ১ অধ্যায় ৩১ পদ। দেহের মর্যাদা রয়েছে। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে, এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খ্রীষ্ট, তাঁর দেহে মুর্তিমান হওয়ার সময় তিনি নিজে এক সত্য ও প্রকৃত মানবদেহ ধারণ করেন। তাই এটিকে অস্বীকার করা সুসমাচারকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্ন

করবে। আমাদের দেহগুলি জটিলভাবে গঠিত রয়েছে,যার সবকটিই ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করা হবে,ঈশ্বরের মহিমার জন্য। তাই, বিশ্বাসীকে বলা হয়, "আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।"– ১ করিন্থীয় ৬:২০। অথবা যেমন আমরা রোমীয় ৬:১৩ পদে পড়ি,আমাদের শরীরের অংশগুলিকে "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে" সমর্পণ কর।

সুতরাং তৃতীয়ত, আমরা দেখতে পাই যে আমাদের একটি জীবিত, অমর, যুক্তিসঙ্গত আত্মা আছে। উপদেশক ১২:৭ মৃত্যুর কথা বলে, "আর ধূলি পূর্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে এবং আত্মা যাঁহার দান,সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে।" সুতরাং মানুষের গঠিত প্রকৃতি শরীর এবং আত্মা উভয় নিয়ে গঠিত। আজকে আমাদের সময় কিছু অনুশাসনকালে বিশ্বাসী লোকেরা ভুল করে শিক্ষা দেয় যে মানুষের প্রকৃতি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: শরীর, আত্মা এবং প্রাণ। কিন্তু শাস্ত্রের গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর একই জিনিসের সমার্থক পদ হিসাবে "আত্মা" এবং "প্রাণ" শব্দগুলিকে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং মানুষ প্রধানত দুটি জিনিস দ্বারা গঠিত: শরীর এবং আত্মা। শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং সদস্য আছে এবং আত্মার বিভিন্ন ক্ষমতা আছে। আপনার মনের কথা ভাবুন, যা আপনার মস্তিষ্ক থেকে আলাদা, বা মানুষের পছন্দ– তার ইচ্ছা, বা তার স্নেহ ইত্যাদি।

চতুর্থত আমাদের এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার হৃদয়ে লেখা ঈশ্বরের নৈতিক আইন দিয়ে। রোমীয় ২:১৫ অইহুদীদের কথা বলে, যাদের লেখায় দশটি আজ্ঞা ছিল না, কিন্তু, যেমন এটি বলে, "যেহেতু তাহারা ব্যবস্থার কার্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের বিবেকও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরসপর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।" মানুষ নির্দোষ অজ্ঞান অবস্থায় একটি ফাঁকা স্লেট হিসাবে সৃষ্টি হয় না। তাকে ভাল এবং মন্দ বোধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মানুষের বিবেক তার মধ্যে ঈশ্বরের সহকারী হিসাবে কাজ করে, তার পাপপূর্ণ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। এটা সত্য কারণ মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের নিয়ম লেখা আছে।

পঞ্চমত ঈশ্বরের নিখুঁত নকশা অনুসারে মানবজাতিকে শুরু থেকেই নর ও নারী সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই, মর্যাদায় একীভূত করেছিলেন এবং ঈশ্বরের চিত্রের বাহক হিসাবে তাদের দক্ষতা এবং বিশেষাধিকারগুলিতে একীভূত করেছিলেন, কিন্তু পুরুষ এবং মহিলা হিসাবে আলাদা করেছিলেন। দুই লিঙ্গ, বেশি নয়, কমও নয়। লিঙ্গ পার্থক্য এবং ভূমিকার সম্পর্ক পতনের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাপের ফলে নয়। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত পার্থক্যকে অস্বীকার করা বা বিকৃত করা দুষ্টতা এবং এটি সৃষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে পাপপূর্ণ বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই কারণেই পৌল রোমীয় ১:২৬-এ সমকামিতার ঘৃণ্যতাকে "প্রকৃতির বিরুদ্ধে" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, বাইবেল শুরু থেকেই পুরুষ এবং মহিলার জন্য আলাদা ভূমিকা নির্দিষ্ট করে। শাস্ত্রে এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান দিনে এর উপর আক্রমণ হচ্ছে, আমরা এটিকে আরও বিশদে বিবেচনা করব। মণ্ডলীর মধ্যে নারী ও পুরুষের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন। প্রথমত পৌল গির্জার মধ্যে একজন নারীর ভূমিকাকে সম্বোধন করেছেন, ১ তিমথি ২:১১-১২ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, "নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক মৌনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না,কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি।" আমরা ১ করিন্থীয় ১৪:৩৪ পদে এবং সেই অনুচ্ছেদটির চারপাশে একই বিষয়টি দেখতে পায়। কিন্তু ১ তিমথি ২-এ ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করুন যে তিনি এই বিষয়টি স্থিরীকৃত করছেন যা তিনি এইমাত্র সৃষ্টিতে বলেছেন। এটি বলে, "প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্মাণ করা হইয়াছিল" পদ ১৩ দেখুন। তাই তিনি সাংস্কৃতিক কিছু বর্ণনা করছেন না, একটি সময় এবং স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। এটি ঈশ্বরের নকশায় নিহিত, সৃষ্ট আদেশের ক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পৌল তিমথিকে নির্দিষ্ট করেছেন যা সব মণ্ডলীতে, সর্বদা প্রয়োগ করা উচিত। একইভাবে, ১ করিন্থীয় ১১:৩ পদে পৌল লিখেছেন, "কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা জান"– এবং তারপরে তিনি এগিয়ে যান এবং বলেন, "নারীর মস্তক হল পুরুষ।" তারপর তিনি পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাজসজ্জার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য কারণের সাথে সৃষ্ট নিয়মে জনসাধারণের উপাসনায় নারীদের মাথা ঢেকে রাখার বাধ্যবাধকতাকে ভিত্তি দেন। তাই তিনি ৮-৯ পদে বলেছেন, "কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে। আর

স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই,কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর।" এখানে মূল বিষয়টি হল যে পৌল পুরুষ এবং মহিলাদের ভূমিকাকে আলাদা করছেন,এমনকি জনসাধারণের উপাসনায় তাদের সাজসজ্জা এবং তিনি সৃষ্টির মধ্যে এর ভিত্তি স্থাপন করছেন।

আমরা ঘরের নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়েও ভাবতে পারি। পৌল পুরুষের নেতৃত্বের নীতিটিও প্রয়োগ করেন যা আমরা এইমাত্র ১ করিন্থীয় ১১-এ দেখেছি। আদিপুস্তক ২-এ, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর পুরুষকে সম্পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী এবং সঙ্গী হিসাবে নারীকে সৃষ্টি করেছেন, একতা এবং পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ করে করেছেন। সেই সুন্দর সম্পর্ক শৃঙ্খলাকে প্রতিফলিত করেছিল, পুরুষকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। আমরা ইফিষীয় ৫:২২-২৪ পদে পড়ি, "নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও। কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা; কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনি নারীগণ, সর্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূত হউক।" আবার, আপনি ১ পিতর ৩:১-৭ পদে অনুরূপ কিছু দেখতে পাবেন। তাই স্বামী তার স্ত্রীর জন্য নিজেকে, আত্ম-অস্বীকারকারী, আত্মত্যাগমূলক ভালবাসা দেওয়ার জন্য তার শিরোপা নিযুক্ত করেন। প্রধান নেতৃত্ব হল তার অধীনে থাকা সকলের সুবিধের জন্য।

কিন্তু পৌল পুরুষের প্রাধান্যকে ঈশ্বরের নকশায় বাস্তবিক বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন– কেবল কী হওয়া উচিত তা নয়, বরং কী হবে তা বলেছেন। তিনি আমাদের দৃষ্টি এমনকি সৃষ্ট আদেশেরও উপরে নিয়ে গিয়েছেন, দেখানোর জন্য যে এটি কীভাবে খ্রীষ্টের বৃহত্তর সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে তার কনে, মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে। পুরুষ ও মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কিত বিস্তৃত বাইবেলের শিক্ষা এই বক্তৃতার পরিধির বাইরে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে এই বাইবেলের সত্যগুলো আমাদেরকে শুরুতে ঈশ্বরের সৃষ্ট নকশায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সংক্ষেপে, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর মানুষকে, নর-নারী করে, একটি দেহ এবং একটি আত্মা দিয়ে এবং তার হৃদয়ে লেখা ঈশ্বরের আইন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এর পরে, আমাদের অবশ্যই তিনটি ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে যা মানুষের স্বভাব বা চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমত, এমন ধর্মতত্ত্ববিদরা আছেন যারা আদমকে প্রথম মানুষ হিসেবে ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকার করেন। আর এই শিক্ষা বিভিন্ন রূপে আসে। তারা বলবে যে, আদম এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি দ্বিতীয় বা পরবর্তী মানুষ ছিলেন, তিনি ছাড়া অন্য মানুষও ছিল, বা তার আগেও অন্যেরা ছিল। অন্যরা বলবে যে এটি কেবল একটি গল্প এবং এটি কোনও প্রকৃত ব্যক্তি নয় যা বর্ণনা করা হচ্ছে ইত্যাদি। এটি শুধুমাত্র বাইবেলের সাধারণ শিক্ষাকে অস্বীকার করে না, এটি অন্যান্য বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বকেও দুর্বল করে। ঈশ্বর একদিকে তার সমস্ত বংশধরদের সাথে আদিমের প্রাধান্যের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সুসমাচার স্থিরীকৃত করেছেন, এবং অন্যদিকে খ্রীষ্টের সম্পর্ক রয়েছে– যাকে শেষ আদম বলা হয়– তাঁর নির্বাচিত লোকেদের সাথে। প্রথম করিন্থীয় ১৫:২২ বলে, "কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে।" সেই অধ্যায়, ৪৫ পদ এবং ৪৭ পদের পরে কথাগুলি লক্ষ্য করুন, "এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম "মনুষ্য" আদম "সজীব প্রাণী হইল;" শেষ আদম– খ্রীষ্ট– জীবনদায়ক আত্মা হইলেন। প্রথম মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে।" সুতরাং উদাহরণস্বরূপ,ভবিষ্যতের একটি বক্তৃতায়, আমরা মূল পাপের শিক্ষা বিবেচনা করব। আমরা শিখব যে পাপ আদমের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে আসে, মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে। আপনি বিবেচনা করতে পারেন, রোমীয় ৫:১২-২১, যা এই মতবাদের বিষয়ে বলে। আমরা এইরকম বিষয়গুলি পড়ি, "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল।" অথবা সেই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, "এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল।" তাই প্রথম মানুষ হিসেবে আদমের ঐতিহাসিক সত্যতা বাইবেলের বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই সত্যটি নিশ্চিত করতে হবে যে মানবজাতির মধ্যে কোনও দলের মধ্যেই অন্যের চেয়ে কম বা বেশি মানুষের গুনাগুন নেই। সব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয়েছে। ঈশ্বর বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের রঙ সহ এবং আরও অনেক কিছু দিতে তিনি সৃষ্টি

করেছেন যা ভিন্ন। কিন্তু তারা সব একই উৎস থেকে এসেছে– প্রথম আদম। মালাখি ২:১০ বলে, "আমাদের সকলের কি এক পিতা নহেন? এক ঈশ্বরই কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই? তবে আমরা কেন প্রত্যেক জন আপন আপন ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি, আপনাদের পৈতৃক নিয়ম অপবিত্র করি?" পৌল প্রেরিত ১৭:২৬-এ বলেছেন যে ঈশ্বর "আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে।" সুসমাচার পৃথিবীর প্রতিটি উপজাতি এবং জিহ্বার কাছে প্রচার করা উচিত এবং স্বর্গেই মানুষের গোষ্ঠীর বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। প্রকাশিত বাক্য ৭:৯ বলে, "ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ শাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে;" এবং তাই ঈশ্বর মহান বৈচিত্র্যের সাথে বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক অমিল এবং পার্থক্য রয়েছে এবং সেগুলি শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা, এমনকি প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

তৃতীয়ত, আমরা আগে তাদের কথা বলেছি যারা মানুষের ভৌতিক/দৈহিক শরীরকে মন্দ মনে করে। কিন্তু আমাদের তাদেরও বিবেচনা করা উচিত যারা আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, দাবি করে যে মানুষের প্রকৃতি কেবলমাত্র দৈহিক। সুতরাং, যদি এটি সত্য হয়, তবে মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে কুকুরের মতই মরে। এটির প্রভাব প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ, এটি মানুষের দায়িত্বকে হ্রাস করে। যখন একটি গাছ আপনার গাড়ির উপর একটি ডাল ফেলে দেয়, তখন আপনি গাছটিকে দোষী মনে করেন না। গাছ প্রকৃতির ভৌত নিয়মের মধ্যে কাজ করে। মানুষ যদি নিছকই দৈহিক হয়, তবে সে যা কিছু করে তা হল শারীরিক শক্তি ও প্রবৃত্তির অনিবার্য ফল। এই অর্থ হল তার কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার মন নেই অথবা পছন্দ করে কিছু বেছে নেওয়ারও মন নেই। এটি স্পষ্টতই অযৌক্তিক। এটি মানুষের চেতনা, আত্মদর্শন এবং উদ্দেশ্যমূলকতাকেও দূর করবে। পশুরা বসে বসে অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে না, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহের বিষয় চিন্তা করে না, কারণ এবং প্রভাবের বিষয়, এমন জিনিস যা তারা কখনও দেখেনি বা এমনকি অস্তিত্বও নেই, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে না।

অধিকিন্তু, শরীরের একটি বর্ধিত সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মানুষ একই আত্ম-সচেতনতা ও ইত্যাদির সহ একই ব্যক্তি থেকে যায়। সুতরাং আপনি দেখুন, কেন আত্মাকে অস্বীকার করার এই অযৌক্তিক ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করা দরকার তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ আমরা দেখলাম। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে এই নির্দিষ্ট সত্যটি প্রকাশ করেন যে মানুষের প্রকৃতিতে একটি অমর আত্মা রয়েছে। আর এটি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করা অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে।

চতুর্থত, এবং সবশেষে, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরেতে পারি। প্রথমত, নম্রতার স্থান। মানুষ শুরুতে পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং যখন সে মারা যায় তখন সে আবার মাটিতে ফিরে আসে। আর তাই, এটি আমাদের নিজেদের হৃদয় ও আত্মার মধ্যে, ঈশ্বরের সামনে প্রাণী হিসাবে নম্রতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। আমাদের নিজস্ব আভিজাত্য এবং শক্তি, ইত্যাদির একটি স্ফীত ও অপ্রীতিকর অনুভূতি এবং আমরা যা আছি তার আলোকে অনুপযুক্ত। সেই নম্রতা নির্ভরতার দিকে নিয়ে যায়। প্রেরিত ১৭ অধ্যায় থেকে সেই কথাগুলি মনে রাখবেন, আমরা ঈশ্বরে বাস করি,তাঁর দ্বারাই চলছি এবং তাঁতেই আমাদের সত্তা আছে। আমাদের সচেতন হতে হবে যে আমরা সবকিছুর জন্য তাঁর উপর কতটা নির্ভরশীল; শুধু বড় জিনিসের জন্য নয়– যে যখন আমরা একটি সংকটে পড়ি তখন সাহায্যের জন্য প্রভুর কাছে চিৎকার করবো। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জিনিসের জন্য নয়, যা স্পষ্ট, কিন্তু সবকিছুর জন্য। আমরা প্রতিটি শ্বাস নিই, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন এবং অন্যান্য সমস্ত বিবরণ যা আমাদের জীবন গঠন করে এই সমস্তের জন্য আমরা প্রভুর উপর নির্ভর করি। আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করে চলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসীদের দেহ রয়েছে প্রভুর সেবার জন্য। আমরা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং আমরা তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। আপনি রোমীয় ৬ থেকে আমার উল্লেখিত শব্দগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন, যেখানে প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীকে বলছেন, আপনার শরীর আপনার নিজের নয়। আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একীভূত করা হয়েছে। তাই, আপনার শরীরের অংশগুলি আসলে তাঁর। তাদেরকে এমনভাবে নিযুক্ত করতে হবে যা তাঁকে খুশি করে, যা তাঁকে মহিমান্বিত করে। তাদের পাপপূর্ণ জিনিসগুলিতে নিযুক্ত করা উচিত নয়, কিন্তু এমন

জিনিসে নিযুক্ত করতে হবে যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উচ্চতর করে। এর অর্থ হল আমাদের দেহের উপর শাসন ব্যবহার করা উচিত, যেমন আমরা ঈশ্বর দত্ত সমস্ত বিষয়ের উপর করি। আপনি পৌলকে ১ করিন্থীয় ৯:২৭ পদে এই বিষয়ে কথা বলতে দেখবেন; "বরং আমার নিজ দেহকে প্রহার করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি,পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার করিবার পর আমি নিজে কোন ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি।" আর তাই মর্যাদা আছে যা মানবদেহের অন্তর্গত।

তৃতীয়ত, মানুষের আত্মা হল এখানের প্রধান বিষয়। জগতের বিপরীতে, আমরা শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারি না– যেমন, অতিরিক্ত খাবার খাওয়া, এবং ব্যায়াম, ঘুম, বা আমাদের শারীরিক আরাম। আমরা আত্মার গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে স্বীকৃতি দিই, হিতোপদেশ ৪:২৩ বলে, "সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর,কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্‌গম হয়।" আর তাই আমাদের এই মতবাদটি গ্রহণ করা উচিত এবং আত্মাকে গড়ে তোলার অগ্রাধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য এটি ব্যবহার করা উচিত– আমাদের আত্মাকে পবিত্র করা এবং পবিত্রতায় বেড়ে উঠতে, পাপের কাছে মরতে এবং খ্রীষ্টের কাছে বেঁচে থাকা এবং তাঁর ধার্মিকতায় একীভূত হতে হবে। আর তাই আমাদের চিন্তার মধ্যে আত্মার গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

চতুর্থত, বিশ্বাসীর দেহের মর্যাদা সম্পর্কে, আপনি এটির প্রকাশ এমনকি মৃত্যুর পরেও এটি কবরে রাখার পরও দেখতে পান। সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম আমাদের বলে যে বিশ্বাসীদের মৃতদেহ, যখন তাদের কবর দেওয়া হয়, তখনও তারা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হয় এবং পুনরুত্থানের আশায় তাদের কবরে রাখা হয়। তাই যখন খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের রক্ষা করতে এসেছিলেন,তিনি তাদের সবাইকে বাঁচাতে এসেছিলেন। তিনি তাদের আত্মা রক্ষা করতে এসেছিলেন;তিনিও তাদের শরীরকেও বাঁচাতে এসেছিলেন। যখন বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের কাছে একত্রিত করা হয়, তখন তাদের সকলকে খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত করা হয়। আর সেইজন্য, মৃত্যু হয়েছে এমন একজন বিশ্বাসীর শরীরকেও মর্যাদার সাথে দেখা ও আচরণ করা উচিত। এটি সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টীয় সমাধির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রভু আমাদের এই আদর্শ দিয়েছেন। বিশ্বাসী যখন মারা যায়, তখন আমরা কেবল দেহকে আবর্জনার মতো ফেলে দিই না,বা আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলি না,বরং, এটিকে সাজসজ্জার পরিমাপ দিয়ে, পুনরুত্থানের আশায় কবরে শায়িত করা হয়। আমি বলতে চাচ্ছি, স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, দেহেধারী বাক্যের একটি শরীর আছে। যখন তিনি স্বর্গে আরোহন করেন,তখন তিনি তাঁর মানবদেহ নিয়ে আরোহণ করেন। তার মানবদেহ প্রকৃতপক্ষে মহিমায় সর্বোচ্চ স্বর্গের উপরে উন্নীত। পিউরিটানদের একজন বলেছিলেন যে আমাদের স্বর্গের সিংহাসনে মানুষের ধূলিকণা রয়েছে, তাই এটি আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই আত্মার অমরত্ব স্বীকার করি। দেহের মৃত্যুর সময় শুধুমাত্র মর্যাদা সহকারে মৃতদেহকে শায়িত করা হয় না, মৃত্যুর সময় বিশ্বাসীদের আত্মা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয় এবং অবিলম্বে প্রভুর উপস্থিতিতে চলে যায়। আত্মা কত মূল্যবান– তার মূল্য অপরিমেয়। প্রভু যীশু আমাদের বলছেন, তুমি তোমার আত্মার বিনিময়ে কী দেবে? তুমি কি তোমার আত্মার বিনিময়ে সারা পৃথিবী দেবে? এবং উত্তর অবশ্যই, একটি গোঁড়ামির উত্তর হবে, "না!" আমাদের যে আত্মা সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করার চেয়েও বেশি মূল্যবান এবং এটি এমনভাবেই দেখা উচিত। ঈশ্বর এটি এভাবেই দেখেন, আমাদেরও সেইভাবে দেখতে হবে, আমাদের মনকে তাঁর নিজের মতো করে দেখা উচিত।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায়, আমরা মানুষের প্রকৃতি অন্বেষণ করেছি। এটি মানুষের উৎপত্তি, তার পরিচয়, তার উদ্দেশ্য, তার গন্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্নগুলিকে সম্বোধন করে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষ এই বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষার দিকে আমাদের বিবেচনাকে নিয়ে যাব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৩

ঈশ্বরের প্রতিমুর্তিতে মানুষ

আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, পাথর থেকে ফল গাছের পার্থক্য কী? আপনি নিজের কথা মনে করতে পারে; একটি শিলা হল এমন কিছু যা নড়াচড়া করে না– এটি কঠিন, এটি একই থাকে, যেখানে একটি ফলের গাছ বেড়ে ওঠে। আপনি দেখবেন এটি মাটি থেকে উঠে এসেছে, এটি পরিপক্ক হয়ে উঠেছে, এটির পাতা রয়েছে, এটি শীতকালে সেই পাতাগুলিকে ফেলে দেয় এবং তারপর অবশেষে, কয়েক বছর পরে, এটি ফল দিতে শুরু করে, ইত্যাদি। এগুলি যথেষ্ট সত্য। আচ্ছা তাহলে, একটি গাছ আর একটা মাছির মধ্যে কী পার্থক্য আছে– যেমন একটা ঘরে দেখতে পাওয়া মাছি। কোন বিষয়টি এদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়? আপনি হয়ত বলবেন, একটি মাছিকে আরও বেশি প্রাণবন্ত মনে হয়। সেটি নড়াচড়া করে।এর জটিলতাও বেশি। সুতরাং এটির চোখ রয়েছে যা দিতে সে দেখতে পারে এবং প্যাটার্ন আছে যেরকম ভাবে এটি চলে এবং এর আয়ুষ্কাল স্পষ্টতই ছোট, ইত্যাদি। হ্যাঁ, এটিও সত্য। আচ্ছা তাহলে, মাছি আর কুকুরের মধ্যে পার্থক্য কী? এখানে আবার, আমাদের কিছু মিল রয়েছে, এই ক্ষেত্রে, তারা উভয়ই প্রাণবন্ত– তারা সক্রিয় প্রাণী। কিন্তু একটি কুকুরের আরও বেশি ক্ষমতা আছে, তাই না? এটি এমন সব ধরনের কাজ করতে পারে যা একটি মাছি করতে পারে না এবং এটি মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাই, আপনি একটি পোষা কুকুর রাখতে পারেন এবং এটিকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। আচ্ছা, একটি কুকুর এবং একটি ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? অন্য কথায়, ঠিক কী বিষয় একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তি করে তোলে? আপনি বলতে পারবেন না যে তারা অ্যানিমেটেড, তাই না? তারা উভয়েই দৌড়ায়, তারা উভয়েই খায়, তারা উভয়েই ব্যথা অনুভব করে, এমনকি তাদের সাহচর্যের ক্ষমতাও থাকতে পারে,ইত্যাদি। কুকুর এমনকি যোগাযোগ করে– তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে যোগাযোগের কিছু পরিমাপ আছে। তো এটা কী? আমি বলতে চাইছি, আপনি একটি কুকুরকে সব ধরণের জিনিস করতে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন এবং আপনি একজন ব্যক্তিকে সব ধরণের জিনিস করতে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। তবে ঠিক কী বিষয় একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তি করে তোলে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর– মানুষ পশু এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কী চিন্তা করে। কিন্তু ঈশ্বরের মন বোঝা এবং তাঁর নকশা যা তিনি সমগ্র বিশ্বকে দিয়েছেন, এটাও আমাদের জন্য বাইবেলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এই বক্তৃতায়, আমরা উত্তরের মূলে,সার কথায় যেতে চায়। যা একজন মানুষকে মানুষ করে তোলে। যেমন আপনি জানেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। তাই, আমাদের উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে এবং পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ– উভয় বিষয়ে বাইবেল মানুষের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। তাই এখন, এই তৃতীয় বক্তৃতায়, আমরা দেখতে এবং অন্বেষণ করতে যাচ্ছি যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রূপে নির্মাণ করার তাৎপর্য কী। আর তাই আমরা শুরু করব, প্রথমে, শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদকে সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করে যে সেখানে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে তুলে ধরার অর্থ কী।

তাই আমি আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদের দিকে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করব, কারণ সেখানে আমরা এই শব্দগুলি পড়ি; “পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর

তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।" সুতরাং আপনি জানেন, আদিপুস্তক ১-এ, ঈশ্বর আমাদের ইতিহাসের প্রথম সপ্তাহে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করেছেন। আর ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মানুষকে তাঁর সৃষ্টির শীর্ষস্থান হিসাবে তৈরি করেছেন। আর আমরা এতে দেখতে পাই যে মানুষ সত্যই এবং অন্তর্নিহিতভাবে বিশেষ– যে তাকে সৃষ্টির সমস্ত কিছু থেকে ঈশ্বরের দ্বারা আলাদা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এখন এই দুটি শব্দ– "প্রতিমূর্তিতে" এবং "সাদৃশ্য"– সমার্থক এবং বিনিময়যোগ্য শব্দ। এমন কিছু সময় আছে, যখন শাস্ত্র উন্মোচিত হতে থাকে, যেখানে এটিকে প্রতিমূর্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং অন্য সময় যখন এটিকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে রুপেও উল্লেখ করা হয় এবং আমরা এগুলির মধ্যে কিছু দেখব। কিন্তু প্রতিমূর্তি এবং সাদৃশ্য উভয় শব্দই আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে। তারা আমাদের বলে, প্রথমত, মানুষ ঈশ্বর থেকে আলাদা। তাই সে ঈশ্বর নয়– এমন নয় যে ঈশ্বর নিজের এক নকল তৈরি করেছেন– সে তাঁর থেকে ভিন্ন। কিন্তু সে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। ঈশ্বরের একটি সাদৃশ্য, ঈশ্বরের একটি প্রতিনিধি। আর তাই আমাদের ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই অতুলনীয় সম্পর্ক রয়েছে। ঈশ্বর মানবজাতির সাথে একটি অনন্য সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছেন যা সৃষ্টির সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকে আলাদা। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা এবং আমরা যে পাথরের কথা বলেছি এবং মাছি, ফল গাছ, কুকুর এবং আরও অনেক কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং হ্যাঁ, তিনি মানবজাতিরও সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু সেই অন্য কোন জিনিসের কোনটিই তাঁর প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়নি,তাদের কোনটিই তাঁর সাদৃশ্যে তৈরি হয়নি, মানুষ যেভাবে করে সেইভাবে এগুলির কোনটিও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে না। মানুষ যেভাবে করে সেভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষমতাও তাদের নেই। এখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের তৈরি হওয়ার এই বর্ণনাটি এমন কিছু যা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য– শুধু আদম নয়, তার সমস্ত বংশ, সমস্ত মানুষ, সর্বত্র, সর্বদা সকলের জন্য। তারা বিশ্বের কোন অংশ থেকে এসেছে, বা তারা কোন ভাষায় কথা বলে, বা কোন উপজাতি থেকে তারা এসেছে ইত্যাদি বিষয় এর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। একইভাবে, এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, পুরুষ এবং মহিলা, উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সৃষ্ট,ঈশ্বরের মূর্তি (রূপ)– বাহক হিসাবে। শেষ যে জিনিসটি আমরা আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের এই বিভাগে দেখতে পাই তা হল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে, মানুষকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সমস্ত প্রাণীর উপর এবং সমস্ত বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সেই আধিপত্য সমস্ত সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। সুতরাং এখানেও, আপনি মানুষের সম্পর্কে অনন্য কিছু দেখতে পান যা সৃষ্টির অন্য কিছুর সাথে ভাগ করা হয় না। একমাত্র তাকেই অন্য সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কোষাধক্ষ্যের ব্যাপারটি নিয়ে আসে এবং এটি এর সাথে দায়িত্ব নিয়ে আসে এবং এই উভয় বিষয়ই তাদের সাথে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহিতা নিয়ে আসে, ঈশ্বরের সেবাই ঈশ্বরের অধীনে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার জন্য। আর তাই আমরা দেখতে পাই, একেবারে শুরুতে, প্রকৃতপক্ষে আদিপুস্তকের শুরুর অধ্যায়ে যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট।

কিন্তু তারপর, দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষের সাথে সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতত্ত্ব বিবরণ বিবেচনা করি। যেমনটি আমরা শেষ বক্তৃতায় দেখেছি,ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ ২ এই শব্দগুলি দিয়ে শুরু হয়; "ঈশ্বর অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তৈরি করার পরে, তিনি যুক্তিসঙ্গত এবং অমর আত্মা সহ মানুষ, পুরুষ এবং মহিলা সৃষ্টি করলেন, জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং সত্যিকারের পবিত্রতা, তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে, ঈশ্বরের আইন তাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে সৃষ্টি করলেন।" পূর্ববর্তী বক্তৃতায়, আমরা সেই সংজ্ঞার অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে কিছু বিবেচনা করেছি এবং এখানে আমরা বিশেষত "তার নিজের প্রতিমূর্তিতে" এই শব্দগুলির উপর লক্ষ্য করছি। তাই শেষ বক্তৃতায় মানুষের প্রকৃতিকে আরও

সাধারণভাবে বিবেচনা করার পরে, আমরা আমাদের মনোযোগ দেব যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করার অর্থ কী।

প্রথমত এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলার সময়, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলার চেয়ে বিকল্পভাবে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা আরও সঠিক। প্রতিমূর্তি বলতে মানুষের মধ্যে কিছু নেই। বরং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, কেন এই পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে? কেন এই শব্দের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে? কারণ চিত্রটি মানুষের সারাংশ গঠন করে। তাই এটি অবিচ্ছেদ্য যা মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষ করে– সে যা– এবং তাকে বাকি সৃষ্টি থেকে আলাদা করে।

দ্বিতীয়ত তাই প্রশ্ন হল, এই প্রতিমূর্তিটি কী নিয়ে গঠিত? তাহলে আমরা কিভাবে এটা সংজ্ঞায়িত করব? ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি– এই চিন্তাধারার মধ্যে কী কী সামিল রয়েছে? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, আমাদের জানতে হবে কীভাবে পাপের প্রবেশ ছবিটিকে প্রভাবিত করেছিল। অন্য কথায়, মানুষ কি পতনের পরেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি? নাকি পতনের আগে এবং পরে কোন পার্থক্য ঘটেছে? ঠিক আছে, পুরো শাস্ত্রের সাথে পরামর্শ করে, যেমন আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে করি, আমরা আবিষ্কার করি যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষের কাছে একটি বিস্তৃত দিক এবং একটি সংকীর্ণ দিক উভয়ই রয়েছে। তাই এগুলো বিবেচনা করা যাক।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এর বিস্তৃত দিকটির অর্থ কী। আমরা আমাদের বাইবেল খুলি এবং আমরা শিখি যে পতনের পরে, আমরা আদিপুস্তক ৯:৬ পদে পড়ি: "যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে,মনুষ্য কর্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন।" সুতরাং এটি হত্যা সম্পর্কে কথা বলছে, স্পষ্টতই, একজন মানুষের রক্তপাত এবং এটি ঈশ্বরের বাইবেলে প্রথম উদাহরণ যেখানে হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু আমি এখানে বিশেষভাবে যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই তা হল এখানে বলা হয়েছে, "কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন।" তাই এটি আমাদের কারণ দিচ্ছে– এটি আমাদের উদ্দেশ্য দিচ্ছে। যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে? প্রভু বলেছেন এর কারণ হল সে যে ব্যক্তিকে খুন করেছে। সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি– "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাকে নির্মাণ করা হয়েছে।" আর তাই এটি এই সত্যটিকে তুলে ধরে যে, এখানে আমরা আদিপুস্তক ৯ এ আছি, পতনের পরে এবং ঈশ্বর, পাপের প্রেক্ষাপটে, এমনকি হত্যার মতো গুরুতর পাপের প্রসঙ্গে, ঈশ্বর বলছেন যে মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে বিবেচিত। আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই, আমরা নতুন নিয়মের দিকে এগিয়ে যাই। আমরা যাকোব ৩:৩ পদে আসি, যেমন আপনি মনে রাখবেন, প্রভু আমাদের জিভের বিষয়ে কথা বলেছেন, তিনি আমাদের মুখ, আমাদের কথা এবং এর তাৎপর্য এবং ঈশ্বরীয় বক্তৃতা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলছেন। সেই অধ্যায়ের কোর্সে, আমরা ৯ পদ পড়ি, "উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।" সুতরাং এখানে আমাদের কাছে খুব অনুরূপ কিছু আছে, এটি আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ের সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু এখন আমরা আমাদের মুখ দিয়ে যা করি তা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, আমাদের হাত দিয়ে নয়। আমরা মানুষদের অভিশাপ দিই এবং আমরা তাদের আক্রমণ করি। তাই আমরা আসলে তাদের হত্যা করছি না, কিন্তু আমরা তাদের অভিশাপ দিচ্ছি এবং প্রভু উভয় জায়গায় একই যুক্তি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যা করা বা তার জীবন নেওয়া অনুচিত, কারণ সেখানে আপনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে আক্রমণ করছেন এবং এখানে যাকোব ৩-এ, তিনি বলেছেন, মানুষদের অভিশাপ দেওয়া পাপ এবং অন্যায়, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট। যাকোব ৩-এ, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মানুষকে, পতনের পরেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। অনুরূপ অনুচ্ছেদ হবে ১ করিন্থীয় ১১:৭। এগুলি থেকে এত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের পতনের পরেও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রয়ে গেছে। আর এটির মধ্যে কী কী সামিল করা আছে? এটি এই সত্যটিকে শক্তিশালী করে যে মানুষ পতনের পরেও, একটি অমর, আধ্যাত্মিক সত্তা। সে এই রকমই ছিল যখন ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে এখনও পতনের পরেও একই আছে। একইভাবে, মানুষ একটি নৈতিক, যুক্তিবাদী প্রাণী হিসাবে তার দক্ষতা বজায় রাখে। পতনে এটি হারিয়ে যায় না। তার এখনও একটি নৈতিক প্রকৃতি আছে। তার এখনও যুক্তিবাদী ক্ষমতা আছে। তার এখনও বুদ্ধি এবং

ইচ্ছা ইত্যাদি আছে।

তাই আমরা আমাদের শাস্ত্রের অধ্যয়ন থেকে এটি শিখতে পারি যে, ঈশ্বর যখন বলেন যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, এর মধ্যে প্রথমত একটি বিস্তৃত দিক রয়েছে। মানুষ সেই প্রতিমূর্তি এর মানে সে একজন অমর আধ্যাত্মিক সত্তা, তার মধ্যে বুদ্ধি ও ইচ্ছার কাজ সহ নৈতিক, যুক্তিবাদী প্রাণী হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু সামিল রয়েছে। সুতরাং এটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বিস্তৃত দিক হবে।

কিন্তু এরপর আমাদের এর সংকীর্ণ দিকটিও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, আমরা যখন আমাদের বাইবেল অধ্যয়ন করতে থাকি, তখন আমরা এইরকম অনুচ্ছেদগুলি দেখতে পাই– যেমন কলসীয় ৩:১০, যেখানে আমরা পড়ি "এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, (বিশ্বাসীদের কথা বলছে)– যে আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতেছে।" তাই আমাদের বলা হচ্ছে যে বিশ্বাসী,যে সুসমাচারের শক্তির অধীনে এসেছে, তার প্রকৃতপক্ষে পুনর্নবীকরণ হচ্ছে, বা হারিয়ে যাওয়া কিছু ফিরে পাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে– এটি জ্ঞান হিসাবে বলা হয়, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান– যা তাকে সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অংশ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আবার, একইভাবে, ইফিষীয় ৪:২৪ পদে, বিশ্বাসীর কথা বলতে গিয়ে, এটি বলা হয়েছে, "এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর,যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।" তাহলে এটা কী? আমরা যা শিখছি তা হল পতনের মধ্যে কিছু হারিয়ে গেছে এবং এটি এমন কিছু যা শুধুমাত্র রূপান্তরের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার বা পুনর্নবীকরণ করা যায়। সুতরাং পতনের সময় প্রতিমূর্তিটি হারিয়ে যাওয়ার এবং খ্রীষ্টে ফিরে পাওয়ার একটি দিক রয়েছে। এবং এটি অবশ্যই সম্ভব যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকবো। ২ করিন্থীয় ৪:৪ -এ যীশুর প্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে ভাবুন, যেখানে বলা হয়েছে, "তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচারদীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।" তাই এখানে আমাদের আছে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ার অর্থ কী তার এক প্রধান, নিখুঁত, সুন্দর প্রদর্শন এবং আদর্শ রয়েছে। তাই খ্রীষ্টকে আমাদের সামনে মানদণ্ড রূপে দাড় করানো হয়েছে এবং বিশ্বাসীরা সেই রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই সেই একই পুস্তকে, ২ করিন্থীয় ৩:১৮ আমাদের বলে, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।" এখানে ঈশ্বর কিছু বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন যে বিশ্বাসী রূপান্তরিত হচ্ছে; তাদের পুনর্নবীকরণ করা হচ্ছে; তারা পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে, গৌরব থেকে মহিমায় পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি পরিত্রাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভবিষ্যতের পাঠ্যক্রমে পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়নে, আমরা এটি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করব। কিন্তু আপনি দেখছেন রোমীয় ৮:২৯, যেখানে বলা হয়েছে, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন,তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন।" আর এখানেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যাক্ত হয়েছে। তিনি একটি লোককে পরিত্রাণের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছেন,যেন সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সম হয়। এখানে আমরা শিখছি যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির এই সংকীর্ণ দিকটিও রয়েছে,যে প্রতিমূর্তিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কলসীয় পুস্তকে দেখা যায়। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা পতনের সময় হারিয়ে গিয়েছিল এবং এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসমাচারের মাধ্যমে ফিরে আসে। সুতরাং আপনি যদি সেই অনুচ্ছেদের দিকে ফিরে চিন্তা করেন যা আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখ করেছিলাম, একই বিষয় সেই অনুচ্ছেদে বোনা হয়েছে, তাই না? যখন এটি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করার কথা বলছে,তখন এটি "জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা"-এর ভাষাও ব্যবহার করে– এটি কলসীয় এবং ইফিষীয় পুস্তকের মধ্যে বর্ণীত ভাষা। তবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গঠিত বলতে কী বুঝি বা এটি কী উপকরণ দিয়ে গঠিত? এটির একটি বিস্তৃত দিক রয়েছে– মানুষ একটি আধ্যাত্মিক, অমর সত্ত্বা, যুক্তিবাদী এবং নৈতিক দক্ষতা সহ,তবে তাকে সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের এটাও লক্ষ করতে হবে যে তিনি আধিপত্যের কথা বলেছেন– প্রাণীদের উপর আধিপত্য। তিনি এটি প্রায় একই নিঃশ্বাসে ব্যবহার করেন, সেই আদিপুস্তক ১:২৬-এ "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক।" অতএব আধিপত্য এই প্রতিমূর্তির সঙ্গেই সংযুক্ত রয়েছে। আধিপত্য একটি কাজ বর্ণনা করে। তাই মানুষ, ঈশ্বরের মূর্তিতে সৃষ্ট, আধিপত্যের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। তাই মানুষকে ঈশ্বরের অধীনে উপাসনা করতে হবে। তাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে হবে, ঈশ্বরের মূর্তি-বাহক হিসাবে, বিশ্বের উপর আধিপত্যের এই কাজটি অনুশীলন করতে হবে। এখন আমরা এই সম্পর্কে গীতসংহিতা ৮:৪ এবং পরের পদগুলিতে দেখবো, যেখান বলা হয়েছে, "মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ।" তাই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়াতে এবং আধিপত্য প্রয়োগ করায়, ঈশ্বর প্রদত্ত গৌরব এবং সম্মানের মুকুটের অংশ। ঈশ্বর সব কিছু মানুষের পায়ের নিচে রেখেছেন।

আপনি নিজেকে বলুন, আচ্ছা, এটা তেমন মনে হয় না। এটা মনে হয় না যে সমস্ত জিনিস মানুষের পায়ের নীচে রাখা হয়েছে এবং সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের হাতের সমস্ত কাজের উপর সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলন করে। এই বিষয়ে আপনি কী বলেন? এটা কিভাবে হয়? উত্তর নতুন নিয়মে আমাদের দেওয়া হয়; ইব্রীয় ২:৮-৯ পদে, ইব্রীয়ের লেখক এই গীত উদ্ধৃত করেছেন– এবং তিনি বলেছেন, "সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।" বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।" সুতরাং সেখানে আপনার কাছে সেই একই প্রশ্ন রয়েছে যা আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করছি: "কিন্তু এখনত আমরা দেখতে পাই না যে সমস্ত জিনিস তার অধীনে রাখা হয়েছে।" অনুচ্ছেদটি অব্যাহত রয়েছে: "কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।" কিন্তু এখানে একজন রয়েছেন, নর-ঈশ্বর, যিনি নিখুঁত মানবতার দেহধারণ করেছেন এবং তিনি সেই সর্বোচ্চ স্থানটি দখল করেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতা নিয়ে আসেন, যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। তিনি আধিপত্য প্রয়োগের সেই আসল আহ্বানের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসেন। এখানে যীশু সেই বিষয়টি করেছেন। তিনি আসলে আধিপত্য উন্মোচন ঘটাচ্ছেন এবং তাই, আপনি গীতসংহিতা ৭২ এই পড়েন, যে কীভাবে তাঁর কর্তৃত্ব– খ্রীষ্টের–সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রভু যীশুকে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং গীতসংহিতা ১১০-এ, তাঁর সমস্ত শত্রুদের, এমনকি, তাঁর পায়ের নীচে রাখা হবে। তাই এই আধিপত্য ফিরে পাওয়া হয়েছে। আধিপত্যের ক্ষমতা খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সুরক্ষিত। আমি আদিপুস্তক থেকে ঠিক ক্ষণস্থায়ীভাবে উল্লেখ করব যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট,তাকে আধিপত্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গে এটিকে আমরা সৃষ্টির অধ্যাদেশ বলে থাকি। তাই চারটি সৃষ্টি অধ্যাদেশ আছে। সবার আগে রয়েছে বিয়ে। যা আপনি আদিপুস্তক ২:২৩-২৪ পদে পাচ্ছেন। তৎপরে প্রজনন, আদিপুস্তক ১:২৮ পদ। তিনি তাদের শাসন করতে বলার পরই, তিনি বলেন, "ফলবন্ত ও বহুবংশ হও" আদিপুস্তক ২:১৫, ১৯-২০ পদে আপনার পরিশ্রমের সৃষ্টির নিয়ম রয়েছে, যেখানে একজন মানুষকে তার শ্রমের মাধ্যমে বিশ্বে প্রভুর সেবা করতে হবে। চতুর্থ সৃষ্টির অধ্যাদেশ হল বিশ্রামবার পালন করা– আদিপুস্তকের ২:২-৩। এই সমস্তই এটির একটি অংশ এবং এগুলি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ধারক রূপে ঈশ্বরের সেবা করার ধারনার সঙ্গে যুক্ত।

সুতরাং সারাংশে বলা যায়, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি সংকীর্ণ দিক রয়েছে, তা হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা,যা পতনের সময় হারিয়ে গিয়েছিল এবং রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এসেছে এবং সেই সঙ্গে এটির এক বিস্তৃত দিক রয়েছে যা মানুষের যুক্তিবাদী,নৈতিক প্রকৃতিকে বোঝায়, যা পতনের পরে বজায় থাকে এবং এটি হল– ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি– মানুষের সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করা।

এরপরে, আমাদের অবশ্যই কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি-বাহক হিসাবে মানুষের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমত, আমি তুলে ধরতে চাই, ঐতিহাসিক শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে, কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমরা শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করেছি।

সংস্কার যুগে সোসিনিয়ান নামে একটি দল ছিল এবং তারা ছিল ধর্ম/শাস্ত্র বিরোধী; তারা অস্বীকার করেছিল যে যীশু ঈশ্বর ছিলেন; তারা প্রতিস্থাপক প্রায়শ্চিত্ত (substitutionary atonement) এবং অন্যান্য বিষয়গুলি অস্বীকার করে। তারা বলেছিল যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিটি প্রাণীদের উপর মানুষের আধিপত্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ গঠিত। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পতনের সময় হারিয়ে যায়নি। তারা ভুল, কারণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষের আধিপত্যের সমতুল্য নয় এবং পতনের পরে প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকেনি।

কিন্তু তারপর আমাদের কাছে রোমান ক্যাথলিক আছে। রোমান ক্যাথলিকরা বলে যে প্রতিমূর্তিটি মানুষের যুক্তিবাদী, নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে– যাকে আমরা বিস্তৃত দিক বলেছিলাম– এবং পতনের সময় প্রতিমূর্তিটি মোটেও হারিয়ে যায় না। সোসিনিয়ানদের মতোই, তারা বলে এটি পতনের সময় হারিয়ে যায়নি, কারণ এটি কেবল তার নৈতিক, যুক্তিবাদী প্রকৃতি। তারা একটি অতি সংযোজিত আধ্যাত্মিক উপহার সম্পর্কে কথা বলবে যা আদমকে ধার্মিকতা এবং পবিত্রতায় দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি অবশ্যই পতনের সময় হারিয়ে গেছে,তবে তারা প্রতিমূর্তির অংশ নয়। তাই আপনি এখানে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের বিস্তৃত দিক রয়েছে, তবে সংকীর্ণ দিকটি নেই বললেই চলে।

ল্যুথারেনরা আসলে অন্য দিকে যায়। তারা বলে যে প্রতিমূর্তিটি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে এবং সেইজন্য, পতনের সময় প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাই মানুষ পতনের পরে আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নেই এবং এটি শুধুমাত্র রূপান্তরের সময় ফিরে পাওয়া যায়। তাই তাদের সংকীর্ণ দিক আছে কিন্তু বিস্তৃত দিক নেই।

অতএব, আমরা যা শিখেছি– ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বাইবেলভিত্তিক এবং সংস্কারকৃত অবস্থান– আপনি এটিকে পটভূমিতে রেখে দেখতে পারেন যে লোকেরা কীভাবে এক দিক বা অন্য দিকে চলে গেছে।

দ্বিতীয়ত, একটি সমসাময়িক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য, আমাদের স্বীকার করা উচিত যে বিবর্তন মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। কেমন করে? তারা বলে যে মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই, তারা সবাই একই সমভূমিতে রয়েছে শুধুমাত্র মানুষ কেবলমাত্র আরও বেশি বিবর্তিত প্রাণী। এর প্রভাবগুলি অতি দুঃখজনক, তাই না? কারণ আমরা লক্ষ করেছি যে ঈশ্বর মানুষকে গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরিয়েছেন, সেই মানুষটির সহজাত মর্যাদা রয়েছে, যেমনটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত হয়ে হয়েছে। তাই যদি আপনি এটি অস্বীকার করেন, মানুষ তার অন্তর্নিহিত মূল্য এবং তার মর্যাদা হারাবে। নৈতিকতার উপর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করুন। আফ্রিকার সমভূমিতে যখন একটি সিংহ একটি হরিণ খায়, তখন কেউ চিৎকার করে না যে নৈতিকভাবে নিন্দনীয় কিছু ঘটেছে। আপনার কাছে কেবল একটি প্রাণী অন্য প্রাণীর সাথে যা করছে তা তাদের কাছে স্বাভাবিক; তারা তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করছে। এতে কোনো নৈতিকতা নেই। কিন্তু মানুষ যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি না হয়, মূল্য এবং মর্যাদা প্রাপ্ত না হয়; আর মানুষ যদি পশুই হয়, তবে একজন মানুষ অন্য ব্যক্তির সাথে যা করে তার কোনো নৈতিক পরিণতিও হবে না। এটি কেবলমাত্র একটি প্রাণী অন্য প্রাণীর সাথে যা করছে তা তাদের প্রবৃত্তির সাথে মিল রেখে করছে। অবশ্যই এইসময় আমরা বলবো না এটি একেবারেই উচিত নয়! প্রকৃতপক্ষে, এমনকি বিবর্তনবাদীরাও এই চিন্তায় কেঁপে উঠবে যে খুন,ধর্ষণ,অপহরণ এবং এইসব অন্যান্য বিষয় নৈতিকভাবে ভুল নয়। সবাই জানে, প্রত্যেকেরই একটা বোধ আছে যে আলাদা কিছু আছে, বিশেষ কিছু আছে, কিছু ভিন্ন আছে,মানুষের জীবন মূল্যবান, মানুষের জীবন বিশেষ। এইরূপ একটি ধারনা রয়েছে। কিন্তু তাদের ধারনা– বিবর্তনের ধারনা– সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্ন করে এবং যারা অবিশ্বাসের পথে হাঁটছে তাদের কাছে আমাদের সেটা স্পষ্ট করে দিতে হবে। বাইবেল আমাদের কারণ প্রদান করে। কী কী উপকরণ বা তত্ত্ব মানুষের সত্ত্বাকে গঠন করে? সত্য যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত এবং সেইজন্য,মর্যাদা এবং মূল্যের সমস্ত বিষয় সেখান থেকে প্রবাহিত হয়।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরি। আপনি জানেন,মানুষের গৌরব কী? শেষ পর্যন্ত মানুষের গৌরবকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যের সাথে যুক্ত করতে হবে, কারণ ঈশ্বর নিজেই

মহিমা। তিনি নিজেই গৌরব, সম্মান এবং মহিমা; আর তিনি স্বয়ং এইগুলির সংজ্ঞা। যে কোন মহিমা যা মানুষের আছে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, কেননা সে তাঁর প্রতিমূর্তিতে নির্মিত। অতএব এটি সেই গুরুত্বকে বোঝায় যে আমরা শুধুমাত্র নৈতিক, যুক্তিবাদী প্রাণী হয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, তবে আমাদের নিদারুণভাবে প্রয়োজন, যেন পতিত পাপী হিসাবে আমরা নিজেদের পাপের দ্বারা যে প্রতিমূর্তি নষ্ট করেছি, তার জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা হারিয়েছে; তা কেন হয়েছে। এটা পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের এক বড় প্রয়োজনকে দেখায়। এটি আমাদেরকে দেখায় যে আমাদের আত্মায় পরিত্রাণ কাজের এক বিরাট প্রয়োজন আছে। আমাদের রূপান্তরিত হতে হবে, আমাদের একটি পাথরের হৃৎপিণ্ড বের করে, একটি মাংসের হৃদয়কে ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে। আমাদের একটি নতুন প্রকৃতির/স্বভাবের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে অনুগ্রহ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা বসবাস প্রয়োজন। আমাদের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে আমাদের পুনঃনির্মাণ করার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার প্রয়োজন। যখন আমরা বিশ্বাসীদের স্বর্গে যাওয়ার কথা বলি, তখন তারা মহিমান্বিত হয়– তারা গৌরবে পৌছায়। কী ঘটছে? আপনার পরিত্রাণের সমাপ্তি আছে– দেহ এবং আত্মা পুরোপুরি পুনরুত্থিত, পাপমুক্ত এবং যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যের সাথে পুরোপুরিভাবে তৈরি। বিশ্বাসীর গৌরব আছে, স্বর্গে তার গৌরব থাকবে,আগে দেখা কোনো গৌরব থেকে ভিন্ন। কিন্তু এটা পবিত্র আত্মার পরিত্রাণ কাজের ফলস্বরূপ আসে।

দ্বিতীয়ত, আমরা খ্রীষ্টের মূল্যবানতা দেখতে পাই। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং তিনি আমাদের কাছে প্রকৃত মহিমা প্রকাশ করেন। তাই আমরা অন্ধ এবং আমরা অজ্ঞ এবং আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া বধির। আমাদের তাঁর জ্ঞানের প্রয়োজন আমাদের তাঁকে দেখতে হবে, আমাদের তাঁকে বিশ্বাসের মাধ্যমে দেখতে হবে যেমন তিনি শাস্ত্রে প্রকাশ করেছেন। আমাদের তাঁকে সত্যিকারের এবং সঠিকভাবে দেখতে হবে, যেমন বাইবেল আমাদের কাছে তাকে চিত্রিত করেছে। আমাদের তাঁর কাছ থেকে শিখতে হবে, আমাদের তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে, কারণ খ্রীষ্ট হলেন আদর্শ, যাকে আমাদের সামনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রূপে দেখানো হয়েছে। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়ন আসলে আমাদেরকে কিছু ভিত্তিপ্রস্তর প্রদান করছে,তাই না, আমরা পরে পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বে যা অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি। আমরা পবিত্রীকরণের শিক্ষাতত্ত্বে আসব, যেখানে আমরা বিশ্বাসীর মধ্যে পাপকে হত্যা করার জন্য আত্মার কাজটি অধ্যয়ন করবো এবং তাদের ধার্মিকতায় বৃদ্ধি করবো এবং সর্বদা তাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে পরিণত করার বিষয় বিবেচনা করবো। আমরা পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বে যা বিবেচনা করতে যাচ্ছি তা বোঝার জন্য, আপনাকে মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখতে হবে এবং বিশেষ করে আমাদের কথায়, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার অর্থ কী। আমি চাই যে এই সমস্ত জিনিসগুলি কীভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত আপনি তা দেখুন।

তারপরে শেষে, যেমনটি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের প্রয়োজন, মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যকে বিশ্বের কাছে উচ্চস্বরে এবং স্পষ্ট করে তুলতে হবে। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নির্মিত হওয়ার জন্য মানুষের এক অন্তনির্হিত মূল্য আছে। আর এর অর্থ হল মানুষকে বস্তুর মতো আচরণ করা উচিত নয়। আপনি জানেন, আমরা মানুষকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারি, আমরা তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত ফল এবং উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারি, তাদেরকে বস্তুর মতো নিম্নমানে কমিয়ে দিতে পারি। না, বিশ্বাসী স্বীকার করে যে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত এবং তাদের সঙ্গে মর্যাদা সহকারে আচরণ করা উচিত। আর এটি বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এটি আমাদের সাক্ষী হওয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে মানুষের বিবেচনা করেছি এবং মানবজাতির সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যা দেখেছি তাতে যোগ করার জন্য এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষার দিকে ঘুরিয়ে দিতে যাচ্ছি। আমরা বিবেচনা করতে যাচ্ছি সৃষ্টি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, পতনের আগে, পতনের পরে, রূপান্তরে এবং গৌরবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রকৃতি কী ছিল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৪

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা

আমাকে একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে দিন; আমরা যা করি তা কেন করি? এখন, আমি বিস্তৃতভাবে বলছি। জীবনের সমস্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং অবস্থাতে ছোট জিনিস এবং বড় জিনিস, আমরা যা করি তা করতে আমাদের কী প্ররোচিত করে? যদিও আমরা সবসময় বুঝি না কিন্তু এটি একটি কঠিন প্রশ্ন? কেন এটি কঠিন? এটির পেছনে অনেক জটিল কারণ রয়েছে– আমাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার বিভিন্ন স্তর যা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এটা সত্য যে অন্যান্য ব্যক্তি সহ আমাদের বাইরের পরিস্থিতি আমাদের প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমরা যা করি তা করার সিদ্ধান্ত নিই। সেগুলি আমাদের সিদ্ধান্ত যা আমাদের নিজস্ব প্রেরণা থেকে প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত, আমরা যা করতে চাই তা করি এবং আমরা যা চাই সেটিই হল মূল বিষয়বস্তু। ফলস্বরূপ, আমাদের কর্মের পিছনে কারণ নির্ণয় করার জন্য আমাদের হৃদয় সম্পর্কে কিছু জানতে হবে। যীশু আমাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "হৃদয়ে যা উঠে মুখ তাই বলে।" হৃদয় হল আমাদের কথা বলার উৎস। মুখ হল আত্মার জানালা। যেমন কেউ যথার্থভাবে বলেছেন, হৃদয়ের বিষয়টি মূল বিষয়। আমাদের ইচ্ছার ব্যবহারের দরুন যা আমরা পাই তা হল ফল,কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হল মূল যেখান থেকে আমাদের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এই তৃতীয় মডিউলে বা কোর্সে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। সুতরাং উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে– পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের আগে বাইবেল মানুষের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার শিক্ষাটি বিবেচনা করব।

তাই প্রথমত, আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়ে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। রোমীয় ৩:১০-১২, যেখানে আমরা পড়ি, "যেমন লিখিত আছে, ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই, বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই। সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা এক সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়াছে; সৎকর্ম করে এমন কেহই নাই, একজনও নাই।" রোমীয় প্রথম অধ্যায়ে, বিশেষ করে অধ্যায় ১ এবং পদ ১৮ থেকে শুরু করে, পৌল পতিত মানুষদের মরিয়া অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে ইহুদি এবং গ্রীক উভয়ই ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘনের কারণে পাপের অবস্থায় এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এটি করার মাধ্যমে, তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের অন্ধকার পটভূমি স্থাপন করছেন, তিনি সুসমাচারের বিস্ময় প্রকাশ করার আগে তিনি বলেন যে ব্যবস্থার কাজগুলি বাদ দিয়েও শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হয়। অনুচ্ছেদে আমরা উদ্ধৃত করেছি, যে এখানে রোমীয় ৩ অধ্যায়ে পৌল বলেছেন, "যেমন লেখা আছে।" তাই তিনি উদ্ধৃত করছেন– তিনি পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এবং বিশেষভাবে, তিনি গীতসংহিতা ১৪ এবং ৫৮ থেকে এটি করেছেন। ঈশ্বর এই শব্দগুলিকে আমরা যে গানগুলি গাই তাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন সেগুলি গভীরভাবে স্থাপন করা যায় আমাদের হৃদয় ও মনে। আমাদের অবশ্যই একজন পরিত্রাতার বড় প্রয়োজন এবং তিনি যে পরিত্রাণ নিশ্চিত করেছেন সেটি দেখতে ও বুঝতে হবে। আমাদের প্রয়োজন কতটা খারাপ? আপনার চিন্তার থেকেও খারাপ। এই শব্দগুলিকে লক্ষ্য করুন,

"ধার্মিক কেহও নাই, একজনও নাই।" এটি স্বাভাবিক মানুষের চরিত্র, বা পতিত, পাপী, অপরিবর্তিত মানুষের প্রকৃতির সাথে কথা বলে যে সে ধার্মিক নয়, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাইরে তাদের মধ্যে ধার্মিকতা আছে এমন কেউ নেই। এটি আরও বলে "এমন কেউ নেই যে বোঝে।" এটি মানুষের স্বাভাবিক অজ্ঞতার সাথে কথা বলে– আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে তার অজ্ঞতা, অর্থাৎ, সত্য কী তা সঠিকভাবে দেখতে তার অক্ষমতা। পাঠ্যটি বলে যে "কেউ ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে না।" সুতরাং এটি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের অনাগ্রহের কথা বলে; প্রভুর দিকে একটি মহাকর্ষীয় টান নয় বরং একেবারে বিপরীত। শত্রুতা আছে; প্রভুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা আছে। পৌল বলেন, সবাই বিপথে চলে গেছে এবং একসাথে লাভহীন হয়ে গেছে। আপনি মানুষের পথভ্রষ্টতা– তার মন্দের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন। যখন চয়ন করর জায়গা দেওয়া হয়, তখন সে একটি লাভহীন বা পাপপূর্ণ দিক থেকে বিপথগামী হওয়া বেছে নিতে চলেছে। তারপরে এটি বলে যে "ভালো কাজ করে এমন কেউ নেই, না, একজনও নেই।" এটি অবিশ্বাসীর ইচ্ছা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বক্তব্য। কেউই ভাল কাজ করে না, না, কেউই না– প্রভু যাতে খুশি হন তা করার অক্ষমতার কথা বলে। লক্ষ্য করুন, এই অনুচ্ছেদটি কীভাবে এটি মানুষের চরিত্র, বা তার প্রকৃতির সাথে শুরু হয়– সেখানে কেউ ধার্মিক নেই এবং এটি তার ইচ্ছার বন্ধন দিয়ে শেষ হয়– ভাল করতে তার অক্ষমতা। এই বক্তৃতায় আমরা যেমন শিখব,ইচ্ছার স্বাধীনতার এই শিক্ষা বোঝার জন্য মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যে সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, আসুন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশদ বিবেচনা করা যাক এবং এখানে আমরা এই শিক্ষাটি যা শেখায় তার মূল এবং তাৎপর্যে প্রবেশ করব। প্রথমত, আমাদের কিছু সংজ্ঞা এবং পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে। তাই ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ১-এ বলা হয়েছে, "ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছাকে সেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন, যা জোর করে নয় এবং প্রকৃতির কোনো পরম প্রয়োজনে ভালো বা মন্দ করার জন্য নির্ধারিত হয় না।" মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে কথোপকথন এবং বিতর্ক প্রচুর পরিমাণে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। প্রায়শই, লোকেরা এক কথোপকথনের মধ্যেই স্বাধীন ইচ্ছার একটি সংজ্ঞা সংজ্ঞায়িত করতে এক থেকে অন্য সংজ্ঞায় চলে যায়। সমস্ত ঈশতত্ত্বে, আমাদের এই প্রশ্নগুলি দিয়ে শুরু করতে হবে, যে আমরা যে শব্দ,বাক্যাংশ,ধারণাটি ব্যবহার করছি তা দ্বারা আমরা কী বোঝাতে চাই,এটি জিজ্ঞাসা করার আগে, যে এই বিষয়ে শাস্ত্র কী বলে। তাই, আমি শব্দগুচ্ছের কয়েকটি সাধারণ ব্যবহার উল্লেখ করব, "স্বাধীন ইচ্ছা", কিছু ভাল, কিছু খারাপ।

প্রথমত, আমরা স্বাধীন ইচ্ছাকে এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে মানুষ বাধ্যতা ছাড়াই নিজের চয়ন/নির্ণয় করে। তাই তাদের পছন্দ বাস্তবিকই তাদের পছন্দ– মানুষদের তাদের ইচ্ছার বিপরীতে এর জন্য বাধ্য করা হয় না। এটিই সত্য। এটি আসলে তাই যা আমরা ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ অধ্যায় ৯-এর প্রথম অনুচ্ছেদে যা দেখেছি। এটি একটি উদাহরণ। দ্বিতীয়টি হল, মানুষ ঈশ্বরের চয়নের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, বা তার চয়নের মধ্যে কী আছে তা নির্ধারণ করতে পারেন না। সুতরাং, মানুষের ইচ্ছা, কোনো না কোনোভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা দেখবো যে স্বাধীন ইচ্ছার এই সংজ্ঞাটি মিথ্যা। তৃতীয়ত, স্বাধীন ইচ্ছার আরেকটি মিথ্যা সংজ্ঞা হল; পুনর্জন্মহীন মানুষের নৈতিকভাবে যা ভালো বা মন্দ তা করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি প্রায়শই বোঝানো হয়, যখন আমরা ঈশতাত্ত্বিক বিতর্কে "স্বাধীন ইচ্ছা" শব্দটি ব্যবহার করি, এটির জন্য আমরা নীচে রূপরেখা দেব। আর এটা মিথ্যা। পুনর্জন্মহীন মানুষ নৈতিকভাবে যা ভাল বা মন্দ তা করতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু এই মতবাদকে স্পষ্ট করার একটি উপায়, একটি সহায়ক উপায় হল মানুষের অস্তিত্বের চারটি অবস্থার মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বিবেচনা করা। তাই আমরা পতনের আগে তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বিবেচনা করি– এটাই প্রথম; পতনের পরে, পাপের অবস্থায়– অপরিবর্তিত ব্যক্তি, এটি দ্বিতীয়; তৃতীয়ত, মনপরিবর্তনের পর ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং তারপর চতুর্থত, স্বর্গে বিশ্বাসীর ইচ্ছার স্বাধীনতা। সুতরাং, চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকের চার্চ ফাদার অগাস্টিন এটিকে খুব স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং পরবর্তী ঈশতাত্ত্বিকবিদরা তার আদর্শ অনুসরণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৯ ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর,যেমন আমরা পরবর্তী সময় দেখব। অগাস্টিন সহজ ভাবে এই চারটি

অবস্থায় ইচ্ছার স্বাধীনতার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। তিনি অবশ্যই ল্যাটিন ব্যবহার করেছিলেন– তিনি এটি ল্যাটিন ভাষায় লিখছিলেন। আমি আপনাকে ল্যাটিন বাক্যাংশগুলি দেব না, তবে সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ বলবো। প্রথম অবস্থায়, মানুষের নির্দোষতায়, পতনের আগে, মানুষ সক্ষম ছিল পাপ না করতে– সে সক্ষম ছিল পাপ না করতে। দ্বিতীয় অবস্থায়, পতনের পরে,খ্রীষ্টের বাইরে থাকা অবিশ্বাসীরা পাপ না করতে সক্ষম নয়– পাপ না করতে সক্ষম নয়। তৃতীয় শ্রেণীতে, বিশ্বাসী, তাকে বিশ্বাস ও অনুতাপে আনার পরে এবং মনপরিবর্তন হওয়ার পরে, সে পাপ করতে সক্ষম এবং পাপ না করতে সক্ষম। তারপর চতুর্থ শ্রেণী হল স্বর্গের বিশ্বাসীরা এবং সেখানে,বিশ্বাসী পাপ করতে সক্ষম নয়– মোটেই পাপ করতে সক্ষম নয়। তাই আমরা ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৯-এ বর্ণিত শিক্ষা অনুসরণ করে এগুলির প্রত্যেকটি বিবেচনা করব।

প্রথমত, সেই প্রথম অবস্থা,যা বাগানে পতনের আগে মানুষের ছিল। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ২, এটি বলে; "মানুষ,তার নির্দোষতার অবস্থায়, যা ভালো এবং ঈশ্বর কে সন্তুষ্ট করে তা করার তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তবুও পরিবর্তিতভাবে,যাতে সে সেখান থেকে পড়ে যায়।" তাই আদমকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে পাপ স্বভাব বিহীন ছিল। যেমনটি আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি, তার মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা। যা ভালো তা করার ইচ্ছার স্বাধীনতা ছিল তার। পাপ না করার ক্ষমতা ছিল তার। কিন্তু সেই ক্ষমতাটি ছিল পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি পরিবর্তিত হতে সক্ষম ছিল– অর্থাৎ, তার ক্ষমতা ছিল পাপ না করার সেই সঙ্গে তার পাপ করার স্বাধীন ক্ষমতাও ছিল। এটি উপদেশক ৭:২৯ পদে পাওয়া যায়, শলোমন বলেছেন, "দেখ, কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে।"– অথবা অনেক ষড়যন্ত্র এবং পাপপূর্ণ ফন্দী বানিয়েছিল। এটি হল প্রথম অবস্থান।

দ্বিতীয় অবস্থা হল পতনের পরে– মানুষ পাপের মধ্যে। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিতে অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ৩, বলে, "মানুষ, তার পাপের অবস্থায় পড়ে, যে কোনও আধ্যাত্মিক ভাল পরিত্রাণের আনুসাঙ্গিক যে কোন বিষয়ের জন্য ইচ্ছার সমস্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে; তাই, একজন স্বাভাবিক মানুষ, সেই ভালো থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ এবং পাপে মৃত,নিজের শক্তি দ্বারা, নিজেকে রূপান্তরিত করতে বা এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয় না।" অগাস্টিনের ভাষায়, "অপরিবর্তিত (মন-পরিবর্তন হয়নি এমন) পাপী পাপ না করতে সক্ষম নয়।" অন্য কথায়, তার কেবল মন্দ কাজ করার ক্ষমতা আছে, ভাল করার ক্ষমতা নেই। এখন আমরা রোমীয় ৩ অধ্যায়ে এটি স্পষ্টভাবে দেখে, সেখানে পৌল বলেছেন, "ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই, বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই।" আমরা এটি ১ করিন্থীয় ২:১৪ তেও এই বিষয়টি দেখতে পাই, "কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।" অথবা আপনি ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের কথা ভাবেন, যা আমরা ২:১ পদে পাই, বিশ্বাসীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এবং তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন"– এবং তারপরে তিনি তাদের অতীত সম্পর্কে কথা বলেন– "যারা অপরাধে ও পাপে মৃত ছিল "তিনি বলেন, তোমরা পূর্বে অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে। ঈশ্বর এসে আপনাকে জীবিত করেছেন। তিনি ২ এবং ৩ পদে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে "অবাধ্যতার সন্তান" এবং "ক্রোধের সন্তান" হিসাবে কথা বলেন। এটি মানুষের দ্বিতীয় অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থা হল মনপরিবর্তনের পরের অবস্থা, অথবা একজন ব্যক্তির পুনর্জন্ম এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার পরের অবস্থা। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ৪ বলে, "ঈশ্বর যখন একজন পাপীকে রূপান্তরিত করেন এবং তাকে অনুগ্রহের অবস্থায় পরিবর্তন করেন, তিনি তাকে পাপের অধীনে তার স্বাভাবিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন এবং একমাত্র তাঁর অনুগ্রহে, তার ইচ্ছাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে এবং যা আধ্যাত্মিকভাবে ভাল তা করতে সক্ষম করেন; তবুও, তার অবশিষ্ট কলুষতার কারণে, সে নিখুঁতভাবে তা করে না, কেবলমাত্র ভাল ইচ্ছা তা করে না কিন্তু মন্দ ইচ্ছাও তাই করে।" সুতরাং বিশ্বাসী, উদ্ধারের অনুগ্রহের অবস্থায়, পাপ করতে সক্ষম এবং পাপ না করতেও সক্ষম। তার ইচ্ছা শক্তির ভালো এবং মন্দ উভয়ই করার

স্বাধীনতা রয়েছে। পৌল এটিকে (graph) লেখচিত্র দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি বিশ্বাসীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, রোমীয় ৭:১৫-২৫ পদে। সেখানে পৌল এই যুদ্ধের কথা বলছেন যা তার মধ্যে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ পাপ রয়েছে, পাপের উপস্থিতি যা এখনও বিশ্বাসীর হৃদয় এবং জীবনের মধ্যে থেকে যায়, তবে তাদের মধ্যে অনুগ্রহের একটি নীতিও রয়েছে যা তাদের মধ্যে রোপণ করা হয়েছে, যাতে তারা অভ্যন্তরীণ মানুষের পরে ঈশ্বরের আইনে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে খুশি করতে চাই, কিন্তু পাপের আইনের উপস্থিতির কারণে এই সংগ্রাম চলছে, আর এটি যুদ্ধের সৃষ্টি করে। পৌল বলেছেন এমন সময় আছে যখন তিনি যা ভালো তা করতে চান, কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি পাপ কাজ করতে বাঞ্ছা করেন না কিন্তু তাই করে ফেলেন। তাই ভাল করার ক্ষমতা এবং খারাপ করার ক্ষমতা উভয়েরই এই মিশ্রণ রয়েছে। আগের অধ্যায়ে, রোমীয় ৬:১৮ এবং ২২ পদে আমরা এটি দেখতে পাই, "এবং পাপ হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া তোমরা ধার্ম্মিকতার দাস হইয়াছ ...কিন্তু এখন পাপ থেকে মুক্ত করাতে"– তিনি আরও বলে যান– "এবং ঈশ্বরের দাস হইয়া তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ এবং তাহার পরিণাম অনন্ত জীবন।" এখানে ভালো করার ইচ্ছা বা ক্ষমতার স্বাধীনতা রয়েছে। বিশ্বাসীর মধ্যে এই ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? ফিলিপীয় ২:১৩ বলে, "কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।"

চতুর্থ শ্রেণী হল স্বর্গে বিশ্বাসীরা– এটিই হল চতুর্থ অবস্থান। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন, অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ৫, বলে, "মানুষের ইচ্ছা তখন নিখুঁতভাবে এবং পরিবর্তনাতীত তৈরি করা হয়"– অপরিবর্তনীয়ভাবে – "শুধুমাত্র গৌরবের অবস্থায়, ভাল করার জন্য স্বাধীন।" তাই স্বর্গে বিশ্বাসী পাপ করতে সক্ষম নয়। তার কেবল ভাল করার ক্ষমতা আছে, মন্দ নয় এবং এটি অপরিবর্তনীয়। ইব্রিয় ১২:২৩ বলে, "স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের সাধারণ সভা ও মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা ঈশ্বর, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্মিকগণের আত্মা।" আত্মা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করে। যিহূদা ২৪ বলে, "আর যিনি তোমাদিগকে উছোট খায় হইতে রক্ষা করিতে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন।" যোহন অনুরূপ কিছু বলেছেন, ১ যোহন ৩:২ পদে, "প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরুপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব।" আর তাই স্বর্গে বিশ্বাসী এমন অবস্থায় থাকে যেখানে সে পাপ করতে সক্ষম হয় না।

সংক্ষেপে, এই চারটি অবস্থার প্রতিটিতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার একটি কারণ হল এটি অতি স্পষ্ট করে যে মানুষের কিছু করার বা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তার অভ্যন্তরীণ চরিত্র বা প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত বা সীমিত। মানুষ কিছু বেছে নিতে পারে না, তবে যা তার কাছে স্বাভাবিক এবং সে যা করতে চায় মানুষ তা বেছে নিতে পারে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, আপনি জানেন, আমরা হয়তো বলতে পারি যে একটি কুকুর ওড়ার জন্য স্বাধীন। তবে আপনি কুকুরের দিকে তাকান এবং আপনি বলুন, "ঠিক আছে, তুমি উড়তে পার, তুমি তা করার জন্য স্বাধীন। এগিয়ে যাও, উড়ে যাও যদি তুমি উড়তে চাও," কিন্তু একটি কুকুর উড়তে অক্ষম– এটি তার প্রকৃতির মধ্যে নয় এবং তাই, সে উড়তে পারে না। একইভাবে, আমরা একজন মৃত ব্যক্তিকে বলতে পারি– এমন কেউ যে মারা গেছে– আমরা একটি মৃতদেহের সাথে কথা বলতে পারি এবং বলতে পারি যে তুমি দৌড়াও, ওঠো এবং সমস্ত বাড়ি জুড়ে দৌড়াও। তবে অবশ্যই, সেই মৃত অবস্থায়, লোকটি দৌড়াতে অক্ষম। তাই অবিশ্বাসীর পতিত প্রকৃতি, খ্রীষ্টের বাইরে, তাকে দাসত্বের অবস্থানে রাখে, স্বাধীনতার অবস্থানে নয়; দাসত্ব, স্বাধীনতা নয়। যখন প্রভুকে খুশি করা হয় তা করার ক্ষেত্রে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। ঈশ্বরের স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঈশ্বরের কাছে আসার, বা রক্ষাকারী বিশ্বাস, বা এই সমস্ত জিনিসগুলির কোনটি অনুশীলন করার সহজাত ক্ষমতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা তার নেই। মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যে একটি সংযোগ আছে। তার নির্দোষতায় অবস্থায়, পাপ না করার ক্ষমতা এবং পাপ করার ক্ষমতা ছিল তার প্রকৃতি বা স্বভাবে। পতিত মানবজাতির অবস্থায়, তার প্রকৃতি বা স্বভাবে, যা ঈশ্বরের কাছে মৃত, অক্ষম– যা ভালো তা করার জন্য তার ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই, সে কেবল যা মন্দ তা করে। কিন্তু তারপর বিশ্বাসীকে সেই তৃতীয় অবস্থায় একটি নতুন প্রকৃতি বা স্বভাব দেওয়া হয়, তাকে একটি

নতুন হৃদয় দেওয়া হয়। অনুগ্রহের নীতি তার মধ্যে রোপণ করা হয়। তাকে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে। সেই প্রকৃতি বা স্বভাব তাকে সক্ষম করে,তার ইচ্ছাকে ভালো বা মন্দ উভয়ই করতে স্বাধীন করে। অবশ্যই, স্বর্গের নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ অবস্থায়, মানুষের প্রকৃতি এমন যে সে পাপ করতে সক্ষম নয়।

তৃতীয়ত, এরপরে,ইচ্ছার স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, একটি মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি হল যে মানুষের ইচ্ছা কোন কারণ দ্বারা তাড়িত নয়, তাই আমরা যা করি অন্য কিছু তা নির্ধারণ করে না। আপনি দর্শনের ইতিহাসের মধ্যে এটি দেখতে পাবেন। তাই ঈশ্বর, আমি, আমার পরিবেশ, আমার প্রশিক্ষণ বা অন্য কিছু, আমি যা করি সেটিকে প্রভাবিত করে না। আমরা সকল প্রবণতার বিরুদ্ধে যেতে স্বাধীন। যদি এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ঘটনা এবং দুর্ঘটনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এমত অবস্থায়– মানুষ একটি জাহাজে, কোন দিন নির্দেশনার যন্ত্র ছাড়া, সমুদ্রে, এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে নিজেকে পাবে। এটি নৈতিক দায়িত্বকে হ্রাস করে; এটা সব দোষ ক্ষুন্ন করে। এটি একটি অযৌগিক ফলাফল– এটি কোন দিকে পরিচালিত করে, এটি অযৌক্তিকতার দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি ত্রুটি, আর্মিনিয়ান– যারা আর্মিনিয়ান ঈশতত্ত্বকে ধরে রাখে, তারা আপত্তি করবে। যদি আমরা পতিত, মনপরিবর্তন হীন মানুষের ইচ্ছা বন্ধনে আছে এবং সে ভাল করতে অক্ষম– এটি বিশ্বাস করি, তাহলে তারা বলবে, "সে বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার অধীন আছে এবং সে যা চায় তা স্বাধীনভাবে চয়ন করতে পারে না।" কিন্তু আপনি দেখুন, এটি মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের ক্ষমতার মধ্যে সংযোগ চিনতে ব্যর্থ হয়। মনপরিবর্তন হীন মানুষের পতিত প্রকৃতি তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। সে চয়ন করে, সে যা চায় তা স্বাধীনভাবে চয়ন করে, কিন্তু পাপের অবস্থায়, সে কেবল ঈশ্বরের যা অপছন্দ তাই তাই চয়ন করে। আমি বলতে চাইছি, আপনি উপমা দ্বারাও চিন্তা করতে পারেন। তার স্বভাব পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়। সে কেবল এবং অনিবার্যভাবে যা ভাল তা করতে পারে। কিন্তু সে তা করতে নিজের বাইরের বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার অধীন নয়। এটা হল সে যেমন, তেমনি ভালো। যেহেতু সে ভালো– সে ভাল কাজ করে। আর তাই,সমান্তরাল ভাবে, স্বাভাবিকভাবে মানুষ পাপী এবং তাই সে তাই করে যা পাপপূর্ণ। তার ইচ্ছা শক্তি যা ভাল তা করার জন্য স্বাধীন নয়– এটি যা মন্দ তার বন্ধনের অধীনে রয়েছে।

তৃতীয়ত, যারা বিপরীত পছন্দের ক্ষমতা দাবি করে– তাই বিপরীত পছন্দ করার ক্ষমতা থাকার এই ধারণা, বিপরীত বেছে নেওয়া– হল সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য। যারা বলে যে এটিই সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য, তারা বাইবেলের অনুগ্রহপূর্ণ উদ্ধারের ধারণার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। সুসমাচারের আশ্চর্যতার বিষয় হল যে ঈশ্বর তাদের জীবন দেন যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত; তিনি অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দেন; যে তিনি অজ্ঞদের পরিত্রাণের জ্ঞান দেন; তিনি পাথরের হৃদয় বের করেন,যেন তিনি মাংসের হৃদয় দিতে পারেন; তিনি আমাদের প্রানে তাঁর পবিত্র আত্মা দেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার ক্ষমতা দেয়, যেখানে পূর্বে আমরা তাঁকে মহিমান্বিত করতে অক্ষম ছিলাম।

চতুর্থত এবং সবশেষে, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, আমাদেরকে ঈশ্বরের উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষের নিচু দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্পর্ককে চিনতে হবে। নিজের মধ্যে কাজ করতে ছেড়ে দেওয়া মানুষগুলো পাল্টে যাচ্ছে। মানুষের প্রতি তাদের একটি উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি আছে– মানুষের সক্ষমতা, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের ক্ষমতা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে একটি খুব নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কিন্তু বাইবেল এটির ঠিক উল্টো ধারণা প্রদান করে। বাইবেল আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে একটি উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি দেয় এবং মানুষের একটি নীচু দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। খ্রীষ্টের বাইরে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা কারও চিন্তার থেকেও অনেক খারাপ। তারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত– ঈশ্বরের কাছে মৃত এবং যা কিছু ভালো তার জন্য মৃত। কিন্তু মানুষের চিন্তার থেকেও খারাপ খবরই বেশি খারাপ এবং মানুষের উপলব্ধির চেয়েও ভালো খবরটি বেশি ভালো। কারণ সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি। সুসমাচার হল ঈশ্বর এসে মৃতদের পুনরুত্থিত করছেন। ঈশ্বর সুসমাচারে আসেন এবং তিনি তাঁর লোকেদেরকে তাঁর সেবা করার, তাঁকে সম্মান করার, তাঁর উপাসনা করার, তাঁকে খুশি করার, তাঁকে মহিমান্বিত করার ক্ষমতা দেন। ঈশ্বর যা করেন তাতে সুসমাচারের আশ্চর্যতা দেখা

যায় এবং তাঁর অনুগ্রহের অপ্রকাশ্য সম্পদ যা অভাবী পাপীদের জন্য তা বিতরণ করা হয়। এটিতেও পবিত্র আত্মার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যীশু নিকোদীমকে বললেন, "তোমাকে অবশ্যই নতুন করে জন্ম প্রাপ্ত হতে হবে।" আমরা কখনই নতুন জন্মের প্রয়োজনীয়তার উপর পবিত্রআত্মার কাজকে যথেষ্ট প্রাধান্যতা দিতে পারি না বা প্রাধান্যতা দিই না– একজন পুরুষ, মহিলা, ছেলে বা মেয়ের আত্মায় পবিত্র আত্মার সার্বভৌম কাজই তাদের পুনর্জীবিত করে। পবিত্র আত্মার প্রয়োজনীয়তা এই শিক্ষা দ্বারা উত্থিত হয়।

কিন্তু তারপর অবশেষে, বিশ্বাসীর জন্য– বিশ্বাসীর আশা, আনন্দ এবং স্বর্গের প্রত্যাশা থাকে। জগতে বিশ্বাসকে কী বিষয় দুঃখ দেয়? সেটি হল পাপ। দুঃখ পাপের প্রেক্ষাপটে আসে, এমনকি আমাদের পবিত্র কাজের ব্যস্ততায়, উপাসনাতে এবং ঈশ্বরের সেবায় আমরা যা করতে চাই তার সমস্ত কিছুর মধ্যেও পাপের কলঙ্ক থাকে এবং সেখানে পাপের প্রভাব এবং প্রমাণ রয়েছে। পাপ– সত্য বিশ্বাসীর হৃদয়কে দুঃখ দেয় এবং ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু তাদের এই আশা আছে এবং স্বর্গের প্রত্যাশায় তাদের এই আনন্দ আছে। স্বর্গের আশ্চর্যের একটি হল যে তারা আর পাপ করতে পারবে না। তারা পাপ ছাড়াই থাকবে, পবিত্রতায় নিখুঁত হবে– দেহ ও আত্মার সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাবে এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবনযাপন করবে, উপাসনা করবে, সেবা করবে এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করার বা তাঁকে অসম্মান করার ক্ষমতা ছাড়াই থাকবে। এটি আমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করা উচিত, যেমন যোহন বলেছেন, ১ যোহন ৩ অধ্যের প্রথম কয়েকটি পদে। এর চিন্তাভাবনা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এতে পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অনুসরণ করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করবে। বর্তমান যুগ– পাপের কাছে মরতে এবং ধার্মিকতার জন্য বাঁচতে সাহায্য করবে।

এই বক্তৃতায়, আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিবেচনা করেছি। এটি অন্য বিষয়গুলির জন্য পথ প্রশস্ত করে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে মানুষের পতিত অবস্থার দিকে ঘুরিয়ে দেব, পাপের প্রকৃতি বা স্বভাব– এই বিষয়ে বিবেচনার সঙ্গে শুরু করবো।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৫

পাপের স্বভাব

সারা বছর ধরে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বিখ্যাত হল Tchaikovsky পিয়ানো কনসার্টো। যারা আপনার প্রতিযোগী হবে তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। তারা পিয়ানো, পিয়ানোর যন্ত্র, পিয়ানোতে দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদের পুরো জীবন, ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করে। তারা বিশ্বের সেরা কিছু শিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষণ নেবে। এখানে প্রচুর চাপ, এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় আসার জন্য প্রতিযোগীদের প্রচুর চাপ রয়েছে এবং সবকিছুই ভারসাম্যের মধ্যে ঝুলে আছে– এটি এমন সময়– পুরো ক্যারিয়ার যা তারা তৈরি করতে চাইছে। এই প্রতিযোগিতার জন্য বিচারকদের একটি প্যানেল থাকবে যারা উপস্থিত থাকবেন এবং দর্শক থাকবে। যদি তারা বাজাবার একটি নোট ভুল করে, যদি তারা খুব দীর্ঘ এবং খুব জটিল অংশের একটি নোট ভুল করে, তবে তারা অবিলম্বে অযোগ্য হয়ে যায়। ন্যূনতম লঙ্ঘনের ফলে তাদের সারা জীবনের কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঠিক একই ধরণের জিনিসের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে: লোকেরা যারা স্কুলে কঠোর অধ্যয়ন করেছে এবং তারা একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যেখানে তারা যোগ দিতে চায়,বা আরও অনেক উদাহরণ, যেখানে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে এবং ক্ষুদ্রতম ভুলটিও তাদের ভবিষ্যত এবং তাদের জীবনের জন্য বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে।

এটি আমাদের জন্য পাপের স্বভাব/প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু চিত্রিত করে। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং সেই আইন মানুষের স্বত্বার গভীরতম ফাটলের মধ্যে প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করে। আমরা বাইবেলে যা শিখি তা হল যে ক্ষুদ্রতম উলঙ্ঘন; ব্যাবস্থা দাবী করে এমন একটি কাজ করতে ব্যর্থতা,বা ঈশ্বরের ব্যবস্থা যা নিষেধ করে তার সামান্যতম উলঙ্ঘন বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে। পাপীরা ন্যায্যভাবে,ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সর্বনিম্ন পাপের জন্য নিন্দিত হয়। ঈশ্বরের মান উচ্চ যা তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির কাছে দাবি করেন। আমাদের তখন পাপের তাৎপর্য এবং তার ওজনের একটি ধারনা হবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত। সুতরাং উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে এবং পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের উভয় ক্ষেত্রেই বাইবেল মানুষের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। গত কয়েকটি বক্তৃতায়,আমরা মানুষের প্রকৃতির/স্বভাবের দিকগুলি বিবেচনা করেছি। বর্তমান বক্তৃতায়,আমরা পাপের প্রকৃতির শিক্ষাটি অন্বেষণ করব। আমরা শুরু করব, প্রথমত, পাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনাকে উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে।

প্রেরিতের পুস্তকের ১২:২১-২৪ পদে আমরা পড়ি; "তখন এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধানপুর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের কাছে বক্তৃতা করেন। তখন লোকসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, এ দেবতার বর, মানুষের নয়। আর প্রভুর এক দূত তখনই তাঁহাকে আঘাত করিলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করিলেন না; আর তিনি কীটভক্ষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে থাকিল।" তাই আমরা এইবার এই বক্তৃতার শুরুতে একটি নির্দিষ্ট বিবরণ এবং ব্যক্তিগত বিবরণ থেকে তুলে ধরছি। কেন? কেন আমরা এটি করছি? কারণ এটি সেই শিক্ষার একটি প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করে যা আমরা এই বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করব। হেরোদ সম্পর্কে বর্ণনাটি নবূখদ্‌নিৎসরের পুরাতন নিয়মের উদাহরণের সাথে

খুব মিল, যা আপনি দানিয়েল ৪:২৪-৩৭ পদে পড়তে পারেন। আপনার মনে থাকবে, সেখানে, নবূখদ্‌নিৎসর তার প্রাসাদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তিনি বলছেন যে তিনি,বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য, তার রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত এবং তিনি নিজের কাছে শক্তি এবং ধন-সম্পদের স্তূপ করে রেখেছেন; ইত্যাদি বিষয়। প্রভু নবূখদ্‌নিৎসরের সাথে অনুরূপ কিছু করেন। তাকেও আঘাত করা হয় এবং সাত বছরের জন্য জন্তুর মতো মাঠে পাঠানো হয়, যেখানে তার চুল গজায়, নখ গজায় এবং ঈশ্বরের হাতের নিচে নত হয়। হেরোদের ক্ষেত্রে এখানে যা স্পষ্টভাবে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে,তা সত্যিই পাপের সার্বজনীন প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। তাই আমরা একটি উদাহরণ নিচ্ছি, একজন মানুষের এবং একটি পাপের,যেন আমরা সেই উদাহরণের মাধ্যমে, পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু দেখতে পারি।

আপনি কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করবেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে নিজের সম্পর্কে স্বাভাবিক মানুষের অনুমান চূড়ান্তভাবে স্ফীত। যেমনটি আমরা আগের বক্তৃতায় শিখেছি,মানুষদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অন্ধ, নিজেদের বাস্তবতা দেখতে অক্ষম। তাই নিজের প্রয়োজন এবং নিজের পাপ দেখার পরিবর্তে, তারা কল্পনার একটি মূর্তি তৈরি করে, নিজেদেরকে তাদের কর্তব্যের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়। এখন, এটি সব মানুষের জন্য সত্য। সমস্ত মানুষ তাদের পাপকে ছোট করে এবং যে জিনিসগুলিকে তারা পুণ্য বা প্রশংসনীয় বলে মনে করে তা সর্বাধিক করে।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত পাপ মানুষকে কলুষিত করে– এটা মানুষের জন্য ঈশ্বরের স্থান নেওয়ার প্রচেষ্টা। পাপ নিজেকে সিংহাসন দেয়, এবং এটি ঈশ্বরকে অপসারণ করে। এটি ঈশ্বরের শাসনকে স্থানচ্যুত করে এবং এটি মানুষের শাসনের সাথে প্রতিস্থাপন করে। মানুষের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তার নির্ধারক হয়ে শেষ হয় এবং সে তার নিজের স্বায়ত্ত-শাসনের মিথ্যা ধারণা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে তার নিজের জন্য জিনিসগুলি নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি স্বয়ং ঈশ্বরের উপর আক্রমণ।

তৃতীয়ত, মানুষ তাই ঈশ্বরকে তাঁর সম্মান থেকে বঞ্চিত না করে কোনো কিছুর কৃতিত্ব নিতে পারে না। আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রেরিত ১২-এর সেই অনুচ্ছেদটি কীভাবে বলে, "আর প্রভুর এক দূত তখনই তাঁহাকে আঘাত করিলেন,কেননা তিনি ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করিলেন না।" তাই তিনি ইতিবাচক কিছু করতে– ঈশ্বরকে গৌরব প্রদানে– ব্যর্থতার কারণে আঘাত পেয়েছিলেন। এটি রোমীয় ৩:২৩ পদে পৌল যা বলেন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত, "সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে।" তাই পাপ মানেই শুধু নিজেদেরকে উচ্চ মূল্যায়ন করা নয়, এটা শুধু ঈশ্বরকে অপমান করা নয়, বরং এটা ঈশ্বরের গৌরবের ওপরও আক্রমণ। সমস্ত পাপ প্রথম এবং সর্বাগ্রে স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

চতুর্থত,আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাপের মূল বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন। তাহলে এই ক্ষেত্রে,দশটি আদেশের কোনটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে? স্পষ্টতই, প্রথম আদেশটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে– "আমার সম্মুখে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক" এবং দ্বিতীয় আদেশ লঙ্ঘন করা হচ্ছে, কারণ সে নিজের উপাসনা করছে। আমরা এখন এও বলতে পারি যে তৃতীয় আদেশটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কিছু অন্য ব্যবস্থাগুলিও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য হল যে পাপকে ঈশ্বরের মানদণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ বলে দেখা উচিত যা দশটি আদেশের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

তারপর পঞ্চমত, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাপ দোষ/গ্লানি নিয়ে আসে এবং এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সেই দোষের জন্য শাস্তির প্রয়োজন। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি পবিত্র, তিনি ন্যায়বাণ এবং যেখানে দোষ পাওয়া যায়, সেই অপরাধ অবশ্যই শাস্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে। হেরোদের ক্ষেত্রে, তাকে এই জীবনে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল– তাকে কীট দিয়ে ভক্ষিত করা হয়েছিল এবং সে মারা গিয়েছিল; সে পরবর্তী জীবনেও শাস্তি পেয়েছিলেন– সে নরকে গেছে। তাই প্রেরিত ১২-এর এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণটি আমাদের জন্য পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে জানালার মতো কিছু খোলার কাজ করে। তাই দ্বিতীয়ত, আসুন পাপের প্রকৃতি সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতত্ত্ব বিশদরূপে বিবেচনা করি, আর এখানে আমরা এই শিক্ষার মূল বিষয়টিতে প্রবেশ করব। তাই প্রথমত, পাপ এবং ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা। পাপকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা দশটি আদেশে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পাপের সারমর্ম হল পরম, উদ্দেশ্য

কেন্দ্রিক এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করা। বাইবেল এই শিক্ষা দেয়। ১ যোহন ৩:৪ পদে আমরা পড়ি; "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ।" তাই বাইবেলের সংজ্ঞা হল; ব্যবস্থা লঙ্ঘন করাই হচ্ছে পাপ। আপনি এটিকে তুলনা করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ৪:১৫ পদের সঙ্গে। একইভাবে, আমরা রোমীয় ৩:২০ পদের পড়ি; "কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" সুতরাং, আমরা যদি পাপ বুঝতে যাচ্ছি, যদি আমরা এটিকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, যেন এটিকে নিজের মধ্যে, জগতে এবং অন্যদের মধ্যে চিনতে পারি, তাহলে সেই জ্ঞান আমাদের কেবলমাত্র ব্যবস্থায় মাধ্যমেই পাবো কারণ ব্যবস্থার লঙ্ঘনই হল পাপ। তাই ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজম সঠিকভাবে শেখায়, তার ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে, "পাপ হল এর সঙ্গে সমঞ্জস্যতা বা ঈশ্বরের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করা।" ব্যবস্থার পবিত্রতার মান সম্পূর্ণ মেনে চলা ব্যর্থতায় হল পাপ। প্রতিটি আদেশ তার নিজের সঙ্গে কিছু কাজ দাবী করে করার জন্য এবং কিছু দাবী করে না করার জন্য। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, এটি বলতে পারা যায়, "তুমি চুরি করবে না।" সুতরাং এটি কিছু নিষিদ্ধ বা নিষেধ করে। কিন্তু প্রতিটি আদেশে, বিপরীত, ইতিবাচকও প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তভাবে বললে, তাই শুধু চুরি করার পরিবর্তে,আমাদের প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিবেশীর এবং আমাদের আশেপাশে থাকা লোকদের সম্পত্তি, সময় এবং অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। একইভাবে, পঞ্চম আদেশে, এটি বলে, "তুমি তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর কর"– এটি একটি ইতিবাচক আদেশ; এছাড়া নেতিবাচকও প্রয়োজন। তাই এটি নিষিদ্ধ করে,যেন আমরা আমাদের পিতামাতার অসম্মান,অবাধ্য না হই। তাই প্রতিটি আদেশে এমন কিছু আছে যা এটি দাবী করে এবং নিষেধ করে। আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজমের দিকে তাকান, যখন এটি দশটি আদেশের ব্যাখ্যা করে,এটি আমাদের প্রশ্ন দেয়; এই আদেশের কী প্রয়োজন? আরেকটি প্রশ্ন; এই আদেশ কী নিষেধ করে?

আমাদের ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকেও চিনতে হবে। সুতরাং এটি কেবল আমাদের হাতের জন্যই প্রযোজ্য নয়, এটি আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মস্তিকের জন্যও প্রযোজ্য। এটি আমাদের সত্তার প্রতিটি ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে। যীশু পর্বতের উপদেশে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন। মথি ৫-এ, যখন তিনি দশটি আদেশের ব্যাখ্যা করছেন, তিনি বলছেন,ব্যবস্থা বলে, তুমি ব্যভিচার করবে না, কিন্তু আপনি যদি একজন মহিলার প্রতি কামনার সঙ্গে দেখ তবে আপনি আপনার হৃদয়ে ব্যভিচার করছো। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের কথা এবং আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিতে নেমে যায়।

আমরা এখনও লক্ষ করতে পারি যে,প্রতিটি পাপ এক বা একাধিক দশ আজ্ঞার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি পাপ কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক দশ আদেশের সঙ্গে যুক্ত। এখানে, যা সহায়ক হতে পারে, তা হল ওয়েস্টমিনস্টার বৃহত্তর ক্যাটাকিসম এর দিকে তাকানো,যা শর্টারের চেয়ে অনেক বড় এবং এর দশটি আদেশের ব্যাখ্যান। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখানে কোন পাপগুলি নিষিদ্ধ এবং কোন কর্তব্যগুলি প্রয়োজন তার দীর্ঘ উত্তর রয়েছে। যা ঘটছে তা হল যে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলিটি আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাইবেলে অন্বেষণ করে এবং এটির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ধরনের পাপের উদাহরণ খুঁজে যা দশটি আদেশ থেকে উদ্ভূত। সেগুলি আমাদেরকে সেই আদেশের আরও অনুসন্ধান করতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝার জন্য এগুলিকে একত্রিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, এটি উপকারী হতে পারে,একটি সহজ উপায়ে; ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাপের দুটি শ্রেণী সম্পর্কে চিন্তা করা আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। আমাদের একদিকে কমিশনের (commission) পাপ আছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন, ইংরেজিতে, সেখানে "কমিট (commit)" শব্দটি আছে– তাই কমিশনের (কৃত) পাপ। এই পাপগুলি হল ব্যবস্থা যা নিষেধ করে তা করা। অন্যদিকে, আমাদের কিছু না করার (commission) পাপ রয়েছে। ইংরেজিতে, আপনি সেখানে "না করা (commit)" শব্দটি দেখতে পাচ্ছেন– না করা পাপ। সেই পাপগুলি হল ব্যবস্থা যা আমাদের কাছে দাবি করে তা না করা। যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, "উচিত (ought)" শব্দটি– আপনার যা করা উচিত বা করা উচিত নয়– এটির ব্যবস্থার আদর্শ ছাড়া কোন অর্থ নেই। অবশেষে, যেহেতু ব্যবস্থা ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে, আর দশটি আদেশ হল ঈশ্বরের পবিত্রতার

একটি প্রতিলিপি; তাহলে, ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা মানে ঈশ্বরকে আক্রমণ করা।

পুরাতন এবং নতুন নিয়মে "পাপ" এর জন্য বেশ কিছু বাইবেলের শব্দ রয়েছে। পাপের জন্য এই শব্দগুলো বিভিন্ন ইংরেজি প্রতিশব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। তোমার মধ্যে নিয়মলঙ্ঘন, অধর্ম, অপরাধ, অধার্মিকতা, মন্দতা, বিরুদ্ধাচরণ, পাপাচার ইত্যাদি আছে। কিন্তু কিছু হিব্রু শব্দ, হিব্রু ভাষায় যেগুলিকে অনুবাদ করা হয়েছে "পাপ" বা পাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে সহায়ক ছবি তুলে ধরার জন্য। এই শব্দগুলির মধ্যে একটি শব্দ যার অর্থ হল "লক্ষ্য বিচ্যুতি"। সুতরাং এটি একটি ধনুক এবং তীর ছবি তুলে ধরে এবং তীরটিকে পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তীরটিকে ছেড়ে দেন এবং আপনি লক্ষ্য বিচ্যুত করেন, আপনি লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুটি থেকে বিচ্যুত হন– আপনি তীরটি ঐ লক্ষ্যের ডান বা বাম দিকে যায়। এটি লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার একটি ছবি। এটাই পাপের স্বভাব। সেই কেন্দ্রবিন্দুটি হল ঈশ্বরের আইন। অন্য কথায় এর অর্থ হল "বাঁকা" বা "বাঁকানো"। তাই সোজা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সোজা না হেঁটে, একটি বাঁকা পথে হাঁটা। তৃতীয় একটি শব্দের অর্থ "সীমা অতিক্রম করা।" ঈশ্বর তাঁর বিধানে এমন সীমানা দিয়েছেন যেগুলোর মধ্যে আমাদের বসবাস করতে হবে এবং যখন আমরা সেই সীমানা অতিক্রম করি তখন আমরা পাপ করছি। তাই এই হল আমাদের জন্য কিছু সহায়ক ছবির উদাহরণ যা ব্যবস্থার সাথে পাপের সম্পর্ক বোঝায়।

দ্বিতীয়ত, পাপ, ব্যবস্থা এবং প্রেম। ব্যবস্থা এবং প্রেম বিপরীত নয়। তাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। সংযোগের এই বোধগম্যতা আরও পাপের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত করে। প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভু নৈতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার করেছেন– মথি ২২:৩৭-৪০, "যীশু তাহাকে কহিলেন, তমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; তোমার প্রতিবাসিকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এই দুটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগন্থ ঝুলিতেছে। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করার দ্বারা এখানে খ্রীষ্ট প্রথম চারটি আজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, তারপরে ৫ থেকে ১০ আজ্ঞাগুলি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাকে বর্ণনা করে।

বিশ্বাসীদের জন্য, ভালবাসা ব্যবস্থার আনুগত্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়, পরিত্রাণের এক উপায় হিসাবে নয়, কিন্তু বিশ্বাসীদের গৃহীত পরিত্রাণের কৃতজ্ঞতার ফল হিসাবে। এই কারণেই পৌল বলতে পেরেছেন, রোমীয় ৭-এ, যে ব্যবস্থা পবিত্র, ন্যায্য এবং উত্তম। দায়ুদের ভাষায় গীতসংহিতা ১১৯-এ, "আহ! আমি তোমার ব্যবস্থা কতই না ভালোবাসি।" ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার ফলে ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতি ভালবাসা হয় যা ব্যবস্থায় দেখা যায়। তাই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেন, যোহন ১৪:১৫ তে, "তোমার যদি আমাকে প্রেম কর, আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।" একইভাবে, আমরা ১ যোহন ৫:৩ পদে পড়ি, "কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাহা আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ।" এটি স্বাধীনতার একটি ব্যবস্থা, যেমন পৌল অন্যত্র বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করে, পৌল বলেন, রোমীয় ১৩:১০ পদে, "প্রেম প্রতিবাসির অনিষ্ঠ সাধন করে না, আতএব প্রেমেই ব্যবস্থার পুর্নসাধন।" আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রেম ছাড়া ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হতে দেখতে পারি না– এর কেন্দ্রে রয়েছে– ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা– এবং আমরা যা করি তার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়।

সুতরাং এটি পাপের প্রকৃতিকে/চরিত্র স্পষ্ট করে তোলে যে এটি প্রেমের আমূল বিরোধী। দ্বিতীয় আজ্ঞা, যাত্রাপুস্তক ২০:৫ ঈশ্বরের কথা বলে "যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের সন্তানদের উপর পিতা ঈশ্বরের দণ্ড আসবে।" আমাকে ঘৃণা করা– এটা প্রেমের বিপরীত, এটি পাপ। তাই পাপ শুধু ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, পাপ সম্পর্কীয়। এটা স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। দায়ুদ বৈথশেবার সাথে ব্যভিচার করেছিলেন এবং তিনি তার স্বামী উরিয়াকে হত্যা করেছিলেন, খুন করেছিল এবং যখন তিনি এই বিষয়ে কথা বলেন; তিনি গীতসংহিতা ৫১:৩-৪ পদে বলেন, "কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি, আমার পাপ সতত আমার সন্মুখে আছে। তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি; অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধর্ম্ময়ম।" দায়ুদ দেখেছিলেন যে বৈথশেবার বিরুদ্ধে, উরিয়ার বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে, তার বাড়ির বিরুদ্ধে এবং আরও অনেক কিছুর বিরুদ্ধে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে তিনি পাপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল পাপকে নির্দেশ করে, পুরাতন নিয়মে এটি চিত্রিত করার জন্য প্রায়শই ব্যভিচারের– বেশ্যাবৃত্তির ব্যবহৃত হয়েছে। পাপ হল ব্যভিচার, এটা বেশ্যাবৃত্তি, মূর্তিপূজাকে স্থূল এবং ঘৃণ্য উপায়ে চিত্রিত করা হয়েছে। পাপের প্রকৃতি এমন যা যে কোন কিছুকে কলুষিত করে এবং যা ঈশ্বরকে গালি দেয়– এমন কিছু যা বিশ্বাসীর হৃদয়, ধারণা, বেশ্যা বা বেশ্যার স্থূলতা– ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসীর হৃদয় ও ধারণাকে বিদ্বেষপূর্ণ করবে– এটি পাপের চরিত্র, এটি সত্য প্রেম নয়, এটি একেবারে বিপরীত।

তৃতীয়ত, আমাদের পাপ ও দোষবোধের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে হবে। তাই দোষ,শব্দটি একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক শব্দ, যা ব্যবস্থার শাস্তির সাথে পাপের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। তাই যখন আমরা বলি "দোষ" এটা অপরাধবোধের বিষয়গত অনুভূতি নয়, বরং ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বস্তুনিষ্ঠ সত্য। আপনি জানেন, যদি একজন অপরাধী আদালতে আসেন এবং বিচারকের সামনে দাঁড়ান এবং বিচারক বলেন, "আমি তোমাকে দোষী ঘোষণা করি," তিনি অপরাধীর অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলছেন না। সে যা করেছে তার জন্য সে অপরাধী বোধ করতে পারে বা নাও পারে। তিনি আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরাধীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি ঘোষণা দিচ্ছেন– সে আইন ভঙ্গ করেছে, সে দোষী।

দোষবোধের এক দ্বিস্তরীয় দিক রয়েছে এবং এটি আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। প্রথমত, আমরা দোষবোধকে, শিক্ষাতাত্ত্বিকভাবে, অন্তর্নিহিত নৈতিক মন্দ হিসাবে ভাবি। তাই এখানে আমরা আমাদের পতিত অবস্থায় পাপের সারাংশ বা পাপের পাপপূর্ণতা সম্পর্কে কথা বলছি। এটি এমন কিছু যা স্থায়ীভাবে প্রতিটি পাপ কাজ এবং কর্মের একটি অংশ। এটি একটি অন্তর্নিহিত নৈতিক মন্দ এবং এটি ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘন। সুতরাং এটি অযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত এবং এটি ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত এবং এটি যোগ্য শাস্তির সাথে সম্পর্কিত। এটি পাপের সারাংশ। পাপের সারাংশ থেকে এটি সরানো যাবে না। সুতরাং বিশ্বাসীকে ক্ষমা করা হয় এবং বিশ্বাসীকে ধার্মিক গণনা করা হয়, ঈশ্বরের দ্বারা ধার্মিক ঘোষণা করা হয়,কিন্তু এটি দোষী হওয়ার এই প্রথম দিকটিতে পাপের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে না।

কিন্তু তারপরে দ্বিতীয়ত, এর দ্বিতীয় স্তর যা পাপের সারাংশ নয়, তবে এটি আইনের শাস্তিমূলক অনুমোদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য এর প্রকৃত শাস্তি এবং ঈশ্বরের ক্রোধের সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আর এই দোষী বোধ বিজয়ী হয়ে সরানো যেতে পারে। এটি অপসারণ করা যেতে পারে। এটি পাপীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং একটি বিকল্প হিসাবে খ্রীষ্টের খাতায় জমা করা যেতে পারে। এই দণ্ড এবং শাস্তি খ্রীষ্টের দ্বারা বহন করা হয় এবং আইন লঙ্ঘনের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ সন্তুষ্ট হয়। তাই সেই অপরাধ বিশ্বাসীর কাছ থেকে দূর হয়ে যায়। আর এটি শিক্ষাতত্ত্বে "দোষী" শব্দের এটি সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার।

আমি কেবল সংক্ষেপে বলব যে এই দোষী বোধের সাথে আমাদের পাপের কলুষতা– পাপের দাগ, পাপের অপবিত্রতাও রয়েছে এবং এগুলি দ্বিগুণ রয়েছে। নেতিবাচকভাবে, আদি/মূল ধার্মিকতার অনুপস্থিতি, যা আদমের পতনের আগে ছিল এবং ইতিবাচকভাবে, পাপের প্রকৃত উপস্থিতি, আমাদের উপর দাগ, কলুষতা এবং অপবিত্রকারী প্রভাব দেয়।

চতুর্থত, আমরা পাপ এবং শাস্তির প্রকৃতির বন্ধন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। তাই আমরা লক্ষ করেছি যে দোষীভাব পাপের জন্য শাস্তি দাবি করে, এমন কিছু যা বিশ্বাসীর জীবনে মুছে ফেলা হয়। এই শাস্তি এই পৃথিবীতে সংঘটিত হতে পারে এবং এটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে ঘটতে পারে। তাই এই পৃথিবীতে শাস্তি অভ্যন্তরীণভাবে সংঘটিত হয়, বাইবেল বলে, মনের অন্ধত্ব, মনকে নিন্দার জন্য অর্পণ করা, প্রখর বিভ্রান্তি, হৃদয়ের কঠোরতা, বিবেকের ভয়াবহতা, খারাপ স্নেহ– এগুলি হল শাস্তি। বাহ্যিকভাবে, এটিও ঘটতে পারে, যে এগুলি হল সৃষ্টির উপর ঈশ্বরের অভিশাপ। সমস্ত পাপ আমাদের দেহ,আমাদের নাম, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের সম্পর্ক এবং চাকরি এবং মৃত্যু এই সমস্তের উপরে প্রভাব ফেলে। আমরা হেরোদের সাথে তা দেখেছি; প্রভু তাকে আঘাত করলেন এবং তাকে কীট ভক্ষিত করিলেন। তাই এইগুলি এই পৃথিবীর উপর শাস্তি স্বরূপ।

কিন্তু তারপরে পৃথিবীতে শাস্তি আসতে চলেছে; ঈশ্বরের আরামদায়ক উপস্থিতি থেকে চিরন্তন বিচ্ছেদ;

চিরকালের জন্য আত্মা এবং শরীরে কঠিন যন্ত্রণা। ঈশ্বরের সর্বজনীনতা কেবল নরকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তিনি একাই এর উপর রাজত্ব করেন, যদিও তার সান্ত্বনাদায়ক উপস্থিতি সেই জায়গা নেই। সেখানে তাঁর ন্যায়, ধার্মিকতা, ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

পঞ্চমত, পাপ এবং দুঃখের সম্পর্ক রয়েছে। পাপ এবং দুঃখ সবসময় একসাথে যায়। পতনের সময় পাপের প্রবেশের পরিণতি বড় দুঃখ নিয়ে এসেছিল। যেখানে পাপ, সেখানেই দুঃখ– যেখানে দুঃখ সেখানেই পাপ। যেখানে পাপ দূর হয়, দুঃখ দূর হয়। কিন্তু পতনের সময় পাপের প্রবেশের সময় মহা দুর্দশার কথা ভাবুন। এটা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা আনে। এর ফলে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি ও অভিশাপ এসেছিল। এটা, প্রাকৃতিক ভাবে মানুষদের ক্রোধের সন্তান করে ফেলে। এটা তাদের শয়তানের দাস বানিয়েদেয়। এই এক অতি দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা। এটি মৃত্যু নিয়ে এসেছিল– দেহের মৃত্যু; দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক মৃত্যু, আত্মার কলুষতার মাধ্যমে এবং তারপর অবশ্যই, চিরন্তন মৃত্যুর শাস্তি নিয়ে আসে। এটি তাদের এই বিশ্বের এবং ভবিষ্যতের সমস্ত শাস্তির জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে দায়বদ্ধ করেছে। এটি আমাদের পাপের প্রকৃতির একটি সারসংক্ষেপ দেয়।

তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই পাপের প্রকৃতি সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, একমাত্র ঈশ্বরেরই পাপকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা রাখেন– আমরা দেখেছি যে এটি তাঁর ব্যবস্থায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই যখন আমরা এমন কিছুকে পাপ বলতে অস্বীকার করি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন,অথবা বিকল্পভাবে, আমরা এমন কিছুকে পাপ বলি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন না, তখন আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কেড়ে নিচ্ছি এবং নিজেদের জন্য তা গ্রহণ করছি। পাপকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে আমাদের বইয়ের সাথে, বাইবেলের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে– যে বিষয়গুলোকে ঈশ্বর পাপ বলে গণনা করেন না সেগুলি এর মধ্যে তালিকাভুক্ত না করা, আর সেইসব বিষয়গুলিকে পাপী বলে গণনা করা; অথবা ঈশ্বর যাকে পাপী বলছেন তাকে পাপী বলতেও ব্যর্থ হওয়া। তাই অনেক বিভ্রান্তি আছে। জগত এবং মণ্ডলী উভয় দিকেই চিহ্নগুলি হারাচ্ছেন। তারা এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে যান যেগুলি ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন এবং তারা অন্যান্য জিনিসগুলিকে উন্নীত করে যেগুলিকে ঈশ্বর পাপ বলেননি।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক মানুষের বিপরীতে, আমাদের বুঝতে হবে যে পাপ শুধু মানুষের দুর্বলতা নয়,এটা শুধু মানুষ যে ভুল করে তা নয়, এটা নজরদারি বা অন্য কোনো ত্রুটি নয়– এটি ঈশ্বরের চরিত্র এবং সত্তার ওপর আক্রমণ। আর যদি আমরা বাইবেল অনুসারে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের সেই শর্তগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, যে এটা ঈশ্বরের ওপর আক্রমণ। এতেই এর গুরুত্ব বোঝা যায়।

তৃতীয়ত,পরিত্রাণের মতবাদের মডিউলে আমরা যা বিবেচনা করব এটি সেই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করে। এটি পরিত্রাণের প্রকৃতির জন্য পটভূমি তৈরি করতে সাহায্য করে। পরিত্রাণের বিবেচনায় অবশ্যই প্রকৃত দোষীবোধকে মোকাবেলা করতে হবে। এটা শুধু নৈতিক সংস্কার নয়– লোকেরা আগের চেয়ে একটু ভালো করার চেষ্টা করছে, অথবা তারা যে ভুল করছে তা করা বন্ধ করে দিচ্ছে। না,এখানে দোষ আছে– একটি জরিমানা দিতে হবে। একটি প্রায়শ্চিত্ত আছে,একটি প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্ত যা প্রয়োজনীয় রয়েছে। এটি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের প্রতিস্থাপক প্রায়শ্চিত্তকে সুসমাচারের কেন্দ্রে এবং বাইবেলের কেন্দ্রে রাখে। আমাদের একটি নিখুঁত ধার্মিকতা দরকার যা আমাদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া ঈশ্বরের আইনের সাথে নিখুঁতভাবে মেনে চলে – খ্রীষ্টের ধার্মিকতা, আর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার এবং খ্রীষ্ট তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধকে সন্তুষ্ট করেন।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরব। প্রথমত, আমাদের পাপের ঘৃণ্য প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের পাপকে অতি মন্দ হিসাবে দেখতে হবে,পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মানো প্রয়োজন, যেন এটি ব্যভিচার স্বরূপ এবং এটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের পাপের ওজন অনুভব করতে হবে। এটি বিমূর্ত নয়, এটি কেবল অস্পষ্ট নয়। আমাদের প্রতিটি পাপের বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার আমাদের উপর একটি বিশাল পর্বত বা ওজন রূপে। বাইবেল যেমন বলে, আমাদের পাপগুলি আমাদের মাথার উপরে উঠে, যেগুলি আমাদের মাথার চুলের সংখ্যার চেয়েও বেশি। যেমন গীতরচক বলেছেন, গীতসংহিতা ১৩০ এ, "যে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভু, কে দাঁড়াইতে পারিবে? কিন্তু

তোমার কাহে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।”

পাপের মন্দতা ক্রুশের মধ্যেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আমাদের ক্রুশের জন্য গৌরব করা দরকার। আমাদের ক্রুশ সম্পর্কে ভাবতে হবে। আমাদের ক্রুশের উপর ধ্যান করতে হবে। সেখানে আমরা ঈশ্বরের প্রেম এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা উভয়ই দেখতে পাই। পাপ কতটা খারাপ? এখানে আমরা দেখতে পায়, ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক, শাশ্বত পুত্রের অবতার, বাক্য রূপে ঈশ্বর, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কিছু পালন করেছেন। এখানে খ্রীষ্ট এই যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন, তাকে পাপের দণ্ড এবং শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে, তাঁর লকেদের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ তার আত্মায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আর যখন আমরা এটির উপর ধ্যান করি এবং এর বিশদ সম্পর্কে চিন্তা করি, এটি আমাদের পাপের মন্দতা দেখায়। এটি আমাদেরকে দেখায় যে পাপের মহানতা এবং তা আমাদের একজন মহান পরিত্রাতার জন্য আমাদের মহান প্রয়োজনকে দেখায়। প্রতিটি পাপ– এমন অনেক, অনেক, অনেক, অনেক পাপ রয়েছে যা আপনি আপনার জীবনেও জানেন না এবং প্রভুকে তার লোকেদের এবং তার সমস্ত লোকের জন্য, আদম থেকে শুরু করে সমস্ত পাপের জন্য মূল্য দিতে হবে। সময় শেষ। এটি একজন মহান পরিত্রাতার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। একমাত্র একজনই এবং একা তিনিই আমাদেরকে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে মুক্তি দিতে পারেন এবং তাঁর সাথে আমাদের পুনর্মিলন করতে পারেন।

কিন্তু তারপর চতুর্থত, এটা বিশ্বাসীর আনন্দকে শক্তিশালী করে, এখানে পাপের শক্তি থেকে মুক্তির আনন্দ দেখা যায়। ঈশ্বর শিকল ভেঙে দিয়েছেন, তিনি পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন! এ কী আনন্দ! এবং স্বর্গে পরকালে পাপের উপস্থিতি থেকে মুক্তির আনন্দ আমাদের দিয়েছেন! আপনি জানেন, স্বর্গ একটি মহিমান্বিত স্থান, কারণ পাপ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হবে এবং বিশ্বাসী প্রভুর প্রতি পূর্ণ হৃদয়ের ভক্তি এবং ভালবাসা, পবিত্রতার সঙ্গে উপাসনা করবে এবং তাঁর আরাধনা করবে। এখানে এবং পাপের শক্তি থেকে মুক্তি এবং পরবর্তীকালে পাপের উপস্থিতি থেকেও আনন্দ রয়েছে।

এই বক্তৃতায়, আমরা পাপের প্রকৃতি অন্বেষণ করেছি। আমরা সামনের বক্তৃতাগুলিতে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন সম্পর্কে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় সেই বিবেচনা ক্রমাগত করবো। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের মনোযোগ শুরুর দিকে ফিরিয়ে দেব, আদমের প্রথম পাপের দিকে এবং এটি মানব জাতির জন্য চলমান প্রভাব। আমরা মূল/আদি পাপের মতবাদ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি আরও গভীর করার চেষ্টা করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৬

মূল/আদি পাপের শিক্ষাতত্ত্ব

মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বোঝার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে মানুষেরা নিরীহ হয়ে জন্মেছে, বা মানুষ, মূলে বা প্রকৃতপক্ষে ভাল, তাহলে এটি মানবতার সমস্যাগুলিকে কীভাবে দেখে এবং এর কি সমাধান প্রস্তাব করে। কেউ কেউ মনে করেন, শিক্ষা মানবজাতির সমস্যার উত্তর। আপনি যদি মানুষকে পর্যাপ্ত তথ্য বা সঠিক তথ্য প্রদান করেন, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা একই ধরণের জিনিসের অন্যান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করতে পারি। কিন্তু বাইবেল আমাদের একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দেয়। এটি সত্য প্রকাশ করে যে মানবজাতির পতিত অবস্থা আমাদের দেখায় যে লোকেরা পাপী এবং তাদের মরিয়া অবস্থার একমাত্র সমাধান সুসমাচারে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এটি আরও পরিষ্কার করার জন্য, আসুন একটি চিন্তা-উদ্দীপক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। এটি প্রথমে অদ্ভুদ মনে হতে পারে, কিন্তু উত্তরটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। এখানে প্রশ্নটি হল; আমরা কি পাপ করেছি তাই পাপী, নাকি আমরা পাপী তাই পাপ করি? আপনি এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে চিন্তা করার সাথে সাথে, আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রশ্নটি বিষয়টির ক্রমান্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা কি প্রথমে পাপ করি এবং এর ফলে পাপী হয়ে যাই, নাকি প্রথমে আমরা পাপী (আমাদের পাপী প্রকৃতির দরুন) এবং ফলস্বরূপ আমরা পাপ করি? মূল/আদি পাপের বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের শেখায় যে দ্বিতীয়টি সঠিক, যে আমরা একটি পাপী প্রকৃতি বা স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি– আমরা যে পাপগুলি করি– সেই পাপ প্রকৃতি বা স্বভাব থেকে প্রবাহিত হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এই তৃতীয় মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি মানুষের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই বাইবেল মানুষের সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা এবং জগতে পাপের প্রবেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা। এই বক্তৃতায়,আমরা মূল পাপের শিক্ষাটি অন্বেষণ করব এবং এই বক্তৃতাগুলির সময় আমাদের প্যাটার্ন হিসাবে, আমরা শুরু করব; প্রথমত, শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে যা মূল পাপের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে উন্মুক্ত করে দেবে।

মূল পাঠ্যগুলির মধ্যে একটি হল রোমীয় ৫:১২-১৯। আমরা এখানে পুরো অনুচ্ছেদটি পড়ব না, তবে এটি ১২ পদে এই শব্দগুলির সঙ্গে শুরু হয়; "অতএব, যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।" পৌল তারপরে এই কথার অর্থ কী তা ব্যাখ্যা করেন, সবাই পাপ করেছে।" তিনি আদম এবং খ্রীষ্টের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য এবং আদম এবং তার উত্তরসূরির মধ্যে সংযোগ– সমস্ত মানবজাতি– একদিকে এবং খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের– নির্বাচিত– অপর দিকে সংযোগের মাধ্যমে তা করেন। আমরা যা শিখি তা হল আদম এবং তার উত্তরসূরির মধ্যে একটি মিল রয়েছে। আদম মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। পদ ১২ আমাদের বলে যে সকলেই পাপ করেছে এবং পরবর্তী পদগুলি তা ব্যাখ্যা করে এবং তা সমর্থন করে যে এটি একটি দাবী যে আদমের মধ্যে সকলেই পাপ করেছিল। অন্য কথায়, এটি শুধুমাত্র এইরূপ একটি উল্লেখ নয় যে সমস্ত লোক তাদের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে পাপ করে। বরং, এটা নিশ্চিত করে যে সমস্ত মানুষ আদমের প্রথম পাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি আপনার কাছে বাইবেল আছে তবে তাতে এর পরের পদগুলি দেখুন সেই শব্দগুলিতে কীভাবে এটি আরও জোরাল করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। পদ ১৪ তে পৌল নিশ্চিত করেছেন যে মৃত্যু তাদের মধ্যে রাজত্ব করে যারা আদমের মতো পাপ করেনি। আদমের একটি পাপের কারণে মৃত্যু রাজত্ব করেছিল, তার উত্তরসূরির প্রকৃত পাপের জন্য নয়। পদ ১৫ তে আমরা শিখি যে একজনের অপরাধে, অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। পদ ১৬-তে, আমরা দেখতে পাই যে বিচার একজন থেকে দণ্ডাজ্ঞার দিকে যাচ্ছে। পদ ১৭, সেই আদমের-একজনের অপরাধে, মৃত্যু রাজত্ব করেছিল। পদ ১৮ এ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজনের অপরাধের মাধ্যমে, সমস্ত মানুষের উপর বিচার এসেছে নিন্দার

জন্য। আর তারপর পদ ১৯-এ, একজন মানুষ,সেই আদমের অবাধ্যতার মাধ্যমে, অনেককে পাপী সাবস্ত করেছিল। আমরা এই বক্তৃতায় এর প্রভাবগুলি ব্যাখ্যা করব। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই যে বাইবেল শিক্ষা দেয় যে প্রথম মানুষ আদমের প্রথম পাপ সমগ্র মানব জাতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। আদম নিছক নিজের জন্য অভিনয় করছিলেন না, বরং তার সমস্ত উত্তরসূরির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন। এটি আমাদের সামনে মূল পাপের শিক্ষাতত্ত্ব উপস্থাপন করে।

আর তাই, দ্বিতীয়ত, আসুন মূল পাপের কিছু বিবরণ বিবেচনা করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ ৩-এ আমরা পড়ি; "তারা"–অর্থাৎ,আমাদের প্রথম পিতামাতা–"সমস্ত মানবজাতির মূল, এই পাপের দোষ"– প্রথম পাপ–"অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পাপ এবং কলুষিত প্রকৃতিতে একই মৃত্যু তাদের সমস্ত বংশধরদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে যা তাদের থেকে সাধারণ প্রজন্মের দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে।" তাহলে কিভাবে আমরা মূল পাপ সংজ্ঞায়িত করব? এটি সেই পাপ এবং দুর্নীতি যা আদম থেকে সাধারণ প্রজন্মের দ্বারা অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত মানুষের কাছে এসেছে। অগাস্টিন নিম্নলিখিত ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মূল পাপের এই ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমত, আমরা সবাই পাপের অবস্থায় এক। দ্বিতীয়ত, এটি আদমের প্রথম পাপ থেকে উদ্ভূত। তারপর, তৃতীয়ত, পাপের এই চরিত্র আমাদের সমস্ত মূল/প্রকৃত পাপ থেকে উদ্ভুদ। এখন, মনে রাখবেন আমরা দোষ সম্পর্কে আগের বক্তৃতায় কী শিখেছি। যখন আমরা বলি "দোষ", তখন আমরা বস্তুগত অনুভূতির দিকে নয়– একজন ব্যক্তি দোষী অনুভব করে বা দোষী অনুভব করে না– কিন্তু একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা–এটি হল এই ঘোষণা যে, কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে। তারা সীমালঙ্ঘনকারী– ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হয়।

তাহলে প্রশ্ন হল; আদমের প্রথম পাপের অপরাধ কীভাবে তার প্রজন্মের কাছে চলে গেল? আর মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আদমের সঙ্গে তাঁর সমস্ত উত্তরসূরি যারা তাঁর থেকে উৎপন্ন সকলের মধ্যের সম্পর্ক বোঝার জন্য আমাদের বাইবেলের আরোপিত পাপের ধারণাটি বুঝতে হবে– এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরোপিত শব্দটি হল একটি আইনি শব্দ, এর অর্থ হল, "আরোপিত করা," বা, "অন্য কারো খাতায় জমা করা" বা, "হিসেব করা।" এখন, আরোপিত, এই আইনী শব্দটি, শুধুমাত্র মূল পাপ বোঝার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি সুসমাচার বোঝার জন্য অপরিহার্য, কারণ বাইবেল শিক্ষা দেয় যে তিনটি আরোপণ রয়েছে। প্রথমত, এই বক্তৃতায় আমরা যার বিষয়ে এখানে বিবেচনার করিছি– সেই আদমের পাপ আরোপিত হয়েছে তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে। সুতরাং, আদমের পাপ তার বংশধরদের খাতায় জমা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হল, নির্বাচিতদের আরোপিত পাপ খ্রীষ্টের উপরে এসেছে। তাই ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকদের পাপ খ্রীষ্টের উপর গণ্য করা হয়– সেগুলি তাঁর খাতায় জমা হয়। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে গণ্য হয় এবং তিনি তখন, পাপ বহনকারী হিসাবে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। আর তারপরে, তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা নির্বাচিতদের মধ্যে আরোপিত হয়েছে এবং তা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমেই তারা পেয়েছেন, বিশ্বাসেই তারা ধার্মিক গণিত হয়েছে। তাই এখানে, প্রভু যীশুর ব্যাবস্থার আনুগত্য এবং তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থা পালন তাঁর নির্বাচিত লোকদের খাতায় জমা হয়। তারা বিশ্বাসের দ্বারা তা গ্রহণ করে; তারা বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়; তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে ঘোষিত করা হয় এবং ফলস্বরূপ তাঁর সামনে প্রবেশাধিকার এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং এই তিনটি আরোপণ রয়েছে; তাই আমাদের জন্য এই ধারণাটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আরোপণ বা আরোপিত শব্দটি রোমীয় ৪-এ বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে, যখন সুসমাচার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আপনি ধারণাটি দেখতে পাবেন, ২ করিন্থীয় ৫:২১ পদে। যেখানে এটি খ্রীষ্টের কথা বলে, এটি বলে, "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাহাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই।" এটি খ্রীষ্টের উপর পাপ আরোপিত করা এবং খ্রীষ্টের ধার্মিকতা বিশ্বাসীর মধ্যে আরোপিত করার কথা বলছে। আমরা উল্লেখ করেছি যে আরোপিত একটি আইনি শব্দ এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব বোঝার এটি অত্যন্ত বুনিয়াদী এক শব্দ। আমাদের পাপের সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ক– পাপ বহনকারী হিসাবে এবং নির্বাচিতদের সাথে খ্রীষ্টের ধার্মিকতার সম্পর্ক। একই বিষয় আদম এবং তার উত্তরসূরিদের জন্য প্রযোজ্য। আদম মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন এবং নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পাপ এবং তাঁর প্রথম পাপের অপরাধ, তার সমস্ত উত্তরসূরির উপর গণ্য করা হয়। যাতে আমরা আদমের সাথে অপরাধী হিসেবে গণ্য হই। আদম যেমন তাঁর পাপে দোষী ছিল, আমরাও আদমের সাথে দোষী গণ্য হয়েছি। তাই এটি আমাদের সাহায্য করে– আরোপিত পাপের পটভূমির এই ধারণা আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে,

আদমের পাপের দোষ মানব জাতির কাছে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়।

আরেকটি বিষয়, তৃতীয়ত, এর অধীনে, আমরা দেখতে পাই যে আদম তখন একজন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন, যা মানব জাতির উপর তার প্রধানত্বের কথা বলে। সুতরাং আদমের সাথে তাঁর সমস্ত উত্তরসূরির প্রত্যেকে যারা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে তাদের একটি মিল রয়েছে। এই কারণেই ১ করিন্থীয় ১৫:২২ বলে, "কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবন প্রাপ্ত হইবে।" এটি আদমের সাথে ঐক্যের কথা বলে, "যেমন আদমের মধ্যে" এবং এটি বিশ্বাসীদের সাথে বৈপরীত্য। খ্রীষ্টের সাথে মিল, "এমনভাবে খ্রীষ্টে সকলকে জীবিত করা হবে।" পৌল পরে একই অধ্যায়ে, এটি আরও ব্যাখা করেন ৪৫ থেক ৪৯ পদের মধ্যে। তাই, আদম আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আইনী প্রধান হিসাবে কাজ করেছিলেন। অভিশাপের প্রভাব, মৃত্যু সহ, সেই ব্যক্তিদের উপর পড়ে যারা এখনও নিজেরাই পাপ করেনি। আমরা আদমের কথা বলতে পারি,শুধুমাত্র আইনি প্রধান হিসেবে নয়, একজন সাধারণ প্রধান হিসেবেও। তিনিই প্রথম মানুষ এবং আদম এবং হবার মাধ্যমে, আমরা সমস্ত জাতি, গোত্র, জিহ্বা এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত লোকের তাঁর বংশধর। আর আদম থেকে আমাদের শারীরিকভাবে অবতরণ আমাদের একটি কলুষিত প্রকৃতির উত্তরাধিকারের জন্য দায়ী। সুতরাং একদিকে, আমরা আদমের পাপের অপরাধের দোষারোপের কথা বলছি; আমাদের কাছে যারা আদমের বংশধর তারাও তার কাছ থেকে কলুষিত প্রকৃতির উত্তরাধিকারী। তাই, আপনি যখন এই মিল সম্পর্কে চিন্তা করছেন, আদম এবং তার বংশের মধ্যে এই মিল, বা উত্তরসূরির মধ্যে, সেই মিলের প্রকৃতিটি কেবল সমস্ত মানবজাতির উৎস হিসাবে তার প্রতিনিধিত্ব নয়। তাই কিছু লোক আছে যারা মনে করে, ভাল, আপনি আদমের কটিদেশে ছিলেন এবং এটি আরোপিত দোষকে ব্যাখ্যা করে যে আপনি আদমের কটিদেশে আছেন। না, এখানে এটি বলা হচ্ছে তা নয়। কিংবা আদমের মধ্যে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা এটি তার প্রতিনিধিত্ব কথা বলে না। অন্য কথায়, আমরা সবাই আদমের মধ্যে থাকা মানব জাতির একটি অংশ। এটি পৌল যা বলতে চাইছেন সেটি ব্যাখা করে না। বরং, এই মিলের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে আদম একজন প্রতিনিধি প্রধান হিসাবে কাজ করেছিলেন। আদম যা করেছে তা নিজের এবং তাঁর সমস্ত প্রজন্মের জন্য করেছেন।

আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি এবং আমরা আরোপিত পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। আমরা লক্ষ করেছি যে এটি একটি আইনি শব্দ; আমরা দেখেছি কিভাবে এটি খ্রীষ্টে নির্বাচিতদের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আমরা এই আরোপিত পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝার বিষয়ে একটু গভীরে যেতে পারি। কারণ প্রশ্ন হল, এই আরোপিত পাপটি কী মধ্যস্থতা করে নাকি এটি তাৎক্ষণিক? সুতরাং, আমরা এই শব্দ দ্বারা কি বোঝাতে চাই? এই আরোপিত পাপ মধ্যস্থতা করে– অন্য কথায়, এটি বংশগত ভ্রষ্টতার কথা বলে। আর যারা বলবেন যে আরোপিত পাপটি মধ্যস্থতা– "মধ্যস্থতা" মানে, কোন কিছুর মাধ্যমে, এটি অন্য উপায়ে আসে; অন্য কথায়, বংশগত ভ্রষ্টতা হল সেই বাহন যার মাধ্যমে আদমের পাপ আমাদের উপর আরোপিত করা হয়। আমরা যে কলুষিত প্রকৃতির বা চরিত্র উদ্ভব করেছি তা আমাদের দণ্ডের স্থান প্রস্তুত করে, সেটি আসলে আদমের পাপ নয়। আমরা রোমীয়ের পুস্তকে অধ্যায় ৫:১২-১৯ পদগুলিতে যা পাই তার প্রতি এটি সুবিচার করে না, যা মূল/আদি পাপের শিক্ষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ। না, বরং, আমাদের আদমের পাপ– আমাদের উপর আরোপিত করাকে তাৎক্ষনিক রূপে দেখা উচিত– তাই, অন্য কোনো উপায়ে উত্তরসূরির কাছে হস্তান্তর না করা। আদমের প্রথম পাপের গ্লানি তাৎক্ষনিক ভাবে তার সাথে তার উত্তরসূরির সংযোগের উপর আরোপিত করা হয় তাঁর গুণের দ্বারা; রোমীয়ের পুস্তকের আমরা এই বিষয়টি পাই।

এটা আমাদের শিক্ষা দেয় যে আদমের পাপ এবং মৃত্যু যা তার সমস্ত প্রজন্মের জন্য সেই গ্লানির ফলে আসে তা ছিল তাৎক্ষণিক। আর সেই অনুচ্ছেদে, দণ্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য– যে দণ্ড এর ফলে আসে।

তাই এই বিষয়ে চিন্তা করার সময়,সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে হয়তো, আদমের পাপের গ্লানি আরোপিত করার বিষয়টি আমাদের বাইবেল বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাঁর অপরাধ তাঁর উত্তরসূরির উপর আরোপিত হয়, তাহলে ঠিক আছে,তাই সেই অপরাধের শাস্তি এবং দণ্ড, বিচার এবং মৃত্যুও তাঁর সমস্ত উত্তরসূরির জন্য প্রযোজ্য। এটি ব্যাখ্যা করে কেন শিশুরা– যদিও এটি খুবই দুঃখজনক– যে কেন শিশুরা তাদের মায়ের গর্ভে মারা যেতে পারে। তারা কিভাবে মরতে পারে? কারণ মৃত্যু হচ্ছে পাপের ফল। আর এখানে মূল বক্তব্যটি হল, তাদের মৃত্যু হতে পারে, তাদের মৃত্যুর কারণ হল, আদমের সাথে মিলিত হয়ে, তারা নিজের উপর পাপের দোষ আরোপিত করেছে এবং তাই তারা মৃত্যুর অধীন।

এছাড়া আমরাও, পতিত মানবজাতি হিসাবে, একটি কলুষিত প্রকৃতির উত্তরাধিকারী, যারা আদম থেকে নেমে এসেছে। তাই আপনার দোষ আছে এবং সেইসঙ্গে এই কলুষিত স্বভাব আছে; আর আমাদের প্রকৃত সীমালঙ্ঘন, অন্য কথায়, আমরা নিজেরাই যে পাপ করি তা সেই মূল দুর্নীতি (কলুষতা) থেকে বেরিয়ে আসে। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ ৪, এটিকে কীভাবে রাখে তা শুনুন। এটি বলে, "এই মূল দুর্নীতি থেকে, যার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছল, অক্ষম এবং সমস্ত ভালোর বিপরীত এবং সমস্ত মন্দের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ি, সমস্ত প্রকৃত সীমালঙ্ঘনকে এগিয়ে নিয়ে যাই।" সুতরাং, আমরা শুরুতে জিজ্ঞাসা করা সেই প্রশ্নটিতে ফিরে যেতে পারি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা পাপ করি কারণ আমরা পাপী। আমরা একটি পাপ প্রকৃতির সাথে শুরু করি এবং আমাদের প্রকৃত পাপগুলি সেই পাপপূর্ণ দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিতর্কিতভাবে চিন্তা করতে হবে এবং মূল পাপের সাথে সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে। মণ্ডলীর আদি থেকেই এই শিক্ষাতত্ত্বকে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি বক্তৃতার আগের দিকে চতুর্থ শতাব্দীর একজন ঈশতাত্ত্বিক ব্যাক্তি অগাস্টিনের কথা উল্লেখ করেছিলাম, আর পেলাজিয়াস নামে একজনের সঙ্গে তাঁর বর বিরোধ ছিল। আর পেলাজিয়ানিজম, তিনি যে চিন্তার পদ্ধতিটি শিখিয়েছিলেন, তাতে এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল যে সমস্ত মানুষ আদমের মতো নির্দোষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং তারা খারাপ উদাহরণের মাধ্যমে পাপ করতে শেখে। আপনি অবিলম্বে দেখতে পাচ্ছেন, যে শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তার সম্মুখে এই শিক্ষাটি দাঁড়াতে পারে না। অগাস্টিন এই শিক্ষার মুখোমুখি হন। তিনি শাস্ত্র থেকে এটি খণ্ডন করেছেন,কিছু অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে যার মধ্যে আমরা কিছু উল্লেখ করেছি। নির্দোষ অবস্থায় জন্ম নেওয়ার এই ধারণা, একটি ফাঁকা স্লেটের মতো যা বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরোধী। দায়ুদ অনুশোচনার সেই গানে যা আমরা গীতসংহিতা ৫১ এ পাই; তা বলে যে তাঁর মা তাকে পাপে গর্ভধারণ করেছিলেন। সুতরাং, তিনি তাঁর অস্তিত্বের সূচনা থেকেই স্বীকার করছেন যে তিনি পাপী ছিলেন,তাঁর একটি পাপী প্রকৃতি ছিল। তাই আমাদের সেই পুরনো ধর্মদ্রোহিতা থেকে সাবধান থাকতে হবে যা পেলাজিয়ানিজমের কুৎসিত মাথা আবার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে উত্থাপন করে।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু লোক আছে যারা মূল পাপের মতবাদ শুনে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া হল, "এটা ঠিক নয়!" লোকেরা আপত্তি করে, "এটা ঠিক মনে হচ্ছে না। আদম যা করেছে তার জন্য আমরা দায়ী। আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আদম যা করেছে তার জন্য আমরা দোষী।" আর আপনি আপত্তির সমর্থন করতে পারেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একজন ব্যক্তি কী ভাবছে এবং কেন তারা সেরকম অনুভব করবে। কিন্তু আমাদের এখানে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমরা যদি এই ভিত্তিতে মূল পাপের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করি– যে এটি অন্যায্য, সেই সময় আপনি অন্য কিছুর নিষ্পত্তি করছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আপত্তিটি দুটি উপায়ে ভুল দিকে পরিচালনাকর; উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আরোপিত পাপের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে যা শিখেছি তা ধরুন। আপনি যদি এই ধারণাটি পছন্দ না করেন যে আদমের পাপ তাঁর লোকেদের উপর আরোপিত হয়, তাহলে আপনাকে খ্রীষ্টে যা কিছু করেছেন সেই সমস্ত কিছু প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ঠিক? এই শর্তে, ঈশ্বরের লোকেদের পাপগুলি খ্রীষ্টের খাতায় জমা দেওয়া হবে এবং তাকে সেগুলির জন্য জরিমানা এবং শাস্তি দিতে হবে; এটা ঠিক নয়। খ্রীষ্টের নিখুঁত ধার্মিকতা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর লোকেদের উপর আরোপিত করা হয় এবং তারা ন্যায্য এবং ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য হয়; এটিও ন্যায্য নয়। আপনি আমার মূল বিষয়টি দেখুন। এখানে আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এটি একদিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কোনওভাবে অন্য দিকের সুবিধা নিতে পারি না, না, এই জিনিসগুলি একসাথে রাখতে হবে। আসল কথা হল, ঈশ্বর আমাদের যদি ন্যায্যতা দেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, তিনি ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময়। তিনি ন্যায্য এবং খ্রীষ্টের কাজের মাধ্যমে অধার্মিকদের ন্যায়বিচারক এবং তিনি করুণা প্রসারিত করেন যেখানে এটি আমাদের পক্ষ থেকে অযাচিত– অযোগ্য। প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করেন। শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আর এর অর্থ খ্রীষ্ট যা করেছেন শুধুমাত্র সেই সুসংবাদই নয়,আদমের সাথে আমাদের মিলনের খারাপ সংবাদও গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় আপত্তির সাথে ফরমান শিক্ষাতত্ত্ব সংযুক্ত যেটি সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী কোর্সে বিবেচনা করেছি। আপনি জানেন, কেন ঈশ্বর আদমকে পাপ করতে দিলেন? ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি একই অধ্যায়, অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ ১-এ এটি গ্রহণ করে, এটি বলে: "আমাদের প্রথম পিতামাতা, শয়তানের সূক্ষ্মতা এবং প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য পাপ করেছিলেন। তাদের এই পাপ ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর বিজ্ঞ এবং পবিত্র পরামর্শ অনুসারে, অনুমতি দেওয়ার জন্য, তাঁর নিজের মহিমাতে এটি করার উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন।" আমরা

সসীম প্রাণী যারা খুব কম দেখি এবং জানি। ঈশ্বর অসীম মহিমাময় ঈশ্বর। আর সেই অসীম জ্ঞান এবং শক্তি এবং মঙ্গলময়তায়, ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন যে পতন ঘটবে, আদমের প্রথম পাপ ঘটবে, যাতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যগুলিতে, তাঁর নিজের গৌরবের জন্য,তাঁর নিজের গৌরবকে বড় করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আর আমাদের প্রভুর সামনে নিজেকে বিনীত করতে হবে এবং আমাদের মুখের উপর আমাদের হাত রাখতে হবে, আর বলতে হবে, "ঈশ্বরের গৌরব হোক এবং তাঁর জ্ঞানী নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত মহিমা হোক।"

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরি। প্রথমত, আমরা মানুষের অবস্থার হতাশাকে ছোট করতে পারি না। সুতরাং, বিশ্বাসী হিসাবে,আমাদের মানুষের অন্তর্নিহিত মঙ্গল এবং নৈতিক বিশুদ্ধতার সমস্ত পৌত্তলিক ধারণাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। মানুষ ভাবতে চায় যে মানুষ সাধারণত ভালো; আমরা যদি তাদের আরও তথ্য দিই এবং তাদের শিক্ষিত করি, আমরা বিশ্বকে একটি বিস্ময়কর জায়গায় পরিণত করতে পারি। বিশ্বাসীরা সরাসরি এটি প্রত্যাখ্যান করে। মানুষ তার পতিত অবস্থায় এবং তার অন্তর্নিহিত পাপপূর্ণতা সম্পর্কে কতটা মরিয়া, সেই সম্বন্ধে বাইবেল যা বলে কোন কিছুই তাঁর বিরোধিতা করতে পারে না। এটি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

আমাদের আরও দেখতে হবে যে পাপ হল সমস্ত সমস্যার মূল। সুতরাং লোকেরা সামাজিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধ,গার্হস্থ্য সহিংসতা সম্পর্কে কথা বলবে, আর মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সংগ্রাম রয়েছে,আর পরিবারে এবং সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। সমস্যা কি তা বিবেচ্য নয়। আমি বলতে চাইছি, আপনি মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমস্ত বৈচিত্র্য দেখতে পারেন। এগুলি সবই পাপের মূল সমস্যায় ফিরে পাওয়া যেতে পারে। এটি বিশ্বাসীকে জ্ঞানের একটি পরিমাপ দেয়, যাতে ঈশ্বর সেগুলি যেভাবে দেখেন তারাও সেগুলি সেই ঠিকভাবে দেখতে সক্ষম হয়। ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, জাতিগুলির মধ্যে সমস্যা ইত্যাদির জন্য বিশ্ব যে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে তার মধ্যে বিশ্বাসীরা এত সহজে প্রতারিত হবেন না। বিশ্বাসীরা স্বীকার করে যে কিছু অনুপস্থিত আছে,এটিকে মূল সমস্যায় নামিয়ে আনতে হবে, আসলে,মিশনারিদের পাঠানোর মাধ্যমে জাতিগুলির সমস্যাগুলি সবচেয়ে ভাল সমাধান করা হয় এবং মিশনারিরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করে এবং লোকেদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা এবং একটি নতুন হৃদয় প্রাপ্ত হওয়া এবং তারপর আত্মা তাদের মধ্যে বসবাস করতে আসেন এবং তাদের অনুগ্রহে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে তাঁরা বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়; এবং এই সেই উপায় যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়।

এটি, অবশ্যই, শেষ পর্যন্ত, খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা যা সুসমাচারে ঘোষণা করা হয়েছে সেটিকে তুলে ধরে। আদমের মধ্যে থাকার পটভূমি খ্রীষ্টের মধ্যে থাকার গৌরবকে উচ্চারণ করে। এটা দেখায় যে আমরা কতটা মরিয়া, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের দ্বারা, পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে একত্রিত হতে হবে।এটি তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দ্বারা– মুক্তি এবং অনুগ্রহের অন্যান্য সমস্ত সুবিধা এবং আশীর্বাদ আমাদের কাছে প্রবাহিত হয়। সেগুলি খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রবাহিত হয়,যিনি আমাদের মস্তক,যিনি তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ,আমরা তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাঁর সমস্ত প্রাধান্য রয়েছে, কারণ তাঁর কাছ থেকে আমরা সমস্ত সুবিধা এবং আশীর্বাদ পাই। আর তাই এটি আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে তোলে যা সুসমাচারে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই বক্তৃতায়, আমরা মূল পাপের শিক্ষাতত্ত্বটি অন্বেষণ করেছি এবং আমরা শিখেছি যে সমগ্র মানব জাতির সমস্যাটি আদম এবং তার প্রথম পাপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া উচিত। পরবর্তী বক্তৃতায়,আমরা অতীত, সময়ের শুরু থেকে বর্তমানের দিকে আমাদের মনোযোগ ফিরিয়ে দেব। আর আমরা আরও সম্পূর্ণরূপে মানুষের পতিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্বের একটি ব্যখ্যানের অন্বেষণ করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৭

সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্ব

"সুসমাচার" শব্দের অর্থ, সু-সংবাদ। কিন্তু সুসমাচারের খবর ঠিক কতটা ভালো? পরিত্রাণের আশ্চর্যজনক বার্তা বোঝার জন্য, আপনাকে প্রথমে কিছু জানতে হবে কেন পাপীদের পরিত্রাণের প্রয়োজন। অন্য কথায়, আপনি ভাল খবর মূল্য বুঝতে প্রথমে খারাপ খবরটি জানতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চিন্তা করুন যে আপনি নিয়মিত চেক আপের জন্য ডাক্তারের কাছে গেছেন এবং ডাক্তার আপনাকে একটি নতুন চিকিৎসা পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন যা তারা তৈরি করেছে যা মানুষের জীবন বাঁচাতে বিস্ময়কর ফলাফল দিয়েছে। আপনি মনে করতে পারেন যে এটি আকর্ষণীয়। কিন্তু এটা আপনার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। কিন্তু আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যান এবং তারা বিভিন্ন পরীক্ষার চালায় এবং তিনি আপনার কাছে ফিরে আসেন এবং বলেন, "আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনার অবস্থা অতন্ত্য মারাত্মক রয়েছে এবং আপনি গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন। যাইহোক, আমরা একটি নতুন প্রোটোকল তৈরি করেছি এবং একটি চিকিৎসা পরিকল্পনা রয়েছে যা অত্যন্ত সফল হয়েছে এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে আমাদের ভাল ফলাফল রয়েছে।" এখন এটি শুনে আপনি আনন্দিত হবেন এবং আপনি ভাববেন, এটি কতটা চমৎকার– এই উন্নয়ন, কারণ আপনি নিজের মূল্য দেখতে পাচ্ছেন। ডাক্তার যে খারাপ খবর নিয়ে আসেন তা আসলে পরবর্তী সুসংবাদটিকে আরও শক্তিশালী করে। আর আমরা একই ধরনের জিনিসের অন্যান্য দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আপনি যদি সাগরে সাঁতার কাটছেন এবং সবকিছু ঠিক আছে, আর কেউ আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, তাহলে আপনি ভাবতে পারেন যে এটি কিছুটা বিরক্তিকর। কিন্তু আপনি যদি ডুবে যাচ্ছেন এবং কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে বাঁচায় এবং আপনাকে উদ্ধার করে আর আসলে আপনার জীবন বাঁচায়, তাহলে আপনি এর জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবেন। আর এটিই স্বাভাবিক মানুষের সাথে ঘটে। সুসমাচারের সুসংবাদের প্রশংসা করার জন্য খারাপ সংবাদের সাথে একটু পরিচিতি থাকতে হবে। কিন্তু পাপী মানুষদের সমস্যা হল যে তারা বুঝতে পারে না যে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কিত খারাপ সংবাদ তাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসংবাদ তাদের ধারণার চেয়ে অনেক ভাল। এই দুটি জিনিস একসাথে যায়। আমাদের নিজেদেরকে সেইভাবে দেখতে হবে যেভাবে ঈশ্বর আমাদের দেখেন এবং যেমন ভাবে তিনি বাইবেলে আমাদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। একটি সাদা ভেড়ার কথা ভাবুন। আপনি যদি এটিকে দূর থেকে দেখেন এবং এটি যদি একটি পাহাড়ের পাশে সবুজ চারণভূমির সাথে দাঁড়িয়ে থাকে,তবে আপনি এটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারেন, বাহ, এটি একটি অতন্ত্য সাদা ভেড়া। কিন্তু যদি সেই চারণভূমিতে তুষার পড়ে এবং এখন আপনি একটি তুষার কম্বলের পটভূমিতে ভেড়ার দিকে তাকাচ্ছেন, এটি দেখতে বরং নোংরা মনে হতে পারে, এটি দেখতে একেবারেই সাদা নাও হতে পারে– এটি দেখতে বাদামী বা অন্য কিছু হতে পারে। সেই শুভ্রতা ভেড়ার মলিনতা প্রকাশ করে। শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে পাপ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক মানুষকে প্রভাবিত করে এবং অক্ষম করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষের শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি উৎসর্গীকৃত– যাকে আমরা নৃতত্ত্ব বলি। আর এর উদ্দেশ্য হল মানুষের সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। আমরা মানুষের উভয়ই পতনের আগে এবং পতনের পরেও মানুষ-এর অবস্থার বিষয়ে দেখেছি এবং বুঝতে চাইছি যে আমরা মানুষ সম্বন্ধে কি বুঝতে পারি। এই বক্তৃতায়, আমরা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্বটি অন্বেষণ করব।

সর্বপ্রথম, আমরা শুরু করব,আমাদের প্যাটার্নের মতো,বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্বটি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করব। আমি আদিপুস্তক অধ্যায়-এর দিকে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। আপনি এর প্রেক্ষাপটটি মনে রাখবেন– এটি বন্যার আগে নোহের দিন,আর আদমের সময় থেকে মধ্যবর্তী বছরগুলিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আর একটি আধ্যাত্মিক অধঃপতন হয়েছে। মানুষকে তাদের স্বভাবগত লালসা এবং ভোগ-বিলাসের পিছনে ছুটতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাপাচারের প্রসার

ঘটতে শুরু করেছে। এটাই প্রসঙ্গ যে কারণে ঈশ্বর নোহের কাছে আসেন, যিনি ধার্মিকতার প্রচারক এবং তাঁকে একটি জাহাজ প্রস্তুত করতে বলেন, কারণ প্রভু আসবেন এবং পৃথিবীকে তার সমস্ত দুষ্টতার সাথে ধ্বংস করবেন। সেই প্রসঙ্গেই আমরা আদিপুস্তক ৬:৫ পদে আসি এবং সেখানে আমরা এই শব্দগুলি পড়ি; "আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বর এবং তাহার অন্তঃকরনের চিন্তার সমস্ত কল্পনানিরন্তর কেবল মন্দ।" এই কয়েক শব্দের মধ্যে একটি মহান চুক্তির সমষ্টি রয়েছে। আসুন এর মধ্যে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু চিন্তা করা যাক।

প্রথমত, আমরা পাপের তীব্রতা সম্পর্কে কিছু দেখি। "মানুষের দুষ্টতা অতি বৃহৎ ছিল"– তাই "বৃহৎ" শব্দটি লক্ষ্য করুন। এটা ছিল সারগর্ভ-এটা এমন কিছু যা ব্যাপক ছিল– মানুষের পাপের তীব্রতার প্রকৃতি। কিন্তু তারপর, দ্বিতীয়ত, আমরা পাপের সামগ্রিকতাও দেখতে পাই। তিনি বলেন যে তার দুষ্টতা বৃহৎ ছিল এবং তিনি "তার হৃদয়ের চিন্তার প্রতিটি কল্পনা"– প্রতিটি কল্পনার ছিল মন্দ। তাই এখানে বা ওখানে একটু সামান্য পাপের বিষয় নয় বা এটি কোন আঘাত করা এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া নয়। কিন্তু বরং, এটি তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে সেই সকলকে প্রভাবিত করেছে– প্রতিটি চিন্তাই পাপ দ্বারা কলঙ্কিত। তৃতীয়ত, আমরা পাপের অন্তর্নিহিততা দেখতে পাই, কারণ এটি বলে "তার হৃদয়ের চিন্তার কল্পনা।" সুতরাং এটা শুধু বাহ্যিক কর্ম নয়, আপনি জানেন, তিনি খারাপ কাজ করছেন বা খারাপ কথা বলছেন, কিন্তু তার হৃদয়ের চিন্তাই পাপে পরিপূর্ণ। চতুর্থত, আপনি লক্ষ্য করবেন যে পাপ একচেটিয়া। তিনি বলেন যে এটি "শুধুমাত্র মন্দ"। সুতরাং এটি আংশিকভাবে মন্দ নয়, তবে সম্পূর্ণ মন্দ। তার সমস্ত চিন্তা পাপ, সমস্তই মন্দ দিয়ে কলঙ্কিত। আপনি আরও দেখুন যে, পঞ্চমত, পাপ অভ্যাসগত। "তাঁর হৃদয়ের চিন্তার কল্পনা ক্রমাগত খারাপ ছিল।" "নিরন্তর" শব্দটি লক্ষ্য করুন। এটি ছিল মানুষের চরিত্রের অভ্যাসগত বর্ণনা। তারপর, ষষ্ঠত, আমরা দেখতে পাই যে পাপ জন্মগত। এটি "মানুষের দুষ্টতা" সম্পর্কে কথা বলে, এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলে যার সঙ্গেই সে সৃষ্টি হয়নি,তবে এমন কিছু যা তার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এটি দুষ্টতা যা তার ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করে।

আদিপুস্তক ৬:৫ পদ সম্পর্কে চিন্তা করার দ্বারা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খারাপ সংবাদটি প্রতিটি মনপরিবর্তিত হীন পাপীর জন্য সত্যিই খারাপ। এটির বিষয়ে সতর্ক না হলে, এটি প্রভুর ক্রোধের একটি মহান প্ররোচনা হিসাবে উত্থাপিত হয়, যা কেবলমাত্র সাময়িক বিচারই নয়– যেমনটি বন্যা প্রেরণের দ্বারা নোহের দিনে হয়েছিল, তবে নরকে অনন্ত শাস্তি দ্বারা প্রকাশিত। আর এটি জোর দেয় যে পাপীদের একজন ত্রাণকর্তার নিদারুণ প্রয়োজন। জাহাজের চিত্র হল খ্রীষ্টের চিত্র এবং লোকেদের জাহাজে নিয়ে যাওয়ার দ্বারা– ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাই আদিপুস্তক ৬:৫ পদ আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্বটি উন্মুক্ত করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয়ত, আসুন সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা সংক্রান্ত কিছু শিক্ষাতত্ত্বের বিবরণ বিবেচনা করি। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, প্রথমত, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের দিকে। অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ ৪, এটি এটি বলে; "মানুষ,তার পাপের অবস্থায় পড়ে, যে কোনও আধ্যাত্মিক ভাল পরিত্রাণের সহকারী ইচ্ছার সমস্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে; তাই একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে,সেই ভাল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ এবং পাপে মৃত,নিজের শক্তিতে নিজেকে পরিবর্তন করতে বা এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয় না।" এটি সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার মতবাদকে বর্ণনা করে।

আমরা কিভাবে শব্দ সংজ্ঞায়িত করতে পারি "সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা"? এই "সম্পূর্ণ" শব্দটি একটু বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তাই দেখা যাক আমরা কিছু স্পষ্টতা নিয়ে আসতে পারি কিনা। "সম্পূর্ণ" এর অর্থ এই নয় যে মানুষ যতটা দুষ্ট সে হতে পারে। সম্পূর্ণ মানে মানুষের প্রকৃতির প্রতিটি দিকই পাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়– তার ব্যক্তির সামগ্রিকতা। আর তাই, এটি এমন কিছুর বর্ণনামূলক যা উল্লম্ব (vertical) না হয়ে অনুভূমিক (horizontal)। এটি তার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি যতটা দুষ্ট হতে পারেন, যেন তার পক্ষে আরও দুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। মানুষের দুর্নীতি ব্যাপক, কিন্তু তীব্র নয়। অবিশ্বাসী সম্পূর্ণ কিন্তু চূড়ান্তরূপে ভ্রষ্ট নয়। সুতরাং এটি আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা বলতে আমরা কী বুঝি তা বুঝতে সহায়তা করবে।

বাইবেল স্পষ্ট করে যে মানুষের প্রতিটি অংশ– মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ– পাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। শাস্ত্র কি বলে আমার সাথে তা চিন্তা করুন। সর্বপ্রথম, তার মন এবং তার বোধের বিষয়ে– যা বিকৃত, যা পাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইফিষীয় ৪:১৭-১৮ পদ বলে, "অতএব আমি এই বলিতেছি, ও প্রভুতে আদেশ করিতেছি, তোমরা আর পজাতিয়দের ন্যায় চলিও না; তাহারা আপন আপন মনের আসার ভাবে চলে; তাহারা চিত্তে অন্ধীভূত,

ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে, আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদয়ের কথিনতা প্রযুক্ত হইয়াছে। "এটি বুঝলাম, তবে পৌল আপনি বলুন যে এই অন্যান্য অইহুদীরা কীভাবে চলে? কিভাবে মনপরিবর্তন হীন ব্যাক্তিরা গমনাগমন করে?" তিনি বলেছেন, "তাদের মনের অসারতায়, বোধগম্যতা অন্ধকার হয়ে গেছে, তাদের অন্তরের অন্ধত্বের কারণে তাদের মধ্যে থাকা অজ্ঞতার দ্বারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।" সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষের পাপ এবং হীনতা তার মন এবং তার বোধগম্যতার উপর প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয়ত, এটি তারা যা পছন্দ করে বা ভালবাসে সেটিকেও প্রভাবিত করে– মানুষেরা কীসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কী তাদের উত্তেজিত করে,যা তারা বাঞ্ছা করে। ১ যোহন ২:১৫-১৬ পদে, আমাদের বলা হয়েছে, "তোমারা জগতকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকল প্রেম করিও না। কেহ যদি জগতকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, অক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্প, এই সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগত হইতে হইয়াছে।"

এটাও প্রভাবিত করে– তার সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা তার বিবেককে প্রভাবিত করে। তার বিবেক সেই প্রতিনিধি, আত্মার মধ্যে যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। আমরা আগের বক্তৃতায় এটি সম্পর্কে শিখেছি। তিত ১:১৫ পদে, আমাদের বলা হয়েছে, "শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি; কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শিছু নয়, বরং তাহাদের মন ও সংবেদ উভয়ই কলুষিত হইয়া পরিয়াছে।" সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা একটি কলুষিত বিবেক উৎপন্ন করে।

এর পরে, আমরা দেখতে পাই যে মানুষের ইচ্ছাও ভ্রষ্ট হয়ে গেছে– তাই সে কী করে এবং কীভাবে সে তার ইচ্ছাকে ব্যবহার করে, সে যে জিনিসগুলি অনুসরণ করে,সকলই ভ্রষ্টতা। যীশু বলেছেন, যোহন ৮:৪৩-৪৪ পদে, "তোমরা কেন আমার কথা বুঝ না? কারণ এই যে, আমরা বাক্য শুনিতে পার না। তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তয়ামদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলেতখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যবাদী ও তাহার পিতা।" এখানে ইচ্ছা আছে– মানুষের কী করবে। তারা তাদের পিতা শয়তানের লালসা করবে। ইচ্ছাশক্তিও ভ্রষ্ট হয়েছে।

ঠিক আছে, পরবর্তীতে, এই সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা যা মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে প্রভাবিত করে, ফলে সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সৃষ্টি হয় যা প্রভুকে খুশি করতে পারে না। তাই প্রভুকে খুশি করতে তার সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার সঙ্গে সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা ইচ্ছার স্বাধীনতার বক্তৃতায় একটি এই বিষয়ের উল্লেখ দেখেছি। আপনি মনে রাখবেন,রোমীয় ৩-এ,ধার্মিক কেহ নাই,এক জনও নাই; ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এমন কেহ নাই, ভাল কাজ করে এমন কেহ নাই।

বাইবেল এই সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার কিছু গ্রাফিক বর্ণনা প্রদান করে। সুতরাং আসুন মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে চিন্তা করি। এটা কিভাবে বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে? প্রথমত,মানুষকে পাপের দাস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এটা এমন নয় যে সে যখন ইচ্ছা পাপ গ্রহণ করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা পাপ ত্যাগ করতে পারে এবং সে যখন ইচ্ছা পাপের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। না, সে একজন দাস– সে বন্দী, সে পাপের ক্ষমতার অধীনে রয়েছে, সে পাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার, যোহন ৮:৩৪ "যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপচরণ করে, সে পাপের দাস।" তাই তারা পাপের দাসত্বে আছে।

দ্বিতীয়ত, তার অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মানুষ শুধু অসুস্থ নয়, শুধু দুর্বল নয়,শুধু পঙ্গু নয়– সে আসলে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। ইফিষীয় ২:১ পদে, একজন বিশ্বাসী সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তিনি বলেছেন, "আর যখন তোমরা আপন আপন আপরাধে ও পাপে মৃত ছিল, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন।" তারা এখন আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। তাদের শারীরিক জীবন থাকতে পারে– তারা দেখতে পারে, শুনতে পারে, হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, খেতে পারে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু তাদের আত্মা ঈশ্বরের বিষয়গুলির সম্মুখে মৃত-তারা সত্য দেখতে পায় না, বা সত্য শুনতে পায় না, অথবা সত্য প্রেমে সাড়া, বা সত্য কাজ করে না। সেই একই অধ্যায়ে, ৫ পদে একই জিনিসকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। তাই তারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।

মানুষের অক্ষমতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল সে অন্ধ। ইফিষীয় ৪:১৮ পদ বলে, "তাহারা চিত্তে অন্ধিভূত, ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে, আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হিদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত হইয়াছে।" এটা শুধু এমন নয় যে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তার চশমার সমতুল্য কিছু দরকার, যেমন আমি পড়েছি, বরং তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি

সত্যকে মোটেও দেখতে পারেন না, তিনি দেখতে অক্ষম যে আধ্যাত্মিকভাবে প্রভুকে খুশি করা হয়। আর তাই, আপনি এখানে মানুষের অক্ষমতার একটি ছবি পেতে শুরু করেছেন। মৃত মানুষ কি করতে পারে? তারা কিছুই করতে পারে না। অন্ধ মানুষ কি দেখতে পারে? তারা কিছুই দেখতে পারে না।

চতুর্থত, এটি আমাদের এই সত্যে নিয়ে আসে যে মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা তাকে শক্তিহীন বলে বর্ণনা করে। তিনি শক্তিহীন,তার কোন শক্তি নেই– তার যা করা উচিত তা করার শক্তি নেই। যীশু বলেছেন, যোহন ৬:৪৪ পদে, "পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার কাছে আসিতে আপ্রে না, আর আমি তাঁহাকে শেষ দিনে উঠাইব।" আপনি ১ করিন্থীয় ৪:৭ পদে অনুরূপ কিছু দেখতে পাই, আমাদের কী আছে যা আমরা পাইনি; অথবা যোহন ১৫:৫ বলে, যে খ্রীষ্ট ছাড়া, আমরা কিছুই করতে পারি না। মানুষ প্রভুর সন্তুষ্টিকর কাজ করতে ক্ষমতাহীন।

এর পরে, এটি আমাদের সেই সত্যে নিয়ে আসে যে মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতা এবং এটি তার ক্ষমতাহীনতা দ্বারা বর্ণীত হয়েছে। প্রথম করিন্থীয় ২:১৪ বলে, "কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মুর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।" সে তাদের চিনতে পারে না; সে তাদের সম্পর্কে অজ্ঞ।

আর তাই, এই সবই মানুষের অক্ষমতার বর্ণনামূলক, যা তার সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার অংশ। স্বাভাবিক মানুষ মুক্ত নয়, সে শুধু অসুস্থ নয়, সে শুধু ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন নয়, সে কেবল দুর্বল নয়,সে কিছুটা জ্ঞানীও নন। না, সে এই সমস্ত জিনিসের বিপরীত। এই সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা এবং সম্পূর্ণ অক্ষমতা পাপের মতোই সর্বজনীন, যার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত– এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ষার অনুগ্রহ বিহীন৷ রোমীয় ৩:১০ এর সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। সুতরাং এটি আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা সম্পর্কিত শিক্ষাতত্ত্বের সত্যগুলি বোঝার সম্পর্কে সহায়তা করে।

কিন্তু তারপরে, তৃতীয়ত, আমাদের এটিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচনা করা উচিত– আমাদের কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে যা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে প্রথম যে বিষয়টি মাঝে মাঝে উত্থাপিত হয় তা হল; লোকেরা এই শিক্ষাটি শুনবে এবং তারা বলবে, "সমস্ত মানুষ সমানভাবে দুষ্ট বলে মনে হয় না।" আমরা বলছি যে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট, কিন্তু তারা সমানভাবে দুষ্ট বলে মনে হয় না। কিছু কুখ্যাত অপরাধী আছে এবং আরও কিছু লোক আছে যারা বরং চুপচাপ থাকে এবং যা কিছু নগণ্য পাপাচারের মতো মনে হয় তা করে। এটি এখানে সহায়ক হতে পারে যদি আমরা পাপের পাপপূর্ণতা এবং পাপের জঘন্যতার মাত্রার মধ্যে ঈশতাত্ত্বিকভাবে পার্থক্য করি। তাই পাপের ঘৃণ্যতা– এটি এমন কিছু যা পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলে এবং এটি প্রতিটি পাপ এবং প্রতিটি ব্যক্তির সাথে একই রকম। কিন্তু তা পাপের জঘন্যতার মাত্রা বর্ণনা করা থেকে ভিন্ন। কিছু পাপ বেশি জঘন্য, কিছু পাপ কম জঘন্য। সুতরাং উদাহারণস্বরূপ দশটি আদেশের যে কোনো একটি নিন– ষষ্ঠ আদেশটি নিন। আমরা জানি যে যীশু মথি ৫-এ বলেছেন, তুমি যদি তোমার ভাইকে ঘৃণা কর, যদি তুমি তাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বল, তুমি আপনার হৃদয়ে তাদের হত্যা করার জন্য দোষী। কিন্তু একজন ব্যক্তির সম্পর্কে তিক্ত বা রাগান্বিত কিছু ভাবা আসলে তা তার কাছে প্রকাশ করার চেয়ে কম জঘন্য। তাদের কাছে এটি বলা আসলে তাদের শারীরিকভাবে সেটি করার অথবা তাদের আঘাত করার চেয়ে কম জঘন্য। কিন্তু তাদের আঘাত করা আসলে তাদের হত্যার চেয়েও কম জঘন্য হবে। সুতরাং এই প্রতিটি ক্ষেত্রে, পাপের পাপী ভাব একই,তারা প্রভুর কাছে সমান পাপী, কিন্তু জঘন্যতার বা তীব্রতার মাত্রা ভিন্ন। তাই, যখন লোকেরা বলে, "সব মানুষ সমানভাবে দুষ্ট বলে মনে হয় না," তারা হয়তো বলছে,যে কেউ কেউ পাপের কাজ করছে তাতে আরও বেশি জঘন্যতা দেখায়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করে না, যা প্রভুর সামনে মানুষের পাপ এবং অক্ষমতা সম্পর্কে প্রকাশ করছে। তারা সবাই আপাদ-মস্তক সমানভাবে পাপপূর্ণ সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার অবস্থায় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি আপত্তি যেটি উত্থাপিত হয় তা হল; পাপী মানুষদের তথাকথিত ভাল কাজগুলি সম্পর্কে কী বলেন? একজন ব্যক্তি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করে, অথবা তারা ক্ষুধার্ত কাউকে খাবার দেয়, অথবা তারা উৎসাহের মাধ্যমে কাউকে একটি সুন্দর কথা বলে। "আপনি হয়ত বলবেন, ভাল, দেখুন, কিছু ভাল আছে– তাদের মধ্যে কিছু ভাল আছে।" ঠিক, এটাকেই ঈশতত্ত্ববিদরা কখনও কখনও "সামাজিক ভালো" বলে থাকেন। এই সামাজিক ভাল কাজ ভাল দেখায়, কিন্তু এটি হৃদয় থেকে ভ্রষ্টতা অপসারণ না করে তা আটকে রাখে। এমনকি সামাজিক কল্যাণের এই কাজগুলিকেও পাপ হিসাবে গণ্য করা হয়, যখন এগুলি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের

প্রসঙ্গে দেখা হয়। তাই যে মনপরিবর্তিতহীন ব্যক্তিটি আমরা যা সামাজিক ভালো কাজে জড়িত, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে এখনও পাপী বলে মনে করা হয়, কারণ এটি অশুদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করা হয় না। তাই তারা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এটা হতে পারে কারণ এটি তাদের ভালো বোধ করাই অথবা এটি তাদের অন্য লোকেদের সামনে তাদের নিজস্ব উত্তমতার অনুভূতি দেয়, অথবা তাদের এর পেছেন এই সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে থাকতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য, তারা ঈশ্বরের মহিমার জন্য এটি করছে না এবং সেইজন্য, এমনকি তাদের সামাজিক ভালো কাজ, সেই কর্মগুলি এখনও পাপপূর্ণ। এই কারণেই ভাববাদী যিশাইয় বলতে পারেন, ঈশ্বরের সামনে "তোমার ধার্মিকতা নোংরা ন্যাকড়ার মতো;" তাঁর সামনে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে, তাঁর কাছে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং প্রভুর সাথে মিলনের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত কিছু– ভাল কাজ প্রভুর সামনে নোংরা ন্যাকড়ার মত।

তৃতীয়ত, লোকেরা আপত্তি করবে, "যদি এটা সত্য হয় যে, মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতা আছে, যদি সে ভালো কাজ করতে না পারে, তাহলে ভালো করার দায়িত্বভারও তার উপরে নেই। যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে সে দায়ীও নয়।" এটি একটি সাধারণ আপত্তি। কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেয় যে সে দায়ী। কেন? আমাদের আগের বক্তৃতা ফিরে গিয়ে চিন্তা করুন। মানুষ সবসময় সে যা চায় তা বেছে নেয়। সে সর্বদা যা চায় তা বেছে নেই, কিন্তু সে কেবল তা চায় যা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে অপছন্দনীয়। তার অক্ষমতা কখনো প্রভুর সামনে তার দায়িত্ব সরিয়ে দেয় না। প্রভুর সামনে সে যা করে তার জন্য সে এখনও দোষী।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরবো প্রথমত, সুসমাচারের সেবকদের ব্যবস্থা এবং সুসমাচার উভয়ই প্রচার করা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে দেখা সহায়ক। আমাদের ব্যবস্থা এবং সুসমাচার উভয়ই প্রচার করতে হবে। তাঁর বাক্যে ঈশ্বরের নকশার মধ্যে এমন একটি জায়গা রয়েছে যা প্রচার করার জন্য এমন একটি উপায় তৈরি করে যাকে আমরা "ব্যবস্থা-কাজ" বলি, যা মানুষকে তাদের পাপের বাস্তবতা প্রকাশ করে। মনে রাখবেন, তারা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারে না যে খারাপ খবরটি সত্যই যতটা খারাপ এবং তাই ভাল খবরটি কতটা ভাল তা উপলব্ধি করতে পারে না। রোমীয় ৩:১৯-২০ পদে পৌল এই কথা বলেছেন, "আর আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগত ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়। যেহেতুক ব্যবস্থার কাজ দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" তাই,ঈশ্বরের বিধান প্রচারে, আমরা মানুষকে খারাপ সংবাদ দেখাচ্ছি। আমরা তাদের নিয়ে আসছি– যেন তারা পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে– আমরা চায় তারা নিজেদের পাপ, তাদের প্রয়োজন, তাদের হীনতা, প্রভুর সামনে তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানে। আর তাই, এটা সেবকদের দোষ হবে, যদি তারা পাপীকে সেই খারাপ খবর না বলে শুধুমাত্র সুসংবাদ প্রচার করে যা খবরটি এই সুসংবাদটিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আর এটি সত্যিই যেভাবে আত্মা কাজ করে সেই মতো কাজ করা হবে। আত্মা আসে পাপ এবং ধার্মিকতা এবং আগত বিচারের সম্বন্ধে জগতে দোষী সাব্যস্ত করতে। তারপর আত্মা খ্রীষ্টের বিষয় তুলে ধরে এবং সেই ব্যক্তির কাছে সেগুলি দেখায়। আত্মা তাদেরকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাস দান করে যেভাবে তা সুসমাচারে মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যবস্থা এবং সুসমাচার উভয়ের প্রচার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র আত্মার পরিচর্যা দেখতে পাই। আপনি যদি ইফিষীয় ২ এর সেই অনুচ্ছেদে ফিরে যান, সেই প্রথম তিনটি পদে, এটি বলে যে প্রাকৃতিক মানুষ পাপে "মৃত"। আর তারপরে এটি বলে যে স্বাভাবিক মানুষরা "অবাধ্য সন্তান"– যারা ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর ব্যবস্থা লঙ্ঘন করছে। তারপর এটি আরও বলে, তৃতীয় পদে, তারা "ক্রোধের সন্তান"। তাই তারা মৃত এবং তারা অবাধ্য, আর তারা অভিশপ্ত। তারপরে এটি ৪ এবং ৫ পদে প্রকাশ করে, "কিন্তু ঈশ্বর"– "কিন্তু ঈশ্বর, যিনি দয়ায় ধনবান্ বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, ততপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, আপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রিষ্টের সহিত জীবিত করিলেন– অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ।" আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। পবিত্র আত্মার মন্ত্রণালয় এখানে সুসমাচারের বিস্ময় এবং সৌন্দর্য এবং গৌরবকে উচ্চারণ করে। এটা আমাদের দেখায় যে এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক অনুগ্রহ! যারা নিজেদের মধ্যে হারিয়ে গেছে তাদের কাছে যাওয়া এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে তাদের আনায় হল পবিত্র আত্মার কাজ– ঈশ্বর পাপীদের আকর্ষণ করছেন যারা কখনও ঈশ্বরের কাছে নিজে থেকে আসতে পারে না। এটা দেখায় যে তাঁর অনুগ্রহ কতটা আশ্চর্যজনক– তাঁর অনুগ্রহ– তিনি আসেন এবং তিনি হস্তক্ষেপ করেন! তিনি আসেন এবং পাপীর জগতে

প্রবেশ করে তার বন্ধন ভেঙ্গে দনে। ঈশ্বর তাদের আকর্ষণ করেন-এবং তিনি তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাঁর আত্মা পাঠান, আর তাঁর অনুগ্রহে, তিনি তাদের উদ্ধার করেন। আমরা শুধুমাত্র বলতে থাকি, সুসমাচারের সুসংবাদের মহিমা– "এটি কতই আশ্চর্যজনক!"

তৃতীয়ত, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে যাওয়ার পথটি নিচের পথ। তাই ভালো খবরের আগে আসে দুঃসংবাদ। আমরা যদি সব সময় শুধুমাত্র খারাপ খবর শিক্ষা দিই, তাহলে সেটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার হবে। আর যদি আমরা কেবল লোকেদেরকে বলি, যাদের নিজের প্রয়োজনের কোন বোধ নেই, সুসংবাদের, তাদের কাছে একটি অন্যথা হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুটিকে একসঙ্গে ধরে রাখতে হবে। যেমনটি আগেই উল্লেখ করেছি, এটি ঈশ্বরের আশ্চর্য অনুগ্রহের উপর জোর দেয়। কারণ এখন, যখন আমরা প্রভুর সামনে আমাদের প্রকৃত অবস্থার বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের বিস্ময়কর বিধান, ক্রুশের উপর তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, পাপের জন্য তাঁর বলিদান, তাঁর রক্ত দ্বারা আমাদের পরিষ্কার করা, তাঁর ধার্মিকতা যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের খাতায় জমা দেওয়া হয়, এর ফলে গভীর আনন্দ হয়; এটা গভীর সান্ত্বনা এবং আশীর্বাদের ফলাফল। বিশ্বাসীরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে সক্ষম এবং অন্য যে কোন বোঝা এবং অসুবিধার সম্মুখীন তারা হন না কেন,তারা বলতে সক্ষম, "প্রতিটি দিন যেটি নরকের বাইরের দিন, সেটি এক চমৎকার দিন।" জেগে ওঠা এবং উপলব্ধি করা যে আমরা যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা মুক্তি পেয়েছি এবং আমরা তাঁর করুণার মহিমান্বিত সম্পদের মধ্যে আনিত হয়েছি, বিশ্বাসীদের এক স্থায়ী আনন্দ দেয় এবং একটি সান্ত্বনা দেয় যা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না। তাই এটি অতি বিস্ময়কর।

চতুর্থত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার এবং সম্পূর্ণ অক্ষমতার এই শিক্ষাতত্ত্ব, ঈশ্বরকে সমস্ত গৌরব ও মহিমা দেওয়ার দাবী করে। মানুষ ধার নিতে পারে না। মানুষ নিজেকে নির্দেশ করতে পারে না। বাইবেলে এবং এই বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত মহিমায় চূড়ান্তে উন্নিত হয়েছেন এবং মানুষকে ধূলিকণার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, আর সেইজন্য সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। মানুষ কোন কৃতিত্ব নিতে পারে না– বিশ্বাসী নিজের মধ্যে কোন কিছুর জন্য কৃতিত্ব নিতে পারে না। এমন কিছু নেই যা মানুষ অনুগ্রহ ও কল্যাণের মাধ্যমে পাইনি। সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের কাছে যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এই মতবাদটি ঈশ্বরের মহিমাকে মহিমান্বিত করে এবং এটি তাঁকে তাঁর সমস্ত সৌন্দর্যে এবং তাঁর সমস্ত শক্তিতে উন্নীত করে, আর এটি বিশ্বাসীকে তাঁর উপাসনা ও প্রশংসা করতে শেখায়।

এই বক্তৃতায়, আমরা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতার শিক্ষাতত্ত্ব অন্বেষণ করেছি। সত্যিই, গত বেশ কিছু বক্তৃতায়, আমরা মানবজাতির পতনের প্রভাব এবং বাইবেল মানুষের পাপপূর্ণ অবস্থায় তার সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করেছি। পরবর্তী বক্তৃতার শুরুতে, আমরা চুক্তির মতবাদের দিকে আমাদের মনোযোগ দেব এবং আমরা প্রথমে এদন উদ্যানে আদমের সাথে ঈশ্বরের প্রাথমিক চুক্তিটি অন্বেষণ করব– যাকে আমরা বলি, কাজের চুক্তি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৮

কাজের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব

ঈশ্বর মানবজাতিকে তার নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছেন। প্রভু মানুষের কাছে নিজ উপস্থিতি প্রকাশ করতে এবং তার সঙ্গে সহভাগিতা এবং যোগাযোগের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা এটি প্রথম থেকেই দেখতে পাই, পতনের আগে এদন উদ্যানে। কিন্তু প্রভু এটা করতে বাধ্য ছিলেন না। তিনি স্বেচ্ছায় নিজের গৌরবের উদ্দেশ্যে এটি করতে স্বেচ্ছায় সম্মতি জানিয়েছিলেন। তাই একটি প্রশ্ন জাগে যে তিনি কিভাবে এটি করেছেন? অন্য কথায়, ঈশ্বর কোন উপায়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন? বাইবেল শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর চুক্তির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বেছে নিয়েছিলেন। গত কয়েকটা লেকচারে আমরা মানুষকে পাপী হিসেবে বিবেচনা করে আসছি এবং পাপের ফলে মানুষের ওপর কী পরিণতি হয় সেই বিষয়েও দেখেছি। আমরা তার ইচ্ছার দিকে কথা বিবেচনা করলাম–ইচ্ছার স্বাধীনতা, পাপের প্রকৃতি, আদি/মূল পাপ,সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা ইত্যাদি বিষয় দেখালাম। কিন্তু এখন, সেই চুক্তির প্রেক্ষাপট কী যার প্রসঙ্গে পাপ পৃথিবীতে এসেছিল, তা শাস্ত্র থেকে প্রতিষ্ঠা করে সেই বিষয়টি এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল পতনের আগে এবং পরে বাইবেল মানুষের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। এই বক্তৃতায়, আমরা চুক্তির শিক্ষাতত্ত্বের অন্বেষণ শুরু করব,কাজের চুক্তি দিয়ে শুরু করব। সুতরাং, আমরা প্রথমত, কাজের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখবো।

আপনি যদি আমার সাথে বাইবেলের শুরুতে ফিরে যান,যেখানে আমরা আদমকে খুঁজে পাই, পাপের মধ্যে পতিত হওয়ার আগে ঈশ্বর তাঁকে এদন উদ্যানে রখেছিলেন। আদিপুস্তক ২:১৬-১৭ পদে আমরা পড়ি, “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাঁহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাঁহার ফল খিবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।” আমরা এই পদ থেকে বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। ভাষাটি লক্ষ্য করুন, “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা করিলেন।” তাই এখানে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মানুষের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যা অন্য সমস্ত প্রাণীর থেকে আলাদা। তিনি আদমের সঙ্গে সম্পর্কে প্রবেশ করছেন। আপনি আরও লক্ষ্য করবেন যে তিনি তাকে একটি আদেশ দেন– তিনি তাকে কিছু আদেশ করেছিলেন। সুতরাং সম্পর্কটি শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল– প্রয়োজনীয়তা বা দাবীর দ্বারা। আদমকে ঈশ্বরের শর্তে বাঁচতে হবে। তিনি ঈশ্বরের তৈরি সমস্ত কিছু খেতে পারতেন, কিন্তু ভাল মন্দ জ্ঞানের গাছ থেকে তাকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। আপনি সেখানে ঈশ্বরের মঙ্গলতাও দেখতে পাবেন, কারণ তিনি বলেছেন, “বাগানের প্রতিটি গাছের ফল তুমি নির্দ্বিধায় খেতে পারবে।” সুতরাং এটা এমন নয় যে ঈশ্বর আদমের প্রতি অত্যধিক সীমাবদ্ধ বা কঠোর হচ্ছেন। এর বিপরীতে, তিনি তাকে প্রাচুর্য দিচ্ছেন এবং সরবরাহ করছেন, নিজ মঙ্গলময়তা থেকে, এই সমস্ত অনুগ্রহ তাকে উপভোগ করার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি তাকে কেবল একটি গাছ থেকে না খাওয়ার জন্য বলেছিলেন। আর আপনি সেই নির্দিষ্ট দাবিটি দেখতে পাবেন যা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, “কিন্তু ভাল মন্দের জ্ঞানের বৃক্ষের ফল,তুমি খাবে না।” সুতরাং এটি একবচন ছিল,একটি গাছ যা থেকে সে খেতে পারে না। তারপর,এটি ছাড়াও, ঈশ্বর যে সতর্কবাণী প্রদান করেন, অবাধ্যতার জন্য একটি অভিশাপের সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেন, “কারণ যেদিন তুমি তা খাবে সেদিন তোমার মৃত্যু হবে।”

তাই শর্তের সাথে,এটি অমান্য করার জন্য সম্ভাব্য অভিশাপ এসেছিল। এখন এই অনুচ্ছেদে আরও অনেক কিছু দেখার আছে, যা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে ধরবো। কিন্তু এটি কিছু প্রধান বিষয়ের একটি সারসরি ওভারভিউ প্রদান করে এবং এটি আমাদের চিন্তার কাঠামো স্থাপন করে। ঈশতত্ত্ববিদরা যাকে কাজের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব বলে, এটি তার পৃষ্টভূমি প্রদান করে।

আমাকে শুরু থেকেই বলতে দিন,যে এই কাজের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্বটি বোঝা এবং নিশ্চিত করা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ– এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনুসরণ করে এমন অনেক অন্যান্য শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য বাইবেলের ভিত্তি প্রদান করে। উইলহেলমাস ব্র্যাকেল ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ডাচ সংস্কারধর্মী ঈশতত্ত্ববিদ, আর তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন– তিনি বলেছিলেন, "এই চুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে কেউ এখানে ভুল করে বা কাজের চুক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, সে অনুগ্রহের চুক্তি বুঝতে পারে না এবং প্রভু যীশুর মধ্যস্থতা সম্পর্কে সহজেই ভুল করবে। এই ধরনের ব্যক্তি সহজেই অস্বীকার করবে যে খ্রীষ্ট, তাঁর সক্রিয় আনুগত্যের দ্বারা, নির্বাচিতদের জন্য শাশ্বত জীবনের অধিকার লাভ করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কাজের চুক্তিকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই অনুগ্রহের চুক্তির বিষয়ে ভুল বুঝবে এটি নিশ্চিতরূপে ধরে নেওয়া উচিত।" সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমি এখানে শুরুতে যে বিন্দুটি তৈরি করেছি ব্র্যাকেল সেটিকে শক্তিশালী করছেন।

সুতরাং, দ্বিতীয়ত, আসুন কাজের চুক্তি সম্পর্কিত কিছু মতবাদিক বিবরণ বিবেচনা করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ ১-এ, আমরা এই শব্দগুলি পড়ি; "ঈশ্বর এবং প্রাণীর মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে যদিও যুক্তিযুক্ত প্রাণীরা তাদের স্রষ্টা হিসাবে তাঁর প্রতি আনুগত্য করতে বাধ্য, তবুও তারা কখনই তাদের আশীর্বাদ এবং পুরষ্কার হিসাবে তার ফল পায়নি। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন এবং তাই তিনি সমস্ত কিছুর মালিক। আর সমস্ত প্রাণীই তাঁর আনুগত্য করতে দায়বদ্ধ, যেমন তাঁর থেকে তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সেই সৃষ্টিগত বাধ্যবাধকতার বাইরে। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিশাল দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, ঈশ্বর চুক্তির মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সম্মত হন, যার ফলে একটি সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেন যা মানুষের জন্য ঈশ্বরকে তাদের আশীর্বাদ এবং পুরস্কার হিসেবে পাওয়ার পথ খুলে দেবে।

চুক্তির বিষয়টি বাইবেলের এক প্রভাবশালী শিক্ষা, যা পুরো শাস্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রশ্ন আসে, চুক্তি কি? এবং সবচেয়ে মৌলিক স্তরে, একটি চুক্তি হল একটি গম্ভীর বোঝাপড়া,বা একটি সন্ধি, দুটি পক্ষের মধ্যে একটি অঙ্গীকার। একটি চুক্তিতে সাধারণত নিয়মাবলী এবং শর্তাবলী, আশীর্বাদ এবং অভিশাপ এবং সেই চুক্তি নিশ্চিত করার জন্য চিহ্ন এবং সীলমোহর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন আমি আগেই বলেছি, চুক্তির এই ধারণাটি, বাইবেলের বাকি অংশ জুড়ে একটি প্রভাবশালী বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এটি আমাদেরকে কাজের চুক্তিতে নিয়ে আসে, কারণ মানুষের সাথে ঈশ্বরের প্রথম চুক্তিকে আমরা কাজের চুক্তি বলি। আমি আপনার মনোযোগ আবার ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথের দিকে ফেরাতে চাই, এইবার, অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ ২। এটি বলে, "মানুষের সাথে করা প্রথম চুক্তিটি ছিল কাজের চুক্তি", যেখানে আদমকে জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং নিখুঁত ও ব্যক্তিগত আনুগত্যের শর্তে তার উত্তরসূরি পর্যন্ত তা বিস্তারিত ছিল। আপনি লক্ষ্য করবেন যে "চুক্তি" শব্দটি আদিপুস্তক ২-এ ব্যবহার করা হয়নি, তাই আপনি যদি ফিরে যান এবং সেই অধ্যায়টি পড়েন, আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য দেখবেন এবং আবিষ্কার করবেন যে শব্দটি আসলে সেখানে নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে, একটি চুক্তির সমস্ত উপাদান সেখানে বিদ্যমান। পরবর্তীতে বাইবেলে একে চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হোশেয় ৬:৭-এর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কিন্তু ইহারা আদমের ন্যায় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; ঐ স্থানে আমরা বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।" এখানে উদ্যানে এই চুক্তির ব্যবস্থার একটি রেফারেন্স, একটি ক্ষণস্থায়ী উল্লেখ রয়েছে। আপনি দায়ুদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিতে এই ধরণের কিছু অনুরূপ বিষয় দেখতে পাবেন। এই বিষয় আমরা ২ শমূয়েল ৭ এ পড়ি, কিন্তু ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায় "চুক্তি" শব্দটি ব্যবহার করে না। যাইহোক, এরপরে, ২৩ অধ্যায় "চুক্তি" শব্দটি ব্যবহার করে। সুতরাং চুক্তিটি ২ শমূয়েল ৭-এ গঠিত হয় এবং এটি পরে, ২৩ অধ্যায়ে, একটি চুক্তি হিসাবে উল্লেখ

করা হয়। কাজের চুক্তির ক্ষেত্রে এটি একই রকম। আমি যেমন বলেছি, আমরা লক্ষ্য করব যে একটি চুক্তির সমস্ত উপাদান অবশ্যই, স্পষ্টভাবে এখানে উপস্থিত। সুতরাং এটি আদমের সাথে করা একটি অনন্য চুক্তি ছিল, যিনি পতনের আগে মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করেছিলেন। সুতরাং তিনি একজন জনসাধারণের ব্যক্তি ছিলেন, আমরা বলতে পারি যে তিনি বীজের/বংশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। নতুন নিয়মে, আমরা পড়ি, ১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২ পদে,"কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে।" সুতরাং চুক্তিটি আদমের সাথে এবং আদমের মাধ্যমে, প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তিতি তাঁর বংশধরদের সাথে করা হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর এই কাজের চুক্তিতে নিয়মাবলী এবং শর্তাবলী প্রদান করেন। ঈশ্বর আদমের নিখুঁত ব্যক্তিগত আনুগত্য চান। বিশেষ করে, তিনি আদমকে আদেশ দিয়েছিলেন ভালো ও মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল না খেতে, যেমনটি আমরা আদিপুস্তক ২:১৭ পদে দেখেছি। কিন্তু কাজের এই চুক্তিতে আশীর্বাদ এবং অভিশাপও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি স্পষ্ট, যে আপনি যখন অধ্যায় ২ পড়ছেন, যে ঈশ্বর আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে মৃত্যুর অভিশাপের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। সুতরাং যদি আদম চুক্তির শর্তাবলী অমান্য করে তবে সে এই অভিশাপের ফল ভোগ করবে। সেখানে ঠিক এটিই ঘটেছিল। আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল এবং তার ফলস্বরূপ অভিশাপ এসেছিল। অভিশাপটি ছিল মৃত্যুর এবং তা ছিল তিনগুণ। এটা ছিল আধ্যাত্মিক মৃত্যু– তাঁর আত্মা মারা যাবে– সে এখন অন্যায় ও পাপে মৃত, যেমন তার সমস্ত উত্তরসূরিও। সেই প্রথম পাপের ফলস্বরূপ, এটি চূড়ান্ত দৈহিক মৃত্যুতে পরিণত হয়, তাই এই পৃথিবীতে মৃত্যুর উপস্থিতি হয়। আর তারপরে এখানে রয়েছে অনন্ত মৃত্যু– অনন্তকালের জন্য নরকের শাস্তি। এটাই একটি অভিশাপ।

কিন্তু তিনি এটি ধরে রেখেছেন, ঈশ্বরও– আদম ও তার বংশধরদের জন্য অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদও তার নিখুঁত আনুগত্যের শর্তে ধরে রেখেছিলেন। এখন আপনি মনে মনে ভাবছেন, এই চুক্তির প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি? এটি একটি ভাল প্রশ্ন। আদিপুস্তক ২ পড়ার সময়, আপনি কি দুটি গাছের উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন? এখানে শুধু ভালো-মন্দ জ্ঞানের বৃক্ষই নেই, যা ঈশ্বর আদমকে খেতে নিষেধ করেছিলেন। আমরা আদিপুস্তক ২:৯ পদে পড়ি, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিলেন।" আপনি কি তা লক্ষ্য করেছেন? জীবনের গাছের রেফারেন্সটি লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর পরবর্তী অধ্যায়ে, আদিপুস্তক ৩:২২ পদে এটিকে আবার উল্লেখ করতে চলেছেন। এই জীবন বৃক্ষটি একটি চিহ্ন ছিল। এটি প্রতিশ্রুতির একটি দৃশ্যমান প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং প্রতিশ্রুত ছিল আশীর্বাদের। জীবন বৃক্ষের উপস্থিতি স্থায়ী অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা বা প্রতিশ্রুত আশীর্বাদকে ধরে রেখেছে। আমরা এটিকে যাচাই করতে পারি যেখানে আমরা শাস্ত্রে আবার গাছটি দেখতে পাই। আমাকে আপনার দৃষ্টি সেখানে আকর্ষণ করতে দিন যেখানে আমরা এটি শেষবারের মত দেখতে পাই, যা হল বাইবেলের শেষ অধ্যায়ে– প্রকাশিত বাক্য ২২। আমরা পড়ি, "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন ফল দেয় এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরগ্য নিমিত্তক।" এটি প্রকাশিত বাক্য ২২:২ পদ। তবে এর আগে, প্রকাশিত বাক্য ২:৭ পদে, আমরা এটি পড়েছি, "যে জয় করে, তাঁহাকে আমি ঈশ্বরের পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের ফল ভোজন করিতে দিব।" আমরা শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করি। যদি আদম তার নিরীহ অবস্থায়, সেই পরীক্ষার সময়কালে ঈশ্বরের আনুগত্য করতো, তবে তাকে জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত এবং তিনি অনন্ত জীবনের আশীর্বাদ পেতেন।

তাই আমরা দেখি ঈশ্বর নিজ সংবেদনশীলতাই তিনি আদমের কাছে আসেন এবং এবং চুক্তির সম্পর্কের নিয়মাবলী এবং শর্তাবলী প্রদান করেন, আর আমরা দেখি তিনি আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি এবং অভিশাপের হুমকি ইত্যাদি জ্ঞাত করেন। আমরা এই সব থেকে শিখি যে আদমের পাপ ঈশ্বরের সাথে একটি চুক্তির সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ঘটে। পাপ করে, আদম চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। কাজের চুক্তি ছিন্নভিন্ন এবং সরানো হয়েছিল। তাই এখন আর কোনো পাপীর পক্ষে অনন্ত জীবনের পথ হিসেবে সেই চুক্তিতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এটি

অনুগ্রহের চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় যা আমরা পরবর্তী লেকচারে বিবেচনা করব তা অনুসরণ করার জন্য প্রসঙ্গ সরবরাহ করে।

কিন্তু আমরা এই চুক্তিতে আদমের তাৎপর্যতা আরও একটু গভীরে অন্বেষণ করতে পারি, কারণ এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্থান সহ বাইবেলের বাকি ঈশতত্ত্ব বোঝার জন্যও অপরিহার্য। শেষ আদম খ্রীষ্টের কাজ বুঝতে হলে আপনাকে প্রথম আদমের কাজ বুঝতে হবে। আদমের সাথে আমাদের সম্পর্ক খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বহন করে। ১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২ পদে আমরা এক মুহূর্ত আগে যা পড়েছিলাম তা মনে করতে পারেন, যেখানে বলা হয়েছে, "যেমন আদমের মধ্যে সকলেই মরে, তেমনি খ্রীষ্টে সকলকে জীবিত করা হবে।" ঠিক যেমন আদম নিজ বংশ বা বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তেমনি খ্রীষ্ট তার মনোনীত লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। পতনের পরে ঈশ্বরের পরিত্রাণ কেবল এদনে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আসে না, যা সবকিছু আবার থেকে শুরু করে। এটি আদমের দিনে যা দেখা গিয়েছিল তার থেকে অনেক উন্নত কিছু প্রদান করে। আচ্ছা, তবে সেটি কিভাবে হয়? কারণ খ্রীষ্ট শুধু আদম যা ভুল করেছিলেন তা পূর্বাবস্থায় ফেরান না, তিনি মুক্তও করেন– তিনি তাঁর লোকেদের তা থেকে মুক্তি দেন। তাই এখানে আদম এবং তার আনুগত্য করার এবং জীবনের উত্তরাধিকারী হওয়ার,বা অবাধ্য হওয়ার এবং ক্ষতিকারক অবস্থানে পড়ার এবং অভিশাপ কাটার সম্ভাবনা রয়েছে। খ্রীষ্ট কেবল তাঁর লোকেদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন না, পতনের আগে তাদের আদমের অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন, খ্রীষ্ট তা করতে এগিয়ে যান যা আদম করতে ব্যর্থ হন,তাঁর লোকেদের জন্য এক ব্যক্তিগত নিখুঁত আনুগত্যের দাবি পূরণ করেন এইরূপে তাদের শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতির জন্য উত্থিত করেন। আমাদের এখানে খ্রীষ্টের উত্তরাধিকার হওয়ার গুরুত্ব দেখার জন্য প্রস্তুতির সূচনা হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হচ্ছি, যা আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের ভবিষ্যতের মডিউলে আরও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করব। কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কাজের চুক্তি অনেক সুসমাচারের শিক্ষাতত্ত্বে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে,যার মধ্যে সুসমাচারের সাথে সম্পর্কিত সকল শিক্ষাও সামিল রয়েছে। আদম এবং খ্রীষ্টের মধ্যে সমান্তরালটি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং সামনে আনা হয়েছে যাতে আমরা সুসমাচারের অংশগুলিকে একত্রিত করতে পারি।

ঠিক আছে, তৃতীয়ত, কাজের চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কিছু ত্রুটির কথা চিন্তা করে– লোকেরা যে ত্রুটিগুলি উত্থাপন করে; তা মাথায় রেখে আমাদের অবশ্যই এই শিক্ষাতত্ত্বটিকে যুক্ত-তর্ক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই আপত্তির উল্লেখ করেছি যে "চুক্তি" শব্দটি আদিপুস্তক ২-এ ব্যবহার করা হয়নি– তাই এটি একটি আপত্তি। লোকেরা বলবে, আদিপুস্তক ২-এ 'চুক্তি' উল্লেখ করা হয়নি, তাই কাজের চুক্তি বলে কিছু নেই।" আমরা হোশেয় ৬:৭ পদ উল্লেখ করেছি, যেখানে এটির একটি ক্ষণস্থায়ী উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ, আমরা দেখিয়েছি যে একটি চুক্তির সমস্ত উপাদান এখানে বিদ্যমান রয়েছে। ঠিক যেমন আমরা ত্রিত্বের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করব না কারণ বাইবেলে "ট্রিনিটি/ত্রিত্ব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, যদিও এটি স্পষ্টভাবে এবং পুরোপুরি শেখানো হয়েছে, তাই আমাদের কাজের চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় কারণ এদন উদ্যানে "চুক্তি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। আর এটি ছাড়া, আমরা খ্রীষ্ট এবং সুসমাচার সম্পর্কে কিছু বোঝার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হব।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু লোক আছে যারা এই বলে আপত্তি করে যে, "আচ্ছা, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, এটি কাজ দ্বারা পরিত্রাণ শেখায়,অনুগ্রহ দ্বারা নয়।" আমরা এই বিষয়ে বেশ কিছু জিনিস বলতে পারি। প্রথমত, এদন উদ্যানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং মঙ্গলতা অনুপস্থিত নয়। তাই আমরা লক্ষ করেছি যে ঈশ্বর তাকে প্রচুর এবং প্রশস্ত পথ প্রদান করেন,যা তাকে প্রায় সমস্ত কিছু থেকে খাওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু এমনকি চুক্তির নিয়মগুলির মধ্যেও, নিষিদ্ধ ফল না খেয়ে আনুগত্য করার জন্য ঈশ্বর আদমকে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আসলে প্রাপ্যের তুলনায় অসম। তাই ঈশ্বর বলছেন, "এই গাছের ফল খাও না, এবং তোমার আনুগত্যের ফলে তুমি অনন্ত জীবন পাবে।" আচ্ছা,সেই ক্রিয়াটিই কি কোনোভাবে অনন্ত জীবনের যোগ্য? না, এটি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা যা তিনি আদমকে দিয়েছিলেন। সুতরাং, আপনি উদাহারণ দিয়ে চিন্তা করতে পারেন। আপনি একজন খুব ধনী লোকের কথা ভাবুন, এমন একজন মানুষ যার প্রচুর আর্থিক সম্পদ রয়েছে। যদি সে

আপনার কাছে আসে এবং বলে, "শোন, আমি তোমার সাথে এক বোঝাপড়া করতে চাই। আমি তোমাকে আমার গাড়ি থেকে আমার মুদির জিনিসপত্র নিয়ে যেতে বলব এবং সেগুলিকে আমার বাড়ির সামনের দরজার সামনে রাখতে হবে, আর আমি তোমাকে এটি করার জন্য ১০০ কোটি টাকা দেব।" আপনি মাথা নেড়ে ভাববেন, আচ্ছা, এটা হাস্যকর। কিন্তু এখানে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য আমার সাথে চিন্তা করুন। এটি তাত্ত্বিকভাবে (theoretically) সম্ভব। লোকটি আসলে একটি চুক্তি তৈরি করতে পারে এবং এটিতে স্বাক্ষর করতে পারে এবং বলতে পারে, "আপনি যদি আমার মুদির জিনিসগুলি গাড়ি থেকে সামনের দরজায় নিয়ে যান, আমি আপনাকে ১০০ কোটি টাকা দেব।" ঠিক আছে, সামনের দরজায় কয়েকটি মুদিখানার জিনিস নিয়ে যাওয়ার সেই ক্রিয়াটি সহজাতভাবে ১০০ কোটি টাকা মূল্য নয়। কিন্তু ধনী লোকটির বলার মধ্যে কোন ভুল নেই, "এটা আমি করতে চাই এবং আমার এটি করার ক্ষমতা আছে, আর আমি এটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই, আমি আপনাকে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করব।" আপনি বলবেন, "বাহ, ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকে এটি অবিশ্বাস্য সুযোগ।" আর তাই, এটা এমন নয় যে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা কাজের চুক্তিতে অনুপস্থিত, কিন্তু এটি সত্য যে কাজের চুক্তিতে যোগ্যতার ধারণা বিদ্যমান। আসলে, এটি শুধুমাত্র বিদ্যমান নয় কিন্তু এটি উপস্থিত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, আদম নিষ্পাপ অবস্থায় আছে। এটা পতনের আগে। তিনি ঈশ্বরের সামনে অপরাধী অবস্থায় নেই। প্রভু তাঁর সাথে এই চুক্তিটি স্থাপন করেছেন যেভাবে তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন এবং খ্রীষ্টের সমান্তরাল হওয়ার কারণে এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে কী ঘটে? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আসেন এবং করেন, যেমনটি আমি আগেই বলেছি, তিনি ক্রুশে তাঁর মৃত্যুতে, পাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে, আদম যা ভুল করেছিলেন তা তিনি শুধু উল্টে দেন না বা পূর্বাবস্থায় আনেন না, তিনি তা করেন এবং এটা পরিত্রাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি এর চেয়েও বেশি কিছু করেন। তিনি যোগ্যতা দেন– খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের যোগ্যতা অর্জন করেন। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থার সমস্ত দাবি মেনে চলেন, নিখুঁতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং তিনি কোন মাত্রায় ব্যর্থ হন না। নিখুঁত ধার্মিকতা, নিখুঁত ব্যবস্থা পালন, ঈশ্বরের ইচ্ছার নিখুঁত সামঞ্জস্যের রেকর্ড রয়েছে। নিখুঁত ধার্মিকতার সেই রেকর্ডটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টে যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের খাতায় অভিহিত করা হয় বা জমা দেওয়া হয়। সুতরাং, খ্রীষ্টের কাছে আসার মাধ্যমে,আমাদের কেবল অপরাধের ক্ষমা এবং পাপের দূষণই নয়, আমরা যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিক পোশাক পরিধান করার, গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার এবং ঈশ্বরের কাছে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিশেষাধিকারও পেয়েছি। তাই আপনি সেখানে শেষ আদম তুলনা দেখতে পাচ্ছেন, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের যোগ্য হন। ঠিক আছে, সেই সমান্তরালে আমরা আদমের ব্যাপারে যা দেখি তাও সামিল রয়েছে, আর হ্যাঁ, এতে নির্দোষ অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের ফলে কিছু উপার্জন করার যোগ্যতার এই উপাদানটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং আমরা যুক্তির উত্তর দিতে পারি যে ভাল, এটি একটি ভিন্ন সুসমাচার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা হল কাজ দ্বারা পরিত্রাণ– অনুগ্রহ দ্বারা নয়। এটি সত্য নয়, কারণ এটি পাপের প্রেক্ষাপটে পতনের পরে মানুষের কথা বলছে না। কিন্তু এটাও সত্য নয়, কারণ সেই আপত্তির নিচে, আপনি প্রকৃতপক্ষে সুসমাচারে খ্রীষ্টের কাজকেও দুর্বল করবেন।

তৃতীয়ত, এমন কিছু লোক আছে যারা কাজের চুক্তির বিষয়ে বলবে, "হ্যাঁ, আমরা এতে বিশ্বাস করি এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে সমস্ত মানুষ একই চুক্তির ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে যেমন আদম ছিল– সেটি হল যে আদমের পরে সমস্ত মানুষ যারা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ঈশ্বরের আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন উপার্জনের একই সুযোগ পেয়েছেন।" এটি একেবারে সত্য নয়। এটি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে আমাদের সমস্ত সত্তা সহ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ, পাপের প্রবেশের ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ করার একমাত্র উপায় এখন অনুগ্রহের চুক্তির মাধ্যমে, যা সুসমাচারে প্রচার করা হয়েছে। তাই এখন আমাদের নিজেদের মধ্যে অনন্ত জীবন অর্জনের কোন উপায় নেই, বরং, আমাদের অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একটি নিশ্চিততা এবং একটি বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে,যার ভিত্তি এবং উৎস হিসাবে আমরা পরিত্রাণ পাই৷ এর বিপরীত কিছু বলা মানে খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজকে অবমূল্যায়ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করা। সুতরাং এই শিক্ষার উল্লেখ যুক্তসঙ্গত ভাবে বিবেচনা করার জন্য কয়েকটি বিষয় রয়েছে।

আমরা এখন খুব সংক্ষেপে নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরবো। প্রথমত, আমাদের একটি গভীর বিস্ময় থাকা উচিত যে ঈশ্বর আদৌ চুক্তির দ্বারা মানুষের সাথে সম্পর্কিত হবেন। যেমনটি আমরা শুরুতে বলেছি, এটি এমন নয় যে ঈশ্বর এটি করতে বাধ্য ছিলেন, তবে এটি তাঁর নিজের গৌরবের জন্য এবং তাঁর নিজের ভালো এবং আনন্দের জন্য; তিনি স্বেচ্ছায় মানুষের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করতে চান। আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত যে ঈশ্বর আমাদের সাথে সেই নিয়মাবলীর দ্বারা সম্পর্কিত হবেন, এর সাথে থাকা সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির সাথে। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, আদমের কাজের চুক্তি ভঙ্গ করার বিপর্যয়কর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। আমরা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে অবিলম্বে এটি দেখতে পাই– বাগান থেকে এই বহিষ্কার হচ্ছে। ঈশ্বর তাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেন, যা তাকে ঈশ্বরের অনুকূল উপস্থিতি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে একটি বেড়া রয়েছে যা পথকে বাধা দিচ্ছে, যাতে আগুনের জ্বলন্ত তলোয়ার সহ একজন স্বর্গদূত বাগানে তার পুনঃপ্রবেশকে বাধা দেয়। মানুষ ঈশ্বরের করুণাময় উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সেখানেই মানবজাতি, সামগ্রিকভাবে,প্রত্যাখিত হয়েছে– আদম এবং তার সমস্ত বংশধরেরা। তা পরিত্রাণের জন্য আমাদের মহান প্রয়োজনকে উত্থাপন করে।

তৃতীয়ত, অবশ্যই, এটি অনুগ্রহের চুক্তির অতি বিস্ময়কর বিবেচনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে– যে ঈশ্বর আদমের কাছে ফিরে আসবেন এবং পতনের পরে তার সাথে অনুগ্রহের চুক্তি স্থাপন করবেন, যা স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশের মাধ্যমে সুরক্ষিত। আর আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় এটি বিবেচনা করব।

সবশেষে, জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে, কাজের চুক্তি শেষ আদম হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের মহিমাকে বড় করে তোলে। তাঁর নির্বাচিত লোকদের প্রতিনিধি হিসাবে,আদম যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল তিনি তা সম্পন্ন করেন এবং এটি বিশ্বাসীর জন্য; প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অপূর্ব সুন্দর করে তোলে, এটি তাঁকে অন্য কারো তুলনাই অনুপম করে দেখায়– এমন একজন করে দেখায়, যিনি তাঁর সমস্ত লোকেদের জন্য সর্বেসর্বা,যিনি বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর কাছে আসা প্রত্যেক পাপীর একমাত্র সাহায্য এবং আশা। তাই এটি যীশু খ্রীষ্টের মহিমাকে বাড়িয়ে তোলে।

এই বক্তৃতায়, আমরা কাজের চুক্তির মতবাদ সম্পর্কে কিছু সূচনামূলক সত্য অন্বেষণ করেছি। যখন আদম এই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তখন এটি তাকে এবং তার বংশধরদের মৃত্যুর অভিশাপে ফেলেছিল। আচ্ছা, তবে কী আশা অবশিষ্ট রইল? পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা অনুগ্রহের চুক্তির দিকে আমাদের মনোযোগ দেব, যা ঈশ্বর পতনের পরে প্রকাশ করেছিলেন, পতিত পাপীদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা হিসাবে। এই চুক্তি সমগ্র শাস্ত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে বিত্তমান; আদিপুস্তক ৩ থেকে প্রকাশিতবাক্য ২২ পর্যন্ত প্রসারিত, আর আমরা এটিকে পতনের পরপরই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই এবং আমরা অনন্তকাল পর্যন্ত সেই অনুগ্রহের চুক্তিকে অনুসরণ করতে পারি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ৯

অনুগ্রহের চুক্তির শিক্ষাতত্ত্ব

বিবাহ হল একটি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান,যা শুরুতে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র মানব ইতিহাস জুড়ে সারা বিশ্বে অভ্যাস/পালন করা হয়। বিবাহের কেন্দ্রস্থলে একটি চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। মালাখি ২:১৪ পদের আমরা পড়ি, "তাথাপি তোমরা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন স্থির অত্মার মধ্যে সাক্ষী হইয়াছেন; ফলত তুমি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ; কিন্তু সে তোমার সখী ও তোমার নিয়মের স্ত্রী।" একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একে অপরের কাছে অঙ্গীকার করে, প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের সাথে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়। দুজন এক হয়ে যায়, বিবাহের পরিপূর্ণতায় প্রতিফলিত হয়, যেমনটি আমরা আদিপুস্তক ২:২৪ পদে দেখি। সুতরাং এটি শুরু হয় একজন পুরুষ একজন মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে, তাকে তার স্ত্রী হতে বলে। এটি শেষ হয় স্ত্রী স্বামীর পদবী ধারণ করে নিয়ে, এটিই যা তার আছে এবং যা সে দিতে পারে-একটি উপাধি। সেই পুরুষ-নারীর হয়ে যায় এবং সেই নারী পুরুষের। ঠিক আছে, এই বিবাহ সম্পর্ক ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে একটি স্বর্গীয় সম্পর্কের পার্থিব প্রতিফলন প্রদান করে। আমরা এই সব পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের মধ্যে। আমরা এটি নতুন নিয়মে বিশেষ করে দেখতে পাই, ইফিষীয় ৫ এর মতো জায়গায় এবং সম্পূর্ণ বাইবের হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিতবাক্য ২১-এ। পতনের পরে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে একটি চুক্তির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যাকে আমরা অনুগ্রহের চুক্তি বলি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি মানুষের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। শেষ বক্তৃতায়, আমরা পতনের আগে আদমের সাথে প্রতিষ্ঠিত কাজের চুক্তির শিক্ষা বিবেচনা করেছি,একটি চুক্তি যা আদম দুঃখজনক পরিণতির সাথে ভেঙেছিল। এই বক্তৃতায়, আমরা অনুগ্রহের চুক্তির দিকে আমাদের মনোযোগ দেবো। সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ২০ বলে, "ঈশ্বর,তাঁর কেবলমাত্র আনন্দের জন্য, সমস্ত অনন্তকাল থেকে, কাউকে কাউকে অনন্ত জীবনের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাদের পাপ ও দুঃখের মধ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুগ্রহের চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের একটি মুক্তিদাতার দ্বারা পরিত্রাণের অবস্থায় নিয়ে আসেন।"

তাই প্রথমত, আমরা অনুগ্রহের চুক্তির মতবাদ সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করে শুরু করব। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে আমরা পড়ি, "আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাঁহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমুল চূর্ণ করিবে।" আমাদের শেষ বক্তৃতায়-কাজের চুক্তির মধ্যে আমরা মানব জাতিকে পাপের শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ হতে দেখেছি, যার পরিণতি ছিল মৃত্যু। তবে প্রশ্ন হয়, তবে তাদের কোনো আশা কি অবশিষ্ট আছে? সম্ভবত পরিস্থিতি এমন যে আপনি সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছেন– অন্ধকার নেমে আসে, এটি আরও অন্ধকার হয়ে আসে এবং তারপরে আকাশে একটি তারা একা দেখা দেয়, কালো আকাশের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করে উঠে। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে এটিই ঘটে, যেখানে আমরা পতনের পর প্রথম সুসমাচার প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই– যে প্রতিশ্রুতি খ্রীষ্টে পরিপূর্ণ হয়েছে। এখানে খ্রীষ্ট আবার, আদিপুস্তক ৩-এ, এইবার পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দেন। পিউরিটান, জন ওয়েন উল্লেখ করেছেন যে আদিপুস্তক ৩:১৫ "ভ্রূণ, পাপীদের জন্য পরিত্রাণের সম্পূর্ণ শিক্ষাতত্ত্ব" প্রদান করে। এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নতুন দিগন্তে প্রথম আলো। আমরা লক্ষ করেছি যে আদম প্রথম চুক্তি, কাজের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। আমরা আরও লক্ষ করেছি যে, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে দূরত্বের কারণে, প্রভুকে অবশ্যই একটি চুক্তির মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এখন, একটি নতুন চুক্তির প্রয়োজন, একটি চুক্তি যা পাপের অবস্থানে মানুষের পতনের নতুন প্রসঙ্গকে সম্বোধন করে। ঈশতত্ত্ববিদরা এটিকে অনুগ্রহের চুক্তি বলেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ প্রদান করেন। আর আমরা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে এই চুক্তির প্রথম

বীজ খুঁজে পাই। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর তাঁর শেষের দিকে চুক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। আমরা দেখি ঈশ্বর আদমকে খুঁজছেন, তারপর আমরা শুনি, "আমি শত্রুতা করব" ইত্যাদি।

বাইবেলের বাকি অংশে, আমরা এই বীজকে শিকড় ধরছে ও বেড়ে উঠতে দেখব। ঈশ্বর মুক্তির ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশের মাধ্যমে অনুগ্রহের চুক্তির তাঁর প্রকাশকে প্রকাশ করবেন এবং প্রসারিত করবেন। এটি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি, অর্থাৎ, অনুগ্রহের চুক্তি, নোহ, আব্রাহাম, মোশি, দায়ুদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির মাধ্যমে আরও পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যতক্ষণ না এটি নতুন চুক্তিতে তার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। আদিপুস্তক ৩:১৫ থেকে প্রকাশিতবাক্য ২২ পর্যন্ত একটি প্রভাবশালী ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তির মাধ্যমে মুক্তির পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে। আমরা এখানে শুধুমাত্র আদিপুস্তক ৩:১৫-এ আলোর ঝলক দেখতে পাই, কিন্তু ঈশ্বর পরবর্তী সমস্ত কিছুতে এটিকে গড়ে তুলবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খ্রীষ্ট সাপের মাথা পিষে ফেলবেন। কলসীয় ২:১৫-এর কথায়, "আর আধিপত্য ও কর্তিত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের উপরে বিজয়-জাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন।" কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, খ্রীষ্টের গোড়ালি থেঁতলে যাবে-এটি ক্রুশে তাঁর কাজের একটি উল্লেখ। খ্রীষ্টকে অভিশাপ দেওয়া হবে-খ্রীষ্ট অভিশাপ, মৃত্যু, বিচার এবং ঈশ্বরের ক্রোধ সহ্য করবেন। উদ্যানের এই আসল অভিশাপটি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের ঈশ্বরের আসন্ন পরিত্রাণের পটভূমি প্রদান করে। গালাতীয় ৩:১৩ পদে বলে যে "খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছে, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।"" তাই আদিপুস্তক ৩:১৫-র, প্রথম সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি আমাদের অনেক কিছু প্রদান করে। এটি সেই সঙ্গে মণ্ডলীর একটি চরিত্র/প্রকৃতি প্রদান করে।

তিনটি বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আপনার কাছে সর্প এবং মহিলা রয়েছে– যা সেই জোটটিকে শেষ করে যা মানুষকে পতনের দিকে চালিত করেছিল। সর্প এবং মহিলা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে তাদের পদক্ষেপে একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তা ভেঙ্গে গেছে। ঈশ্বরের সাথে পুনঃস্থাপিত সহভাগিতা রয়েছে যা পাপ এবং শয়তানের সাথে শত্রুতা নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, আপনি খ্রীষ্ট এবং শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। খ্রীষ্ট হলেন সেই মহিলার বীজ যিনি সাপের মাথা পিষে ফেলবেন, যখন সাপ তার গোড়ালি থেঁতলে দেবে। কিন্তু তৃতীয়ত, আপনি মণ্ডলীকে নারীর বীজে এবং জগতকে শয়তানের বীজ দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং একটি মহান বিভাজন রয়েছে। আদিপুস্তকের বাকি অংশটি সত্যিই মহিলার বিশ্বস্ত বীজ এবং সর্পের বিদ্রোহী বীজের মধ্যে পার্থক্যের রেখা চিত্রিত করে, শেথ এবং কয়িন, ইসাহাক এবং ইশ্মায়েলের,যাকোব এবং এষো ইত্যাদির বংশগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে। মহিলার বীজ শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের দিকে নিয়ে যাবে। এটি খ্রীষ্টের অধীনে মণ্ডলী এবং শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বিশ্বের মধ্যে শত্রুতা এবং যুদ্ধের প্রেক্ষাপটও স্থাপিত করে,যা মুক্তির ইতিহাসের সমস্ত পথ জুড়ে খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সহভাগীতার জন্য পাপ, জগৎ এবং শয়তানের সহভাগিতা থেকে বিচ্ছেদ প্রয়োজন।

তাই আপনাকে অবশ্যই আদিপুস্তক ৩-এ দেওয়া শিক্ষাতত্ত্ব বুঝতে হবে, বাইবেলের বাকি অংশগুলিকে বোঝার জন্য। আমরা আদিপুস্তক ৩:১৫ তে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি, যা শয়তানের উপর খ্রীষ্টের লোকেদের বিজয় পর্যন্ত প্রসারিত তা দেখতে পাই। পৌল বলেছেন, রোমীয় ১৬:২০ পদে,"আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তাঙ্কে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।" এই সবই আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই শিক্ষা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হারমান উইটসিয়াস, সপ্তদশ শতাব্দীর একজন দ্যাচ সংস্কারধর্মী ঈশতাত্ত্বিক, লিখেছেন, "অতএব যে তার নিজের পরিত্রাণকে ভালবাসে, যে কেউ ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার চিন্তায় নিজেকে আনন্দিত করতে চায়, তাকে অবশ্যই এখানে আসতে হবে এবং অনুগ্রহের চুক্তির উপর গভীরভাবে পবিত্র ধ্যানে নিযুক্ত হতে হবে।"

দ্বিতীয়ত, আসুন অনুগ্রহের চুক্তি সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতাত্ত্বিক বিবরণ বিবেচনা করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ ৩, নিম্নলিখিতটি বলে; "মানুষ তার পতনের দ্বারা সেই চুক্তির মতে নিজেকে জীবনযাপনে করতে অক্ষম করে তুলেছে, প্রভু দ্বিতীয় (চুক্তি) করতে সন্তুষ্ট হয়েছেন, যাকে সাধারণত অনুগ্রহের চুক্তি বলা হয়: যেখানে তিনি অবাধে; যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপীদের জীবন এবং পরিত্রাণ, তাদের কাছে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজন, যাতে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে সকলকে তাঁর পবিত্র আত্মা জীবনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে,তাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম করে তোলার জন্য সুযোগ দেন।" এটি হচ্ছে একটি সারসংক্ষেপ। আমরা দেখি যে ঈশ্বর একটি চুক্তি স্থাপন করেছেন এবং এটি ঈশ্বর এবং তার লোকেদের

মধ্যে স্থাপিত একটি চুক্তি। আমরা দেখি যে এতে জীবন ও পরিত্রাণের সমৃদ্ধ প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এটিরও কিছু দাবী রয়েছে– আদমের পতিত পুত্রদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকে বিশ্বাস করতে এবং গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেই বিশ্বাস হল ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহের উপহার যা পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর নির্বাচিত লোকেদের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে।

বাইবেলের পরিভাষায় অনুগ্রহের চুক্তির মূল হল; "আমি তোমার ঈশ্বর হব এবং তুমি আমার প্রজা হবে।" প্রকৃতপক্ষে, সেই ভাষা এবং এর অনুরূপ ভাষা, আপনি পুরো বাইবেলের মাধ্যমে খুঁজে পাবেন। এটি আপনার জন্য একটি ভাল খোঁজ হবে। আদিপুস্তকে দেখতে শুরু করুন,নোহ থেকে শুরু করে, আদিপুস্তক ১৭:৭ পদের মতো জায়গাগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি লেবীয় পুস্তক এবং পুরাতন নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে পারেন, ভাববাদিরা এই ভাষার পুনরাবৃত্তি করেন, আর নতুন নিয়মে, ইব্রিয়ের মত পুস্তকে এবং সেখান থেকে প্রকাশিত বাক্য ২১:৭ পর্যন্ত আপনি লক্ষ্য করতে পারেন। অনুগ্রহের চুক্তির মূল হল যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য একজন ঈশ্বর হবেন এবং তারা তাঁর প্রজা হবে।

এই বক্তৃতায়, আমরা বাইবেলের ইতিহাসে অনুগ্রহের চুক্তির উদ্ভাসিত করার উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে চাই। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার পরিচয় দেয়। অনুগ্রহের চুক্তি শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা প্রদান করে। এটি শুরু হয়,যেমনটি আমরা দেখেছি, আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, আর এটি বাইবেলের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রকাশিত বাক্য ২১:২২ -এ এটি নিজ চূড়ান্তে পৌঁছায়। সুতরাং বাইবেলের চুক্তিগুলি– নোহের সাথে,আব্রাহামের সাথে, মোশির সাথে, দায়ুদের সাথে– এবং নতুন চুক্তি একই বার্তা বহন করে, প্রতিটি ধারাবাহিক চুক্তি ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতার সাথে উপস্থিত হয়। প্রতিটি নতুন চুক্তি ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনায় আরও আলো ও বোধগম্যতা নিয়ে আসে। এটি নতুন চুক্তিতে তার পূর্ণ চরমে পৌঁছেছে, যা অনুগ্রহের চুক্তির অন্যান্য সমস্ত শাসনকাল ছাড়িয়ে গেছে এবং পূরণ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, যে এক ঈশ্বর আছেন,ঈশ্বরের প্রজা আছে, পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়মের অধীনে অনুগ্রহের চুক্তিতে একটি সুসমাচার রয়েছে।

সুতরাং আসুন এই চুক্তিগুলি দেখুন। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ বিবেচনা করার পর, আমরা নোহের দিকে ফিরে যাই। জল প্লাবনের পরে, ঈশ্বর নোহকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং অনুগ্রহের চুক্তিতে তাঁর সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আপনি আদিপুস্তক ৯-এ এটি দেখতে পাবেন। এখন, তাঁর লোকেদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদের ঘোষণাটি বাইবেলের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে,যা শাস্ত্রের একেবারে শেষ পদ-প্রকাশিত বাক্য ২২:২১ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। যেমন আমরা আগে দেখেছি, ঈশ্বর নিজেই তাঁর চুক্তির সূচনা করেন। তাই আদিপুস্তক ৯:৯-১০ বলে, "তোমাদের সহিত, তোমাদের ভাবী বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত...আমি আমার নিয়ম স্থির করি।" তাই নোহের সাথে কৃত চুক্তির লেখক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। নোয়াহিক (নোহের সঙ্গে কৃত চুক্তি) চুক্তিতে, আপনি সৃষ্টির উল্লেখ লক্ষ্য করবেন,সৃষ্টি এবং মুক্তির সহাবস্থান (একসঙ্গে বিদ্যমান) প্রদর্শন করে। সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, যেন মুক্তির কাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং প্রকাশ পেতে পারে। ভাববাদীদের অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথা ভাবুন,যেমন হোশেয় ২:১৮। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের পরিচালনার কাজগুলি ইতিহাসে তাঁর মুক্তির পরিকল্পনাকে অগ্রসর করার জন্য ঈশ্বরের অনুগহের উদ্দেশ্যগুলিকে পরিবেশন করে। আমরা এও জানি যে চুক্তির আশীর্বাদগুলি নতুন স্বর্গে এবং নতুন পৃথিবীতে সৃষ্টির আদেশকৃত অস্তিত্বের পুনর্নবীকরণে শেষ হবে। নোহের সাথে এই নতুন চুক্তির প্রতিশ্রুতি একাধিক বলিদানের সঙ্গে পূর্ণ হয়েছে। আপনি আদিপুস্তক ৮:৯ তা দেখতে পারেন। যখন বেশিরভাগ প্রাণী দুই-দুই করে জাহাজে এসেছিল, ঈশ্বর যে প্রাণীদেরকে "শুদ্ধ" হিসাবে গণ্য করেছিলেন, তারা সাতজন করে এসেছিল। এটি ছিল বলিদান ও খাদ্য উভয়েরই সরবরাহ। আমরা একটি বেদীর প্রথম উল্লেখ পাই আদিপুস্তক ৮:২০ পদে। অনুগ্রহের চুক্তিটি ত্যাগ ও রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, খ্রীষ্টের প্রত্যাশায় আগের দিকে আমাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নিবেশ করে,যিনি পরে বলবেন, "এই পানপাত্র আমার নতুন নিয়ম"– বা চুক্তি– "আমার রক্তে, যা তোমাদের জন্য প্রবাহিত হয়"– লূক ২২:২০। ঈশ্বর, সেইসঙ্গে, মেঘধনু দ্বারা অনুগ্রহের এই চুক্তির একটি চিরস্থায়ী চিহ্ন প্রদান করেন। অধ্যায় ৯ ও তার ১২ পদে, আমরা পড়ি "ঈশ্বর আরও কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষপম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই।" উপরন্তু, আমরা এই পারিবারিক নীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, তাই চুক্তির সম্প্রসারণ বিশ্বাসীদের পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। নোহ একজন বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন– তিনি ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন, যেমন ইব্রিয় ১১:৭

আমাদের জ্ঞাত করে। কিন্তু লক্ষ্য করুন ঈশ্বর নোহকে বিশ্বাসী হিসেবে এবং তার সন্তানদের প্রতি নিজ চুক্তির আশীর্বাদ প্রসারিত করেছেন। আবার, ৯:৯-১০ পদে আমরা পড়ি, "তোমাদের সহিত, তোমাদের ভাবী বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত, আমি আমার নিয়ম স্থির করি।" এই পারিবারিক নীতি পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে দেখা যায়। পিতর যখন সুসমাচার প্রচার করেন, প্রেরিত ২:৩৯-এ, তিনি একই কথা বলেন, "কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দুরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।" চুক্তি আবদ্ধ পরিবারে চুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত করা যা প্রকৃত মনপরিবর্তন এবং পরিত্রাণের বিশ্বাসের দাবী করা, শজ ছিল না। অর্থাৎ সবাই বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিশ্রুতি পায় না। হামের বিদ্রোহ এবং চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে নারীর বংশের মধ্যে থেকে সর্পের বীজ আবার উত্থিত হয়েছিল এবং তারা ঈশ্বরের লোকেদের সমাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন,যেমন আমরা আদিপুস্তক ৯-এ শেষে দেখতে পাই।

এর পরে, আমাদের আব্রাহামিক চুক্তিতে যেতে হবে। খ্রীষ্টে তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রকাশন বাইবেলের ইতিহাসে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের সাথে আরও বেশি করে প্রসারিত হয়। আব্রাহামিক চুক্তি মুক্তির ইতিহাসে তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের আচরণের ভিত্তি, ভাষা এবং লক্ষ্য প্রদান করে। আমরা এখানে যা পাই তা পরবর্তী সময়েও বিত্তমান থেকে যাই। ঈশ্বর তাঁর চুক্তির সূচনা করেন, আদিপুস্তক ১২:১ থেকে, তিনি পরিত্রাণের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন ১৫ অধ্যায়ে, তিনি ১৭ অধ্যায়ে চিহ্ন এবং সীলমোহর দিয়ে এটিকে পবিত্রভাবে নিশ্চিত করেন এবং ২২ অধ্যায়ে ১৫-১৯ পদে এটি শেষ করেন। আমাদের কাছে এই চুক্তি সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ বিষয় স্পর্শ করার সময় আছে,যা অনুগ্রহের চুক্তির একটি অংশ।

আমরা দেখতে পাই যে চুক্তির প্রতিশ্রুতির মূলটি অধ্যায় ১৭:৭ এর পদে পাওয়া যায়, "আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবি বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবি বংশের ঈশ্বর হইব।" তাই তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন এবং তারা হবে তাঁর প্রজা। আপনার মনের মধ্যে এই শব্দগুলিকে বসিয়া নিন– আপনি এই ভাষাটি বাইবেল জুড়ে বারবার দেখতে পাবেন,শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত বাক্য ২১:৩ পদেও পাবেন। এটি একটি চুক্তি যা রক্তের দ্বারাও অনুমোদন করা হয়েছে। আদিপুস্তক ১৫-তে, আমাদের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে,যেখানে ঈশ্বর ধোঁয়া ও আগুনে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি করা প্রাণীর টুকরোগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, নিজের উপর গৌরবপূর্ণ শপথ এবং অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর বাক্য পূরণ করবেন। আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে অনুগ্রহের চুক্তিতে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি আবার পরিবারের নীতি অন্তর্ভুক্ত করে। আব্রাহামের প্রতি প্রতিশ্রুতি তার সন্তানদের কাছে প্রসারিত, যেমনটি ১৭:৭ পদে দেখা যায়। অনুগ্রহের চুক্তির এই উপাদানটি এখানে অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু চুক্তির প্রতিশ্রুতি তার সন্তানদের জন্য, তাই প্রতিশ্রুতির চিহ্ন এবং সীলমোহর– যা সেই সময়ে তক্‌চ্ছেদ ছিল– তার সন্তানদেরও দেওয়া হয়। অধ্যায় ১৭:১১, "তোমারা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে।" আর তিনি আদেশ দেন যে তিনি এটি তার পুত্রদের দিতে পারেন। রোমীয় ৪:১১ পদে, পৌল এই তক্‌চ্ছেদকে বিশ্বাসের ধার্মিকতার একটি চিহ্ন এবং সীলমোহর বলেছেন। কিন্তু আবার, প্রতিশ্রুতির চিহ্ন পুনর্জন্ম অনুমান করে না। ইশ্মায়েল এবং ইসহাক উভয়েই এটি গ্রহণ করে, যদিও শুধুমাত্র ইসাহাকেরই বিশ্বাসী ছিল। তবুও, তার সন্তানদের চিহ্ন দেওয়ার আদেশটি একেবারে প্রয়োজনীয় ছিল। আদিপুস্তক ১৭:১৪ পদ এটিকে পরিষ্কার করে। আমরা বাইবেল অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছিল, যেমন ঈশ্বর আদিপুস্তক ১২:৩-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "এবং পৃথিবীর সমস্ত পরিবার তোমার দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র আসন্ন মুক্তিদাতা, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে, যাকে নতুন নিয়মে প্রথম পদে "আব্রাহামের পুত্র" বলা হয়েছে। গালাতীয় ৩:১৪ তে আমরা পড়ি, "যেন আব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগনের প্রতি বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।" ২৯ পদে, "আর তোমারা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দয়াধিকারী।" আর তাই আমরা দেখতে পাই আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ আমাদেরকে আব্রাহামের বংশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে অইহুদী বিশ্বাসীদের এবং শিশুদের কাছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রতিশ্রুতিটি কখনই ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ছিল না, তবে খ্রীষ্টের সুসমাচারে দৃঢ় ও পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের সাথে তাদের সকলের জন্য প্রসারিত হয়েছিল। রোমীয় ৪:১৩ পদে আমরা পড়ি, "কারণ ব্যবস্থা দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতা দ্বারা

অব্রাহামের বা তাঁহার বংশের প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল।" অতএব, পরজাতীয় বিশ্বাসীরা আব্রাহামের প্রকৃত সন্তান এবং প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী। গালাতীয় ৩:৭ এবং ৯ পদ লক্ষ্য করুন।

এটি আমাদের মোশি এবং মোশির মাধ্যমে কৃত চুক্তির কাছে নিয়ে আসে। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে মোশি যখন মিদিয়ান দেশে একজন মেষপালক হিসেবে কাজ করছিলেন, তখন তিনি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে প্রভুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ঈশ্বর মোশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সাথে থাকবেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর লোকেদেরকে, মিশর থেকে উদ্ধার করে, এই পর্বতে, যা হোরেব বা সিনয় ছিল, সেখানে ঈশ্বরের সেবা বা উপাসনা করার জন্য ফিরিয়ে আনবেন; যাত্রাপুস্তক ৩:১২। তাঁর লোকেদের কাছে যেতে এবং সিনয়তে তাঁর উপাসনা করার জন্য নিয়ে আসার ঈশ্বরের এই আদেশ, এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে– সিনয় পর্বতে– পরে যা ঘটেছিল তার তাৎপর্য বিবেচনা করতে আমাদের এগিয়ে দেয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তির উন্মোচনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছি তা অব্যাহত রয়েছে, (মোশির সঙ্গে কৃত চুক্তি) মোজাইক চুক্তিটি মুক্তির ইতিহাসে আরও একটি বিকাশ। আমরা এই বক্তৃতার যুক্তি-তর্ক অংশের অধীনে এটিকে আরও দৈর্ঘ্যে বিবেচনা করতে যাচ্ছি।

পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহের চুক্তির উন্মোচনের চূড়ান্তে দায়ুদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি, আমাদের ডেভিডিক (দায়ুদের সঙ্গে কৃত চুক্তি) চুক্তিতে আসে। তাঁর লোকেদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় যেভাবে তিনি তাদের উপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর বীজ হবে রাজকীয় বীজ। পুরাতন নিয়মের বাকি অংশ ডেভিডীয় চুক্তির প্রতি আবেদন অব্যাহত রাখবে, যার অনুগ্রহের চুক্তির আরও বিকাশের এক উদাহরণ, আর এটি ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলির সামনে স্থাপন করে-তাদের বিশ্বাস, অনুতাপ এবং নতুন আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু ডেভিডীয় চুক্তির মূল পদটি হল ২ শমূয়েল ৭:১৪; যেখানে দায়ুদের বীজের উল্লেখ পাওয়া যায়, "আদি তাঁহার পিতা হইব ও সে আমার পুত্র হইবে।" তিনি এমন একজন মানুষ যে ঈশ্বরের নিজের পুত্র হবেন! এটি খ্রীষ্টের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে,ইব্রিয় ১:৫ পদে। দায়ুদের প্রতিশ্রুত পুত্র শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের নিজের পুত্র হবেন, একটি বিষয় যা নতুন নিয়মে বিকশিত হয়েছে।

সবশেষে, আমরা নতুন চুক্তিতে আসি। যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিস্কেল, দানিয়েল এবং ছোট্ট ভাববাদীর পুস্তক– এগুলি সকলেই নতুন চুক্তির বিভিন্ন মূল পাঠ্য প্রদান করে। পুরানো চুক্তি এবং নতুন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিষয়বস্তুর নয় কিন্তু প্রশাসনের। আপনি ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি অধ্যায় ৭-এ এটি সম্পর্কে পড়তে পারেন। আমরা এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে পারি। একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হল যিরোমীয় ৩১:৩১-৩৪ এবং ইব্রিয় ৮-এ উদ্ধৃত। আপনি প্রাক্তন চুক্তিগুলির সাথে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে পারেন। "আমি...তাদের ঈশ্বর হব এবং তারা আমার প্রজা হবে।" কিন্তু এটা হবে নতুন আশীর্বাদ যা ঈশ্বর আবার শুরু করেন। তিনি নতুন চুক্তিতে তাদের অন্তরে অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর ব্যবস্থা প্রয়োগ করবেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বর্ধিত জ্ঞান প্রদান করবেন। তিনি নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ পাপের ক্ষমা দেবেন, তার জন্য আর পুরাতন নিয়মের প্রতীকগুলিতে থাকবে না। পৌল ২ করিন্থীয় ৩-এ লিখছেন, নতুন চুক্তির তুলনামূলকভাবে বেশি মহিমা দেখায় যেটি পুরানোদের গৌরবকে ছাড়িয়ে যাবে। ইব্রিয় ৮:৯-১০ এটিকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে খ্রীষ্টের পরিচর্যার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি দেয়। খ্রীষ্ট পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমার জন্য রক্তে নতুন চুক্তি অনুমোদন করেন। একইভাবে, যিহিস্কেল ৩৬:২৫-২৭ শুদ্ধকরণ– একটি নতুন হৃদয় এবং ঈশ্বরের আত্মা তাঁর লোকেদের মধ্যে স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের তাঁর বিধিতে চলতে সক্ষম করে।

সবশেষে এবং সংক্ষেপে, পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং বিরতি সম্পর্কে আমরা যে বিষয়গুলো শিখেছি তার কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত করা আমাদের সহায়ক হতে পারে। এখন, তাদের একসাথে দেখা উচিত। আপনি পুরাতন নিয়মের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছাড়া নতুন নিয়মকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না, যার উপর নতুন নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। একইভাবে, আপনাকে অবশ্যই পুরাতনকে নতুনের পরিপূর্ণতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই একই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে যিনি অপরিবর্তনীয়। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর এবং নতুন নিয়মের ঈশ্বরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য চিত্রিত করা একটি ধ্বংসাত্মক ত্রুটি হবে, যা অতীতের তত্ত্ববাদীরা শিখিয়েছিলেন। পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই একই পরিত্রাতাকে প্রকাশ করে। পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে, ধরন এবং ছায়া, আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং নতুন নিয়ম তাঁর আগমনের পূর্ণ মহিমাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কাজকে উন্মোচন করে। পুরাতন এবং নতুন নিয়ম, এছাড়াও অনুগ্রহের একই সুসমাচার উপস্থাপনা করে এবং অনুগ্রহের একই চুক্তি প্রকাশ করে। সমসাময়িক পরজাতীয় বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে

বিশ্বাসের দ্বারা রক্ষা পায়, ঠিক যেমন আব্রাহামকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের একের অধিক পরিকল্পনা নেই। তিনি অনুগ্রহের চুক্তিতে, পতনের পরে তাঁর লোকেদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি এক মহান পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তাই পুরাতন নিয়ম সুসমাচারের বার্তায় পূর্ণ। পুরাতন এবং নতুন নিয়মের পুস্তকগুলি ঈশ্বরের একটি প্রজাবৃন্দকে ও ঈশ্বরের একটি মণ্ডলীকে দুটি ভিন্ন প্রশাসনের/ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন নিয়মে, সেই মণ্ডলীটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, অবশ্যই, পরজাতীয় বিশ্বাসীদের আগমনের মাধ্যমে, যেমনটি পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই সমস্তই শক্তিশালী করে যে পুরো বাইবেলটিই খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র, আর আমাদের অবশ্যই অনুগ্রহের চুক্তির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পুরো বাইবেলটি অধ্যয়ন করতে এবং বুঝতে হবে।

তবে, পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য রয়েছে, আর পুরাতন এবং নতুনে অনুগ্রহের চুক্তির প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুরানো নিয়ম ভবিষ্যদ্বাণী করে– নতুন নিয়মে পূর্ণ করে। তাই সেখানে বিচ্ছিন্নতার বিন্দু রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক আইন, প্রতিষ্ঠান এবং প্রবিধান অপসারণ। নতুন নিয়মে আনুষ্ঠানিক উপাসনা, বলিদান, পরিবর্তন, যাজক এবং সেই সঙ্গে শুদ্ধিকরণের আচার-অনুষ্ঠান, পরিষ্কার এবং অশুচি নিষেধাজ্ঞার অনুষ্ঠানগুলিকে একপাশে রাখে। আমাদের কাছে পৌলও রয়েছেন, যিনি আমাদেরকে সতর্ক করছেন যে আমাদের ছায়ার দিকে ফিরে যেতে হবে না, যখন আমরা সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়াই যা পুরাতন নিয়ম চিত্রিত করে। তা করা খ্রীষ্টের প্রতি অবমাননাকর হবে এবং তাঁর সমাপ্ত কাজকে দুর্বল করবে।

আরেকটি পার্থক্য হল রাজ্য বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পুরাতন নিয়ম অইহুদীদেরকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়নি– রাহাব, রুত, উরিয়া এবং অন্যান্যদের কথা ভাবুন– কিন্তু আনুপাতিকভাবে কিছু অন্যজাতির লোকদেরকে পুরাতন নিয়মে মণ্ডলীর অধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়েছিল। পুরাতন নিয়ম প্রাথমিকভাবে একটি "এসো এবং দেখো" মডেল ছিল। ঈশ্বর কনান দেশ এবং বিশেষ করে জেরুজালেমকে জাতিদের জন্য একটি আলো হিসাবে স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে লোকেরা যিহোভা এবং তাঁর পরিত্রাণ সম্বন্ধে শিখতে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নতুন নিয়মে একটি আদেশ জারি করে "যাও এবং বলো"– সুসমাচার জাতিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। জেরুজালেম থেকে শুরু করে, যিহুদিয়া, শমরিয়া এবং পৃথিবীর একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত। তাই মিশনটি সর্বজনীনভাবে খ্রীষ্টের রাজ্য সম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিজাতীয় জাতিগুলিকে শিষ্য হতে হবে এবং খ্রীষ্টের উত্তরাধিকারে হিসেবে যুক্ত করতে হবে। এখন, এটি পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আদিপুস্তকের প্রথম দিকের অধ্যায়ে, কিন্তু নতুন নিয়মে তা ফলপ্রসূ হয়।

অবিচ্ছিন্নতার একটি শেষ বিভাগ নতুন নিয়মে আশীর্বাদের বৃহত্তর মাত্রার সাথে সম্পর্কিত, যা খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজ থেকে উদ্ভূত। পেন্টেকস্টের দিনে প্রদত্ত আত্মার পূর্ণতার একটি বড় পরিমাপ রয়েছে। পার্থিব যাজকদের সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে আমাদের আরও প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগ আছে। আমাদের একটি বর্ধিত আশ্বাস এবং উচ্চতর ক্ষমতা আছে সেইসংগে উচ্চতর পবিত্রীকরণ এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। তাই আমরা দেখি অনুগ্রহের এই চুক্তি বাইবেল আধারিত এবং এই ধারাবাহিকতা সমগ্র বাইবেল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

এর পরে, আমাদের অবশ্যই অনুগ্রহের চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে; আর আমরা আমাদের লক্ষ্য একটি বড় মাপের ত্রুটিতে সীমাবদ্ধ করব। কিছু খ্রীষ্টানরা ভুলভাবে মোশির সাথে চুক্তি এবং নতুন চুক্তি একে অপরের বিপরীতে স্থাপন করেছে। অনুগ্রহের চুক্তিকে অনুগ্রহপূর্ণ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং মোশরি সাথে কৃত চুক্তিটি কঠোর হিসাবে, মানুষের যোগ্যতার ভিত্তিতে। এটা বাইবেল শিক্ষা দেয় না, যেমন আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি। পুরাতন এবং নতুন নিয়মের সম্পর্ক, ব্যবস্থা ও সুসমাচারের সম্পর্ক এবং খ্রীষ্টের কাজ এবং সমসাময়িক খ্রীষ্টানদের জীবনে ব্যবস্থার স্থান বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাই আমাকে তুলে ধরতে দিন যে মোজাইক চুক্তি অনুগ্রহের চুক্তির অংশ মাত্র। প্রথমত, সিনয়-এ ঈশ্বরের প্রথম শব্দগুলি মুক্তির একটি বার্তা এবং অনুগ্রহের চুক্তি, যাত্রাপুস্তক ১৯:৪-৫ পদে আমরা পড়ি, "তোমরা নিজেরাই তো দেখেছ আমি মিশরের প্রতি কী করেছিলাম এবং কীভাবে আমি তয়ামদের ঈগলের ডানায় তুলে বহন করেছিলাম ও তোমাদের নিজের কাছে এনেছিলাম। এখন তোমারা যদি পুরোপুরি আমার বাধ্য হও ও আমার নিয়ম পালন করো, তবে সব জাতীর মধ্যে তমারাই আমার নিজস্ব সম্পত্তি হবে।" যাত্রাপুস্তক ২০:২ পদ থেকে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দেওয়ার সময় মুক্তির সুসমাচারের একই কথার উপর জোর দেন; "আমিই তোমার ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, ক্রীতদাসত্বের সেই দেশ থেকে বের করে এনেছি।" তিনিই তাদের ঈশ্বর– যে ঈশ্বর

তাদের রক্ষা করেছেন এবং উদ্ধার করেছেন। মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি হয়েছে এবং এটি আসন্ন খ্রীষ্টের পরিত্রাণের কাজের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

কিন্তু উপরন্তু, ব্যবস্থা নিজেই সুসমাচার বার্তায় পরিপূর্ণ এবং খ্রীষ্ট সেখানে রয়েছে পরিত্রাতা রূপে। তাম্বু, বলিদান, যাজকত্ব– এই সমস্ত চিহ্নগুলি ঈশ্বরের ক্ষমা, পুনর্মিলন এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা সম্পর্কে বিস্ময়কর শিক্ষাতত্ত্বকে প্রকাশ করে। হ্যাঁ, ব্যবস্থা তাদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পবিত্রতার মানগুলি মেনে চলতে এবং তাঁকে ব্যাপকভাবে ভালবাসতে তাদের অক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেবে। আর এটি সেই ব্যবস্থা যা তাদের অনুতপ্ত হওয়ার এবং ঈশ্বরের দয়ার উপর নিজেকে নিক্ষেপ করার সময় বলিদানের করতে শেখায়। অনুগ্রহ চুক্তির মূল মনে রাখবেন? আমরা মোজাইক চুক্তিতে এটি পুনরাবৃত্তি দেখি, উদাহরণস্বরূপ, লেবীয়ব্যবস্থা ২৬:১২ পদ, "তোমাদের মধ্যে আমি গমনাগমন করব, আমি তোমাদের ঈশ্বর হব এবং তোমারা আমার প্রজা হবে।" আপনি এটি অন্য স্থানেও দেখতে পাবেন, যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৫ পদে এবং আরও বিভিন্ন স্থানে। লেবীয়ব্যবস্থা ২৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ ও ২৮-এ আমরা চুক্তির আশীর্বাদ এবং অভিশাপের একটি বৃহত্তর প্রকাশ দেখতে পাই। অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গের ফলে আশীর্বাদ পাওয়ার অযোগ্য হওয়া এবং অভিশাপ বহন করতে হয়। কিন্তু এখানেও, যদি ইস্রায়েল অনুতপ্ত হয় এবং প্রভুর কাছে ফিরে আসে, তাহলে তারা আবার চুক্তির আশীর্বাদগুলি জানতে পারবে, যেমন লেবীয়ব্যবস্থা ২৬ তা স্পষ্ট করে। পরবর্তী ভাববাদীদের এবং নতুন নিয়মের পটভূমি বোঝার জন্য এটি মৌলিক এবং অপরিহার্য।

কিন্তু ভাবতে ভুল করবেন না যে এই উপাদানটি নতুন নিয়মে অনুপস্থিত। অননিয় এবং সাফিরার কথা মনে আছে? আপনি কি প্রভুর ভোজে অযোগ্য ভাবে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ১ করিন্থীয় ১১-এর মৃত্যুর সতর্কবাণী পড়েছেন? অথবা ইব্রিয় ৬, ১০ এবগ ১২ এর কথা গুলি পড়েছেন? অথবা উল্লেখ করার জন্য, খ্রীষ্ট এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীকে যে চমকপ্রদ হুমকি দিয়েছিলেন, প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে তা নিশ্চয় পড়েছেন? এখানেও ধারাবাহিকতা আছে। অনেক, আরো অনেক সংযোগ টানা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রভুর ভোজ স্থাপনের সময় খ্রীষ্টের কথাগুলি লক্ষ্য করুন, "এ আমার রক্ত, সেই নতুন নিয়মের রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্য অনেকের জন্য পাতিত হচ্ছে।" মথি ২৬:২৮। এটি কথাগুলি নিস্তারপর্ব থেকে নয়, সিনয় পর্বত থেকে নেওয়া হয়েছে, যাত্রাপুস্তক ২৪:৮-এ এবং তাই আমরা নতুন চুক্তিতে মোশি এবং খ্রীষ্টের মধ্যে বিরোধিতা করার এই আপত্তির সাথে যুক্তিতর্ক দিয়ে মোকাবিলা করেছি। আমরা বাইবেল কি শিক্ষা দেয় তা দেখেছি।

আমরা এখন নিজেদের জন্য কয়েকটি সংক্ষিপ্ত, ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে অনুগ্রহের এই অঙ্গীকার আমাদেরকে সমগ্র শাস্ত্রে খ্রীষ্টে আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুসমাচারটি অনুগ্রহের চুক্তির প্রকাশের মধ্যে স্থাপিত করা হয়েছে,আদিপুস্তক ৩ থেকে শুরু করে পুরো পুরাতন নিয়মে। আর তাই আমাদের উচিত সেই অনুযায়ী পুরাতন নিয়মের অধ্যয়ন করা। আমাদের উচিৎ খ্রীষ্টের খোঁজ করা এবং তাঁর স্বাদ গ্রহণ করা। আমরা সেখানে যে সুসমাচার দেখি তাতে আমাদের আনন্দ করা উচিত। ঈশ্বরের মহিমা বোঝার জন্য আমাদের শেখা এবং বাইবেলের মাটিতে অনুগ্রহের চুক্তিতে ঈশ্বরের মহিমাময় মুক্তির উপর আমাদের শিকড় স্থাপন করা উচিত।

আপনি মনে করুন, অনুগ্রহের চুক্তিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতির চেয়ে ভাল প্রতিশ্রুতি আর কী হতে পারে? "আমি তোমার ঈশ্বর হব এবং তুমি আমার প্রজা হবে।" আমি বলতে চাইছি, এটা আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক!– যে মহিমান্বিত ঈশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা,সমস্ত পৃথিবীর বিচারক, তিনি আমাদেরকে আপন করে নিয়ে যাবেন, আমরা বলতে পারি তিনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা এই সত্যটিকে দেখতে পায় যে আমরা, যদি পরিত্রাণ পেয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনিত হয়, তবে আমরা হব তাঁর লোক এবং এরূপে তিনি হবেন আমাদের মালিক, তিনি আসলে অনুগ্রহের চুক্তিতে তাঁর বিশ্বাসী লোকেদের সাথে বিবাহ করেছেন, যেন খ্রীষ্টের যা আছে সে সমস্তই আমাদের হয়ে ওঠে এবং আমরা তাঁর হয়ে যায়।

এখানে পারিবারিক নীতিটিও দেখা যায়, "আমি তোমার এবং তোমার পরে তোমার বংশের ঈশ্বর হব।" আর তাই আমাদের নিজের সন্তানদেরকে প্রভুর ভয় ও উপদেশের মধ্যে বড় করতে, তাদের খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করতে, সুসমাচার প্রচার করতে, তাদের বিশ্বাস ও অনুতাপের দিকে আহ্বান করতে, তাদের প্রার্থনা করতে শেখাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ঈশ্বর তাদের একটি নতুন হৃদয় দান করেন এবং তাদের মধ্যে থেকে তিনি পাথরের হৃদয় বের করে দেন; যেন তিনি তাদের বিশ্বাস দান করেন এবং তারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেতে পারে যেমন তিনি সুসমাচারে

পাপীদের কাছে নিজেকে প্রদাক করেছেন।

এটি আমাদের সকলকে পুনঃরাই শক্তিশালী করে,তাই নয় কি, এটি হল সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করার আহ্বান। চুক্তি পালন রয়েছে এবং চুক্তি ভঙ্গ আছে। আর যারা আসে, পবিত্র আত্মার পরিচর্যা দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টকে ধরে রাখতে তারা সেই চুক্তিতে দাঁড়ায় এবং এর সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করে। কিন্তু যারা সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের হৃদয়কে শক্ত করে, তারা প্রভুর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং অভিশাপও বহন করে। আর তাই এটি বিশ্বাসের সাথে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে।

অবশেষে, আমাদের ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা পুনঃস্থাপনের বিস্ময়কর বিষয়টি রয়েছে– যে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসী লোকদেরকে তাঁর সাথে যোগাযোগ এবং সহভাগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তিতে বেঁচে থাকার জীবন্ত-রক্ত; যেন ঈশ্বরকে গৌরব এবং উন্নত করা হয়, আর চিরকাল তাঁকে উপভোগ করতে; তাঁর অধ্যাদেশ এবং তাঁর প্রতিশ্রুত উপস্থিতিতে তাঁর সান্নিধ্যের সেই সুযোগগুলি সন্ধান করা এবং তাঁর সাথে সহভাগিতা করা হয়। অনুগ্রহের চুক্তি এই সমস্ত বিস্ময়কর সুযোগ-সুবিধাগুলিকে উজ্জিবিত দেয়।

এই বক্তৃতায়, আমরা অনুগ্রহের চুক্তির মতবাদটি অন্বেষণ করেছি। যখন আদম কাজের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তখন এটি তাকে এবং তার বংশধরদের মৃত্যুর অভিশাপে ফেলেছিল। ঈশ্বর পতনের পরে অনুগ্রহের চুক্তি প্রবর্তন করেছিলেন, পতিত পাপীদের জন্য পরিত্রাণের বিধান হিসাবে। এই চুক্তি শাস্ত্রের পাতা জুড়ে বিস্তৃত, আদিপুস্তক ৩ থেকে প্রকাশিতবাক্য ২২ পর্যন্ত; অবিলম্বে পতনের পর থেকে, অনন্তকাল সময়ের মধ্যে। আমাদের একটি স্থায়ী প্রতিশ্রুতি আছে যে তিনি আমাদের ঈশ্বর হবেন এবং আমরা তাঁর প্রজা হব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৩ – বক্তৃতা ১০

ঈশ্বরের বিধানের শিক্ষাতত্ত্ব

আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার ওজন ঠিক কত, আপনি হয়ত অনুমান করতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি একটি সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট উত্তর চান তবে আপনাকে একটি স্কেল ব্যবহার করতে হবে যা ওজন পরিমাপ করে। আমরা সবাই পরিমাপের মানের সাথে অভ্যস্ত। আপনি যদি জানতে চান যে আপনি কত লম্বা, আপনি একটি পরিমাপ টেপ বা একটি স্কেল ব্যবহার করতে পারেন। একই কথা বলা যেতে পারে দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য, বা একটি পাত্রের আয়তন মাপার ক্ষেতেও। মান সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল পরিমাণ প্রদান করে। তবে মানগুলি অবশ্যই সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, অন্যথায়, সমস্ত পরিমাপ ভুল হবে। ঈশ্বর মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিমাপ করার জন্য একটি নিখুঁত, অমূলক মান প্রদান করেছেন,অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার সাথে মানুষের সামঞ্জস্য পরীক্ষা করার জন্য। সেই মান হল ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা, যা দশটি আজ্ঞাতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর যা চান তা মানুষ কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে তা কোন অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। মানুষের সমগ্র জীবন এবং চরিত্র ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রদত্ত বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। মান অপরিবর্তনীয় এবং এটি সমস্ত মানুষের জন্য সমস্ত বয়সে, সমস্ত জায়গায়-প্রযোজ্য।

এই শেষ বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু আমরা পতন সম্পর্কে, মানুষের পাপী প্রকৃতি সম্পর্কে এবং পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যা শিখেছি সেগুলিকে একত্রিত করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর এই তৃতীয় মডিউল বা কোর্সের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি মানুষের উপর শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। শেষ দুটি বক্তৃতায়, আমরা কাজের চুক্তির মতবাদ এবং অনুগ্রহের চুক্তি বিবেচনা করেছি। আর যখন অনুগ্রহের চুক্তিকে পঞ্চম মডিউল পরিত্রাণতত্ত্বের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এটি পাশাপাশি সেই দুটি চুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য স্পষ্টতা এনে দেয়। পূর্ববর্তী দুটি বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে,আমরা এখন ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যা হল ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্যের নিয়ম এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের কর্তব্য। দশ আজ্ঞা হল ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বকে দেওয়া সমগ্র নৈতিক নিয়মের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ এবং তা সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই, সর্বপ্রথম, আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থার শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে শুরু করার জন্য শাস্ত্রের এক অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে প্রারম্ভ করব। মথি ৫:১৭-১৯, যা পর্বতের উপদেশের অংশ, আমরা সেখানে পড়ি যে যীশু এই কথাগুলি বলছেনঃ “এরকম মনে কোরো না যে, বিধান বা ভাববাদীদের গ্রন্থগুলি আমি লোপ করতে এসেছি; সেগুলি লোপ করার জন্য আমি আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করার জন্যই এসেছি। আমি তোমাদের প্রকৃতই বলছি, যতদিন পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত বিধানের ক্ষুদ্রতম একটি বর্ণ, বা কলমের সামান্যতম কোনো আঁচড়ও লুপ্ত হবে না, সমস্ত কিছু পূর্ণরূপে সফল হবে। যে কেউ এই আদেশের ক্ষুদ্রতম কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে ও অপর মানুষদের সেইমতো শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু যে কেউ এই আদেশগুলি অনুশীলন করে ও সেইরূপে শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।”

এই অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত কিছু বিষয় লক্ষ্য করুন। খ্রীষ্ট স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর আগমন বিধান বা ভাববাদীদের ধ্বংস করেনি। বাইবেলের মধ্যে “বিধান” শব্দটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। “বিধান” শব্দটি কিছু অংশে সাধারণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নির্দেশ করতে পারে। এটি সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়মকে উল্লেখ করতে পারে। এটা প্যেনটাটুক Pentateuch (মোশির প্রথম পাঁচটি পুস্তক)-এও উল্লেখ করতে পারে। এটি মোজাইক নিয়মের সম্পূর্ণতা উল্লেখ করতে পারে। এটি মোজাইক ব্যবস্থার তিনটি বিভাগের যেকোনো একটি উল্লেখ করতে পারে যা আমরা এই বক্তৃতায় পরে বিবেচনা করব। তবে এটি সেই দশ আজ্ঞাকেও উল্লেখ করতে পারে। আর আপনি মথি ৫ অধ্যায়ের বাকি অংশে এই অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে, খ্রীষ্ট “বিধান” দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চান তা স্পষ্ট করে দেন,কারণ তিনি দশ আজ্ঞায় পাওয়া নৈতিক বিধানকে ব্যাখ্যা করতে চলেছেন। তাই একইভাবে, ঈশতাত্ত্বিকরা যখন ঈশ্বরের আইনের

কথা বলেন, তখন তারা প্রায়শই দশ আজ্ঞাতে সংক্ষিপ্ত নৈতিক বিধানের কথা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের আগমন শুধুমাত্র নৈতিক বিধানের নিষ্পত্তি করেনি, কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন যে স্বর্গ ও পৃথিবী শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে, যা বলা যায় সময়ের শেষ অবধি। নৈতিক বিধানের সংরক্ষণ প্রতিটি বিবরণ উপর প্রযোজ্য। যীশু প্রতিটি মাত্রা বা বিন্দুর কথা বলেন এবং এটি হিব্রু ভাষায় হিব্রু বর্ণমালার ক্ষুদ্রতম অক্ষর এবং কলমের সামান্য দাগকেও বোঝায় যা অক্ষরের একটি অংশ। তিনি বলেন যে এটি এই আদেশগুলির মধ্যে সামান্যতম ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যীশু প্রকৃতপক্ষে, বিধান এবং ভাববাদীরা নিজেরাই যা শিখিয়েছিলেন তার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। কারণ বিধানে,আমরা পড়ি, "নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।" দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯। আর ভাববাদীদের মধ্যে, আমাদের বলা হয়েছে, "তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সে সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও দূর করা যাইবে না; ইহা সদাপ্রভু কহেন।"– যিশাইয় ৫৯:২১। উপরন্তু, আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট একটি সতর্কবাণী জারি করেন,তার জন্য যিনি তাঁর নৈতিক বিধানের প্রকাশ পেয়েছেন এবং তা ন্যূনতম মাত্রায় উলঙ্ঘন করেছেন। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে তার সামান্যতম আদেশ ভঙ্গ করতে শেখায় সে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে নুন্য হবে। যারা তাদের ধারণ করবে এবং শিক্ষা দেবে তারা রাজ্যে মহান হবে। খ্রীষ্ট নৈতিক বিধানের চাহিদাকে হ্রাস করেন না। তিনি আসলে সেগুলির প্রয়োগকে আরও তীব্রতর করছেন। তাই ফরীশীদের বিকৃতির মোকাবিলা করার জন্য, যারা বিধানকে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে সীমাবদ্ধ করেছিল, যীশু কেবল তার বাহ্যিক কর্মে নয়,মানুষের চিন্তাভাবনা এবং হৃদয় এবং উদ্দেশ্যগুলিতে ব্যবস্থার আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ, অনুপ্রবেশকারী প্রয়োগ শেখান। আপনি মনে রাখবেন, তিনি বলেছেন– ফরীশীরা ভেবেছিল যে তারা যদি শারীরিক ব্যভিচার করে তবে তারা সপ্তম আজ্ঞা ভঙ্গ করছে– যীশু বলেছেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও– এখন, তুমি যদি কোনও মহিলাকে কাম্য দৃষ্টিতে দেখো তবে তুমি নিজের হৃদয়ে ব্যভিচার করছো। তিনি সেই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা আদেশগুলির সাথে তা করেন। এই সবই আমাদের মানুষের জন্য ঈশ্বরের স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমরা যদি মানুষকে বুঝতে পারি, যা এই পুরো সিরিজ বা মডিউলের বিষয়বস্তু, তবে আমাদের ঈশ্বরের নৈতিক মানও বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু শিক্ষার বিবরণ বিবেচনা করার জন্য প্রেরণা দেয়। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ১৯ অনুচ্ছেদ ১-এ,আমাদের শেখানো হয়েছে যে ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা পতনের পূর্বে-প্রথম এদন উদ্যানে আদমকে দেওয়া হয়েছিল।এখন, আদিপুস্তকের শুরুর অধ্যায়ে,আপনি আদমের কাছে প্রকাশিত নৈতিক ব্যবস্থার বীজকে অনুমান করতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে চতুর্থ আজ্ঞা, বিশ্রামবার, যেমনটি আপনি আদিপুস্তক ২-এর শুরুর পদগুলিতে লক্ষ্য করবেন। রোমীয় ২:১৫ বলে, "যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কাজ আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।" কিন্তু তারপর ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৯১ অনুচ্ছেদ ২ -এ এটি বলে যায়; "এই ব্যবস্থা, তার পতনের পরে, ধার্মিকতার একটি নিখুঁত নিয়ম হিসাবে অব্যাহত ছিল এবং যেমন,ঈশ্বরের দ্বারা সিনয় পর্বতে দশ আজ্ঞাটি বিতরণ করা হয়েছিল এবং তা দুটি ফলকে লেখা হয়েছিল; প্রথম চারটি আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং বাকি ছয়টি মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য।" এখন আপনি এটিকে ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটিসিজমের সাথে তুলনা করতে পারেন, ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর প্রশ্নে। ঈশ্বর প্রথমে মানুষের কাছে তার আনুগত্যের জন্য যে ব্যবস্থাটি প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল নৈতিক ব্যবস্থা।" আর সেই নৈতিক ব্যবস্থাটি দশটি আজ্ঞাতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট সুসমাচারে বলে গেছেন যে, ব্যবস্থার আইনের প্রথম সারণী– এক থেকে চারটি আজ্ঞাতে– ঈশ্বরের কাছে আমাদের কর্তব্য প্রকাশ করে, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে,আমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং আমাদের সমস্ত মন দিয়ে আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম করুন। আর ব্যবস্থার দ্বিতীয় সারণীতে– পাঁচ থেকে দশ নম্বর আজ্ঞাতে– মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য প্রকাশ করে, যথা, আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে প্রেম করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে ব্যবস্থা হল ঈশ্বরের চরিত্রের একটি প্রতিলিপি এবং প্রকাশ এবং সেইজন্য, চিরন্তন সত্যের একটি অভিব্যক্তি, যা সৃষ্টি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে আবদ্ধ করে। অন্য কথায়, ব্যবস্থা প্রকাশ

করে যে ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কি চান। উদাহারণস্বরূপ এটি তাঁর পবিত্রতাকে প্রকাশ করে। আমরা পড়ি, "তোমরা পবিত্র হও, যেমন আমি পবিত্র"– যা ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা করা হয়েছে; লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪; ১৯:২; অধ্যায় ২০:৭। আর এটি নতুন নিয়মের মান হিসাবে রয়ে গেছে, যেমনটি পিতর দ্বারা উদ্ধৃত করার সময় দেখা যায়, ১ পিতর ১:১৬। "পবিত্রতা" বাইবেলে ঈশ্বরের চরিত্র প্রকাশ করার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে একটি। আপনি যিশাইয়ের দর্শনের কথা মনে করতে পারেন, যিশাইয় ৬ অধ্যায়ে "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।" পবিত্রতা, যেমনটি আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি, পৃথকতা এবং বিশুদ্ধতা উভয়কেই বোঝায়– পাপ থেকে পৃথক এবং পবিত্রতার প্রতি অনুধাবন। ঈশ্বরের পবিত্রতার ব্যবস্থা একজন পবিত্র ঈশ্বর এবং একজন পাপী মানুষের মধ্যে পার্থক্যকের উপর জোর দেয়। এখন, মুক্তিপ্রাপ্তদের ঈশ্বরের পবিত্রতায় ভাগ নেওয়ার জন্য অবশিষ্ট মানবতা থেকে আলাদা হয়ে, অনুগ্রহের সুসমাচার মাধ্যমে আহ্বান করা হয়েছে। পবিত্র ঈশ্বর হিসেবে পাপাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই রয়েছে। যখন আমরা এমন কিছু বিষয়কে পাপ বলতে অস্বীকার করি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন বা অন্যভাবে যখন আমরা এমন কিছু বিষয়কে পাপ বলি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন না, তখন আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব হরণ করছি এবং তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করছি। তাই আমরা পবিত্রতা দেখতে পাই।

আমরা প্রেমও দেখি। ঈশ্বর প্রেম এবং আমরা এমনকি তাঁর ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর প্রেমের প্রতিশ্রুতি দেখি। দশ আজ্ঞার শুরুতে; "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।" তিনি নিজের চেয়ে বেশি কী দিতে পারেন? প্রতিশ্রুতি যেমন প্রেমের প্রতিশ্রুতি, তেমনি তাঁর বিধি-বিধানও প্রেমের আজ্ঞা। আমাদের বলা হয়েছে, "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।" এটা প্রভুর প্রতি ভালবাসার কথা বলছে। ব্যবস্থা এবং প্রেমের মধ্যে একটি বিরোধিতা না করে, তাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। "প্রেম হল ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা"– রোমীয় ১৩:১০। প্রেম প্রকাশ পায় ব্যবস্থার আনুগত্যের মাধ্যমে। "তুমি যদি আমাকে ভালোবাস, আমার আজ্ঞা পালন কর" এটি আমরা ১ যোহন ৫:৩ এবং যোহনের সুসমাচার ১৪:১৫ পদে পড়ি। ব্যাবস্থাকে প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যেমনটি আমরা কয়েক মুহূর্ত আগে দেখেছি মথি ২২:৩৭-৪০ পদ।

এই প্রেম ঈশ্বরের চরিত্রের আরেকটি প্রকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাঁর ঈর্ষা। তিনি একজন ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর। "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু" যা ব্যবস্থার প্রথম সারির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহারণস্বরূপ আপনি লক্ষ্য করবেন, দ্বিতীয় আজ্ঞাতে, যখন আমাদের বলা হয় কোনো খোদাই করা মূর্তি তৈরি করবে না, কারণ তিনি একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর (তিনি আপন গৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর)। তিনি নিজের নাম রাখেন এবং যাকোবের বীজের (বংশের) উপর দাবি করেন, "যে তুমি আমার।" আর ঈর্ষা হচ্ছে প্রেমের এবং পবিত্রতার আগুন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে এই ব্যবস্থাটি ঈশ্বর কে তা প্রকাশ করে।

তৃতীয়ত, ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ বোঝা আপনাকে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা এবং নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার বিন্দুগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। কিছু ব্যবস্থা স্থায়ী, অন্য ব্যবস্থা অস্থায়ী। কিন্তু উপলব্ধি করুন যে, এমনকি পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরাও এই বিভাগগুলি এবং পার্থক্যগুলি বুঝতে পেরেছিলেন। আমি এখানে এটির বিষয়ে বলবো না, তবে আপনি এটি গীতসংহিতার মধ্যে পরিস্ফুটিত হতে দেখবেন। আপনি এটি রাজা শৌলের প্রসঙ্গে এবং ভাববাদীদের মধ্যে এবং আরও অনেক কিছুতে দেখেন। যুগে যুগে মণ্ডলী ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে পার্থক্য করেছে। এখানে নৈতিক আইন আছে, যেটির বিষয়ে আমরা কথা বলছি এবং যা দশটি আদেশে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর রয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত, আনুষ্ঠানিক আইন। তাই আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে এগুলি বিবেচনা করব।

নৈতিক আইনের বিপরীতে – দশ আজ্ঞা– আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের প্রতি ছায়া হিসাবে নির্দেশ করে এবং নতুন নিয়মে সেই কাজের ফলাফল দেখা যায়। আপনার কাছে শুদ্ধিকরণ এবং অশুদ্ধ হয়ে পড়ার ব্যবস্থা, পৃথকীকরণ এবং বিশুদ্ধতা ব্যবস্থা, মন্দির এবং তাম্বুর উপাসনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, বলিদান পদ্ধতি এবং আরও অনেক কিছু আছে। এই সমস্তই খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করেছিল,কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনে সেগুলি পূর্ণ হয়েছিল। ছবির বই, এই সমস্ত প্রকার প্রতীকী আর প্রয়োজন নেই, খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ কাজ আমাদের কাছে রয়েছে এবং তাই খ্রীষ্টের আগমনের সাথে সেই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। আমরা এটি কলসীয় ২:১৬-১৭ পদে দেখতে পাই। আমরা এটি গালাতীয় ৪:১ তিমথি ৪:১-৪; ইব্রিয় ৮, ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে এবং প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে এবং আরও অন্যান্য অনেক স্থানে দেখি। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থটি ইস্রায়েলের মামলার ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায়। এগুলি ছিল সমাজ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা একটি অনন্য জাতি হিসাবে ইস্রায়েলের

ধর্মতন্ত্রের (যাজক দ্বারা শাসিত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১৯-এ বলে যে তারা ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সাথে মেয়াদ শেষ করেছে এবং "এর সাধারণ সমান্যতা প্রয়োজন হতে পারে।" এগুলি ছাড়াও এবং আমরা ইতিমধ্যে যা উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও, নৈতিক ব্যবস্থা, যাকে কখনও কখনও ডিক্যালগ বলা হয়– এই শব্দটির অর্থ "দশটি শব্দ"– ঈশ্বরের দশটি শব্দ। উদাহরণ স্বরূপ, যাত্রাপুস্ত ৩৪:২৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৩ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৪-এর ভাষা বিবেচনা করুন। এই দশটি শব্দ প্রভুর আঙুল দিয়ে পাথরের টেবিলে লেখা হয়েছিল– যাত্রাপুস্তক ৩১:১৮;৩৪:১;দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২;৯:১০ ইত্যাদি। এগুলি পাথরের ফলকে প্রভুর আঙুল দ্বারা লিখিত ছিল,তাদের স্থায়ীত্ব দেখায়– সেগুলিকে আলাদা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২ পদে লক্ষ্য করুন, যেখানে বলা হয়েছে, "সদাপ্রভু পর্বতে অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। "সুতরাং আপনি সেই দশ আজ্ঞার স্থায়ীত্বের কিছু দেখতে পাচ্ছেন। সেই দশ আজ্ঞা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতীকী পায়ের নীচে সিন্দুকে স্থাপন করা হয়েছিল।

চতুর্থত, আমি আইন ও সুসমাচারের সম্পর্কের সারাংশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলি। সংক্ষেপে, ব্যবস্থা আমাদের সুসমাচারে খ্রীষ্টের কাছে চালিত করে এবং সুসমাচার আমাদেরকে ব্যবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাই ব্যবস্থা আমাদের পাপ এবং একজন পরিত্রাতার জন্য আমাদের প্রয়োজনকে দেখায়, আমাদের সুসমাচারে দিকে চালিত করে। যারা বিশ্বাস করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসে, সুসমাচার তখন আমাদেরকে জীবনের নিয়ম হিসাবে ব্যবস্থার কাছে পাঠায়, কীভাবে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে। সুতরাং ব্যবস্থা এবং সুসমাচার উভয়ই শাস্ত্রে অনুগ্রহের উপায়, প্রভুর দ্বারা ব্যবহৃত। ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য কখনই ধার্মিক গণিত হওয়ার মাধ্যম ছিল না বরং এটি বিশ্বাসীর জীবনে প্রেমের শুদ্ধিকরনের একটি অভিব্যক্তি। তাই ব্যবস্থা এবং সুসমাচার একসাথে কাজ করে এবং এই দুটি কে আলাদা করা উচিত নয়। ব্যবস্থা, নৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্টকে আরও মূল্যবান করে তোলে। তিনি ঈশ্বরের মানদণ্ডের নিখুঁত আনুগত্যের সম্মুখে-নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিশ্বাসী লোকেদের জন্য ব্যবস্থার সমস্ত নিয়ম মেনে চলেছেন, তাই তারা তাঁর সাথে একত্রিত হয়, যিনি তাদের জন্য এমনটি করেছে যা তারা নিজেদের জন্য কখনও করতে পারেনি। নতুন নিয়মে যীশু এবং পৌল নৈতিক ব্যবস্থার ব্যবহারের বিকৃতির মুখোমুখি হন। তারা এটির সঠিক ব্যবহার রক্ষা করেছেন এবং বজায় রেখেছেন। তাই পৌল ন্যায্যতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবস্থার ব্যবহার, বা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন বা যোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা মেনে চলার ধারণাকে অস্বীকার করার পরে, তিনি রোমান ৩ এর শেষে, ৩১ পদে বলেছেন, "তবে আমরা কি বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা নিস্ফল করিতেছি? তাহা দূরে থাকুক; বরং ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি।"

পঞ্চমত, আমাদের নৈতিক বিধানের তিনটি ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলা উচিত– তিনটি ব্যবহার। নৈতিক বিধানের প্রথম ব্যবহার হল দুষ্টতাকে দমন করা এবং জগতের শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এটি কখনও কখনও বিধানের প্রশাসনিক ব্যবহার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাই বিধানের ঘোষণা পৃথিবীতে পাপের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক প্রভাব হিসেবে কাজ করে। সাধারণভাবে মানুষদের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সমুন্নত রাখা হয় এবং জাতিগুলির মধ্যে বিধান ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয় ব্যবহার এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত যে বিধান পাপকে প্রকাশ করে। এটা বিবেককে আতঙ্কিত করে। এটি আমাদের প্রয়োজনের প্রতি আমাদের জাগ্রত করে এবং খ্রীষ্টের কাছে আমাদের চালিত করে। এটিকে কখনও কখনও বিধানের শিক্ষাগত ব্যবহার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং বিধানের চাহিদা পূরণে তার অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এইভাবে বিধান আমাদের খ্রীষ্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গুরু বা শিক্ষক। এটি অবিশ্বাসীদের জন্য তাদের মনপরিবর্তনের দিকে এবং বিশ্বাসীদেরকে পবিত্রকরণে দিকে চালিত করতে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় ব্যবহার হল বিশ্বাসীদেরকে তাদের মুক্তির জন্য ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা সঙ্গে কীভাবে ধার্মিক জীবনযাপন করতে হয় সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া। এটি বিশ্বাসীর জন্য জীবনের নিয়ম হিসাবে বিধানকে উল্লেখ করা হয়। এটি আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ করে এবং যে পাপগুলোকে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এবং এড়িয়ে চলতে হবে, সেগুলির দিকে নির্দেশ করে। এটা আমাদের পরিত্রাণে ধার্মিক জীবনযাপনের পথে পরিচালিত করে। বিধানকে ভালবাসা এবং পালন করার জন্য আমাদের প্রেরণা হল খ্রীষ্টে আমাদের যে মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা। সেই ভালবাসা আনুগত্য দ্বারা প্রদর্শিত হয়। আর আনুগত্যের মান হল ঈশ্বরের চরিত্র, যা আইনে দেখা যায়। সুতরাং তিনটি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল; আইন একটি সংযমকারী– এটি প্রথম; একজন প্রকাশকারী– এটি দ্বিতীয়

এবং একটি নিয়ম– এটি তৃতীয় ব্যবহার।

ষষ্ঠত, আমাদের শিক্ষার ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, দশ আজ্ঞার ব্যাখ্যা করার নিয়ম সম্পর্কে আমাদের কিছু বলা উচিত। এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য আমি আপনাকে ওয়েস্টমিনস্টার লার্জার ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ৯৯, দেখার জন্য উৎসাহিত করব এবং আমরা খুব দ্রুত এটির বিষয়ে বলব, দশ আজ্ঞার ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু নিয়ম।

ঠিক আছে, আমরা স্বীকার করতে চাই যে এটি নিখুঁত, বিধান নিখুঁত এবং পুরো মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। তাই প্রতিটি আজ্ঞাতে প্রতিটি কর্তব্যে পরিপূর্ণতা প্রয়োজন। প্রতিটি আদেশ প্রতিটি পাপের ন্যূনতম মাত্রা নিষেধ করে। দ্বিতীয়ত,আমরা দেখি যে এটি আধ্যাত্মিক, এটি মানুষের প্রতিটি দিক, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের মন, আমাদের স্নেহ, আমাদের কথা, আমাদের কাজ, আমাদের অঙ্গভঙ্গি, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের চিন্তাভাবনা পর্যন্ত পৌঁছায়। আমরা এটি মথি ৫-এ দেখেছি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পর্বতে প্রদত্ত উপদেশে। আমরা এটাও স্বীকার করি যে একই জিনিসের বিভিন্ন দিক রয়েছে যা প্রায়শই একাধিক আজ্ঞাতে সম্বোধন করা হয়। আরেকটি এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি আজ্ঞার বিপরীত সবসময় বাধ্যতামূলক। সুতরাং যখন কোন কর্তব্যের আজ্ঞা করা হয়,তখন তার বিপরীত কাজ নিষিদ্ধ; কিন্তু যখন কোন পাপ নিষিদ্ধ করা হয়, তখন তার বিপরীত কর্তব্যের আদেশ হয়। যখন একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন বিপরীত হুমকি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং যখন একটি হুমকি দেওয়া হয়, তখন বিপরীত প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণ– সেগুলি সমস্ত সময়ের জন্য সম্পূর্ণ। সুতরাং ঈশ্বর যা নিষেধ করেন তা কখনোই করা যায় না; ঈশ্বর যা আদেশ করেন তা আমাদের কর্তব্য। প্রতিটি কর্তব্যের অধীনে এবং নিষিদ্ধ প্রতিটি পাপের অধীনে, সমস্ত একই ধরণের সম্বোধন করা হয়, যার কারণ এবং উপায় এবং এটির উপলক্ষ এবং উপস্থিতি, বা এটিকে উস্কানি দেওয়া। আমাদের যা আজ্ঞা করা হয়, যতদূর সম্ভব অন্যদের তা মান্য করার প্রচেষ্টার জন্য আমরা বাধ্য। অন্যদের যা আজ্ঞা করা হয়, আমরা তাদের তা মানতে সাহায্য করার জন্য আমরা বাধ্য। আমাদের এটির আজ্ঞাবহ হতে হবে এবং এটির আজ্ঞাবহ হতে তাদের সহায়তা করতে হবে। যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে আমরা তাদের সঙ্গে অংশ নিতে পারি না এবং আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করতে চাই যেন যা নিষিদ্ধ তারা তা এড়াতে পারে। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য এইগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

তৃতীয়ত, এই বক্তৃতার তৃতীয় মূল বিষয়, আমাদের নৈতিক বিধান সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা এখানে দুটি উল্লেখ করতে যাচ্ছি। প্রথমত, একটি ঈশতাত্ত্বিক ব্যবস্থা যা শিরোনামে হল (dispensationalism) যুগকলাপের বা অনুশাসনের কালের শিক্ষা। ডিসপেনসেশনালিজম পুরানো এবং নতুন নিয়মের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা শেখায়। তাই ঈশ্বরের বাঞ্ছা করেছেন এবং আমাদের বলা হয়েছে, যে পুরাতন নিয়ম ব্যর্থ হয়েছে এবং এইভাবে তিনি নতুন নিয়মে একটি উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রশাসনের সাথে মোকাবিলা করেন, সম্পূর্ণ ইতিহাস জুড়ে মুক্তির বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে তিনি তা করেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের কার্যকলাপের সম্পূর্ণ পদ্ধতি নতুন নিয়মের থেকে আমূল ভিন্ন ছিল। ডিসপেনসেশনালিজমের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে সাধারণ উপসংহার হল যে নতুন নিয়মে নৈতিক বিধান সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে এবং একটি ভিন্ন মানদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে– যাকে বলা হয় "খ্রীষ্টের বিধান"। যদি পুরাতন নিয়মের কিছু বিষয় নতুন নিয়মে পুনরাবৃত্তি না করা হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র দৃষ্টান্তমূলক– এটি আমাদের কোন বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেয়। আর এর থেকে আসে সমস্ত ধরণের সমস্যাযুক্ত ইঙ্গিত যা আমরা দেখি; পুরাতন এবং নতুন নিয়মের সম্পর্কে; ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর সম্পর্কে; বিধান এবং সুসমাচারের সম্পর্কে; সেইসাথে ভবিষ্যত এবং শেষ সময় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাতে। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে আমরা এই বক্তৃতায় যা শিখছি ডিসপেনসেশনালিজম ঈশ্বরের নৈতিক বিধানের স্থায়ী মানদণ্ডের ক্ষেত্রে তার বিপরীত শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়ত, আমি একটি চিরস্থায়ী আদেশ হিসাবে বিশ্রামবার; সেই চতুর্থ আদেশের উপর বিশেষভাবে আক্রমণগুলিকে তুলে ধরতে চাই। কারণ, দশটি আজ্ঞার মধ্যে, এটি এমন একটি যা প্রায়শই প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে আমাদের বলার মত বেশ কিছু জিনিস আছে। আমি দ্রুত বলার চেষ্টা করব। প্রথমত, আমরা দেখি বিশ্রামবার পতনের আগে দেখা যায়, আদিপুস্তক ২:২-৩। এটি একটি সৃষ্টি– অধ্যাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি পতনের আগে, তাই এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে পাপ এবং মুক্তি ছাড়াও। অন্য কথায়, বিশ্রামবার অন্তর্গত রয়েছে অন্যান্য সৃষ্টি অধ্যাদেশের মতো একই বিভাগে, যেমন বিবাহ, কাজ, এবং বংশবৃদ্ধি এবং সেগুলির উচ্ছেদ করা যায় না। বিশ্রামবার মহাবিশ্বের কাঠামোর মধ্যে নির্মিত হয়। একটি সাত দিনের কর্ম– সপ্তাহ এবং এটিকে দশ দিনের

সপ্তাহে পরিবর্তন করার সমস্ত প্রচেষ্টা বা অন্য সব রকম প্রচেষ্টা সে যাই হোক না কেন, তা হতাশাজনকরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু, যাত্রাপুস্তক ১৬:২২-৩০ পদে আমাদের কাছে ঈশ্বরের একটি বিবরণ রয়েছে যা লোকেদের জন্য বিশ্রামবারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির শর্ত দেয়,যা সিনয় পর্বতে মোজাইক চুক্তি (মোশির সঙ্গে কৃত ঈশ্বরের চুক্তি) দেওয়ার আগে বিদ্যমান ছিল। আদমের সময় থেকে দশ আজ্ঞার মধ্যে বিশ্রামদিনের অনুমোদন পর্যন্ত বিশ্রামদিন পালনের প্রবাহে কোনো বাধা ছিল না। আর এটি আমাদেরকে এই সত্যে নিয়ে আসে যে, যাত্রাপুস্তক ২০ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫-এ, বিশ্রামবার দশ আজ্ঞার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। এই আজ্ঞাগুলি, যেমন আমরা দেখেছি, নৈতিক প্রকৃতির এবং ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতিফলন হিসাবে সর্বকালের জন্য একটি অব্যাহত মান বহন করে। এই আজ্ঞাগুলি ঈশ্বরের আঙুল দ্বারা পাথরে খোদাই করা হয়েছিল, যা সর্বকালের জন্য তাদের অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডকে দেখায়। আমরা আরও দেখেছি যে যীশু মথি ৫:১৭-১৯ পদে এটি নিশ্চিত করেছেন, সমস্ত জাতি এবং সমস্ত লোকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সাতটির মধ্যে একটি দিন আলাদা করতে ব্যর্থ হওয়া– চুরি বা ব্যাভিচার করার মত পাপ,অথবা এটি দশ আজ্ঞার মধ্যে যে কোনও একটি লঙ্ঘনের মতো পাপ। অধিকন্তু, আমরা যাত্রাপুস্তক ৩৫:২ এবং গণনাপুস্তক ১৫:৩২ পদের এবং পরবর্তীতে দেখি, পুরাতন নিয়মেরর অধীনে বিশ্রামবারকে অপবিত্র করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এটি যিহোবার কাছে বিশ্রামবার পালন করার গুরুত্বকে অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি কি পুরাতন নিয়মে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য এমন কিছুর কথা ভাবতে পারেন যা নতুন নিয়মে পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না? এটা আমাদের মনে স্থির করা উচিত যে প্রভু এই নৈতিক বিধানের লঙ্ঘনকে হালকাভাবে নেন না। অধিকন্তু, হিব্রু শব্দ "সাব্বাত"– বিশ্রামবার শব্দ– এর অর্থ হল "থেমে যাওয়া বা বিশ্রাম করা।" যিশাইয় ৫৮:১৩ এবং ১৪, বলে যে আমরা বিশ্রামবারকে পদদলিত এবং দমন করে অপবিত্র করব না, আমাদের ছয় দিন কাজ করতে হবে এবং এক দিন বিশ্রাম নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, চতুর্থ আদেশের মধ্যেই, আমাদের জীবন ঐশ্বরিক উদাহরণের অনুকরণে তৈরি। ঈশ্বরের বিশ্রামের বিশ্রামবার– পৃথিবী সৃষ্টি হয় ছয় দিনে, সপ্তম দিনে বিশ্রাম এটিই হল মানুষের বিশ্রামের কারণ। তিনি আমাদের বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কারণ তিনি প্রথমে তাঁর বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ ও পবিত্র করেছিলেন। প্রফেসর জন মারে, বিংশ শতাব্দীর একজন সংস্কারবাদী ঈশতত্ত্ববিদ, বলেছেন, "ঐশ্বরিক উদাহরণ কি অপ্রচলিত হয়ে গেছে? আমরা কি ঈশ্বরের কাজ এবং বিশ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে শ্রম ও বিশ্রামের অধ্যাদেশে মানুষের আচরণের নমুনা হিসাবে ভাবতে পারি?" আমরা এই আজ্ঞাতে আরও শিখি যে যারা আমাদের দায়িত্ব এবং এখতিয়ারের অধীনে তাদের স্বাভাবিক ছয় দিনের শ্রম এবং বিনোদন থেকে বিরত থাকতে হবে। নহিমিয় ১০:২৯ এবং ৩১, ব্যাখ্যা করে যে আমাদের বিশ্রামবারে খাদ্য কিনতে বা যারা ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্যিক উদ্যোগ বা কার্যকলাপে জড়িত তাদের সমর্থন করা উচিত নয়।

কিন্তু বিশ্রাম নিষ্ক্রিয়তার সাথে সমতুল্য নয়। যীশু বলেছিলেন, "আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন এবং আমি কাজ করছি," কিন্তু এটি সৃষ্টির ছয় দিন পরে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত ছিলেন এবং তাঁর সংরক্ষণের কাজ চালিয়ে গেছেন। আমরা আমাদের ছয় দিনের শ্রম এবং চিত্তবিনোদন থেকে বিরত থাকি এবং নিজেদেরকে উপাসনায়, ভালো এবং প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োজিত করি। কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই, পুরো দিনটি বিশ্রাম এবং উপাসনার জন্য নিবেদিত ছিল; লেবীয় ব্যবস্থা ২৩:৩; যিহিস্কেল ৪৬:৩; বা নতুন নিয়মে প্রেরিত ১৩:১৪; আর প্রকাশিত বাক্য ১:১০ পদে। আপনি ইব্রীয় ৪:৯ পদে শব্দগুলি লক্ষ্য করবেন; "সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকি রহিয়াছে।" সেই গ্রীক শব্দ, বিশ্রাম, আসলে "বিশ্রামবার পালন করা।" তাই ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি বিশ্রামবার পালন করা বাকি আছে। ইব্রীয় ৪ স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করছে, একটি চিরন্তন বিশ্রামবারের চিত্র স্বরূপ এবং একটি সাপ্তাহিক বিশ্রামবার একটি সাইনপোস্ট, বা একটি চিত্র যা সেই চিরন্তন বিশ্রামবারের দিকে নির্দেশ করছে। যে জিনিসটির দিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা না আসা পর্যন্ত সাইনপোস্টটি সরিয়ে নেওয়া যাবে না। আপনি জানেন, সাপ্তাহিক বিশ্রামবারটি আলাদা করা হবে, যখন আমরা স্বর্গে একটি অনন্ত বিশ্রামবারে আসবো, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত, ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি বিশ্রামবার পালন করা অবশিষ্ট আছে। যিশাইয় ৫৮:১৩-১৪ বিশ্রামবারকে একটি আনন্দ এবং সম্মানজনক, উদযাপন এবং আনন্দের দিন হিসাবে বর্ণনা করে, প্রভুতে আনন্দ করা রূপে। এটি এমন একটি দিন যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা যা তারা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে তা করতে পায় এবং তা হল, প্রভুর সাথে সম্পূর্ণ একটি দিন কাটায়।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি এবং আমি ঈশ্বরের নৈতিক

বিধানের প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসার দিকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে তা করতে চাই। আমরা গীতসংহিতা ১১৯:৯৭-এ এই সম্পর্কে গান করি; "আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালোবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।" বা গীতসংহিতা ১:২-এ, "কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থার আমোদ করে তাঁহার ব্যবস্থায় দিবারাত্রি ধ্যান করে।" আপনি এটিকে যিহোশূয়ের জীবনে প্রকাশ করতে দেখেছেন, যিহোশূয় ১:৮ পদে; "তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবাবাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে এবং বুদ্ধিপূর্বক চলিবে।" আমরা নতুন নিয়মে একই ভাষা খুঁজে পাই। রোমীয় ৭:১২ এবং ২২ পদে পৌল বলেছেন; "অতএব ব্যবস্থা পবিত্র এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম;... বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি।" আমরা ১ তিমথি ১:৮ পদে আমরা এটি পড়ি; "কিন্তু আমরা জানি, ব্যবস্থা উত্তম, যদি কেহ বিধিমতে উহা ব্যবহার করে।" অথবা, ১ যোহন ৫:৩ পদে বলা হয়েছে; "কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; তাঁর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।" তবে বিষয়টা কী, প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আমাদের ঈশ্বরের আইনের প্রতি ভালবাসা গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে কী ঘটবে? আমরা যা ভালোবাসি তা নিয়ে চিন্তা করি এবং আমরা যা চিন্তা করি তা নিয়ে কথা বলি। সুতরাং,আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি ভালবাসা গড়ে তুলি, তবে তা আমাদের মনে, ধ্যান-ধারণায় থাকবে,এর উপর আমরা ধ্যান করবো; এটা আমাদের মুখের মধ্যে থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আরও বলতে পারি, আমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করতে হবে কেননা ঈশ্বরের ববস্থা আমাদের কাছে ঈশ্বরের মহিমা এবং পবিত্রতা প্রকাশ করে। এটি আমাদের তাঁর উপাসনা এবং প্রশংসা করতে পরিচালিত করবে। এটি আমাদেরকে ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে নম্রভাবে হাঁটতে সাহায্য করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা এখনও স্বর্গে পৌঁছায় নিই। বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তব হয়ে ওঠে, এটি আমাদের আত্মার গভীরে ভেদ করে এবং সেই ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশ করে যে ক্ষেত্রে আমাদের পবিত্রকরণ এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বেড়ে উঠতে হবে। হ্যাঁ, এটি আমাদের পাপের দোষী সাব্যস্ত করে, আমাদেরকে পাপ ঘৃণা করতে এবং তা হত্যা করতে শেখায়। এটা আমাদের শেখায় কিভাবে হাঁটতে হয় এবং কীভাবে তাঁর অনুগ্রহে এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে জীবনযাপন করা উচিত যা প্রভুকে খুশি করে। এটি সিদ্ধান্ত এবং ঈশ্বরীয় জীবনযাপনের জন্য প্রজ্ঞাও দেয়– যা গীতরচকের সাথে ধ্বনিত হয়। ঈশ্বরের আইন অনুসারে জীবনযাপন করা আশীর্বাদের উপায়; তাঁর আইন লঙ্ঘন করে জীবনযাপন করা কষ্ট নিয়ে আসে; "আজ্ঞালঙ্ঘনকারীর পথ কঠিন।" এই সমসত কারনের একটি অংশ যে কেন গীতরচক এটিকে তার ধ্রুব ধ্যান করে তোলে। কিন্তু সর্বোপরি, এটি বিশ্বাসীর কাছে খ্রীষ্টকে আরও মূল্যবান করে তোলে। তিনি নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর লোকেদের জন্য বিধানের সমস্ত অনুশাসন পালন করেছিলেন। আর যারা বিশ্বাসী তারা তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে, তিনি তাদের জন্য সেটি করেছেন যা তারা নিজেদের জন্য কখনও করতে পারেনি, তাদের ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, তাদের তাঁর উপস্থিতিতে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন এবং আত্মার দ্বারা তাদের তাঁর মহিমার জন্য বেঁচে থাকতে সক্ষম করেছেন।

এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের নৈতিক বিধানের শিক্ষার অন্বেষণ করেছি, সেই স্থায়ী নিয়ম যা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্যকে নির্দেশ করে। এই বিধান মানুষের হৃদয়ে লেখা আছে এবং লিখিতভাবে এই দশটি আজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর মানুষকে কোন মানদণ্ডে ধারণ করেন তা না জেনে আমরা মানুষের শিক্ষাতত্ত্ব বুঝতে পারি না। এটি একজন পরিত্রাতার জন্য পাপীর মহান প্রয়োজনকে প্রকাশ করে। এটি খ্রীষ্টের গৌরব এবং তিনি তাঁর লোকেদের মুক্তির জন্য যা কিছু সুরক্ষিত করেছেন তা মহিমান্বিত করে এবং এটি একটি স্থায়ী নিয়ম প্রদান করে, বিজ্ঞতার সাথে বিশ্বাসীদের তাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার সাধনায় পরিচালিত করে।

এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই তৃতীয় মডিউলের জন্য বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি বন্ধ করে দেয়। আমরা প্রথম মডিউলে প্রথম নীতি সংক্রান্ত শিক্ষা দিয়ে শুরু করেছিলাম, দ্বিতীয় মডিউলে ঈশ্বর সংক্রান্ত শিক্ষা, এখন এই তৃতীয় মডিউলে, যা আমরা সম্পন্ন করছি তা হল মানুষ সংক্রান্ত শিক্ষা। এখন, আসন্ন চতুর্থ মডিউলে, আমরা খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শিক্ষা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কাজের মহিমা প্রকাশের দিকে আমাদের মনোযোগ দেব।